ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

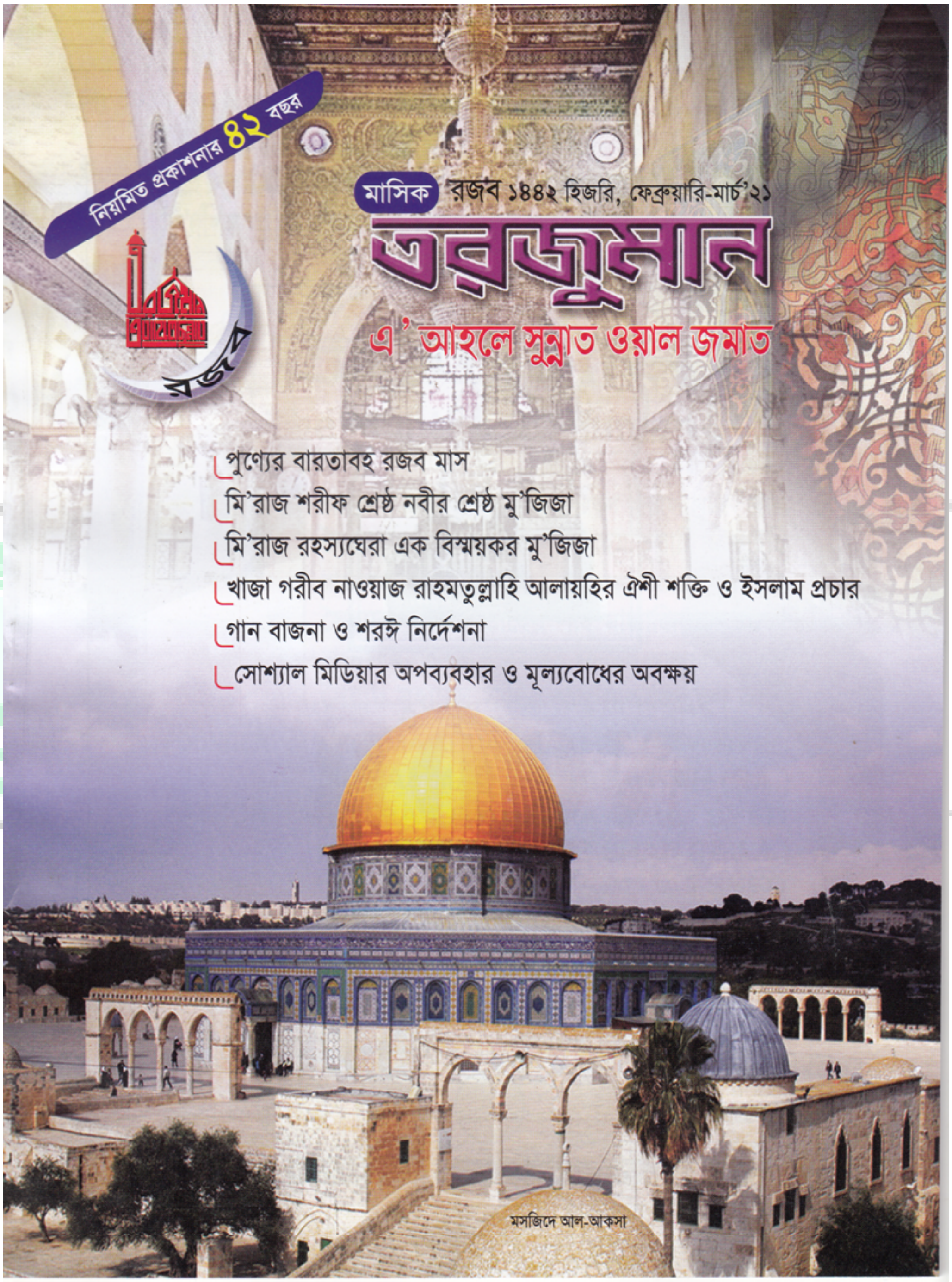

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org

মাসিক

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ৭ম সংখ্যা

রজব -১৪৪২ হিজরি

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ’২১, ফাল্গুন-১৪২৭

সম্পাদক

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫ চলতি হিসাব,
রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা, চট্টগ্রাম।

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ৯

শানে রিসালত ১১
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মি’রাজ: শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ মু’জিযা ১৪
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারি

মি’রাজ রহস্যভরা বিস্ময়কর মু’জিজা ১৯
সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আজহারী

হযরত খাজা গরীবে নাওয়াজের ঐশী শক্তি এবং ইসলামের প্রচার ২৪
অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল

পূণ্যের বারতাবহ রজব মাস ৩০
আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ৩২
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রে ইসলামী পরিভাষা ও মুসলিম ঐতিহ্য ৩৮
মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

গান-বাজনা ও শরঈ নির্দেশনা ৪০
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভুমি ৪৭
অধ্যাপক কাজী শামসুর রহমান

প্রশ্নোত্তর ৫১

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৫৯

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

রজব মাসের চাঁদ উদিত হলে প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হাত তুলে দোআ করতেন, "আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী রজবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রমদ্বান"। রজব অতীব ফজিলতপূর্ণ ও বরকমণ্ডিত মাস । হিজরী বর্ষের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রাতের মধ্যে রজবের ১ম রাত অন্যতম। হাদিসে বর্ণিত, ''যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম দিন রোযা রাখে সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখল। এ রোযা পালনকারীরও ৬ বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।'' বেহেশতে এমন একটি প্রাসাদ আছে সেখানে শুধু রজব মাসে রোযা পালনকারীরাই প্রবেশ করতে পারবে। তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, "রজব আল্লাহর মাস, শা'বান আমার মাস আর রমদ্বান উম্মতের মাস।" প্রকৃত পক্ষে এ মাস হতে সিয়াম সাধনার প্রস্তুতি শুরু হয়, প্রিয়নবী দো'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! রজব ও শা'বান আমাদের জন্য বরকতমন্ডিত করুন আর আমাদেরকে রমযান মাস নসীব করুন।"

২৭ রজব সৃষ্টি জগতের এক অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয় রাত 'মি'রাজ' রাত্রি। মহান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এ রাতে প্রিয় হাবিব রাহমাতুল্লিল আলামীনকে আরশ মোয়াল্লায় সাক্ষাৎ দান করেন। প্রিয় নবীর স্বশরীরে আরশগমন এক বিস্ময়কর মুজিযা। যা সৃষ্টি জগতের কল্পনাতীত। প্রিয় নবী আল্লাহর নিকট হতে উম্মতের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায 'তোহফা' হিসেবে নিয়ে উৎফুল্লচিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারীকে আল্লাহ্ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায'র সাওয়াব দেবেন। মু'মিন বান্দা ও নবীর আশেক উম্মত হবার জন্য আল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের উচিত পবিত্র মি'রাজের উপহার নামাযকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নামায আদায় করা আল্লাহ্ আমাদের তাওফিক দান করুন-আ-মী-ন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

সম্পাদকীয়

২১ ফেব্রুয়ারী আমদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৫২ সালের এ দিবসে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মদানের পথ বেয়ে ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রও দিবসটি সরকারিভাবে উদ্‌যাপন করছে। বাংলা ভাষার চর্চা ও বাংলা ভাষার এ মর্যাদা বাঙ্গালী জাতিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। মাতৃভাষার চর্চাও গবেষণার মাধ্যমে অধিকতর উৎকর্ষ সাধনে আমাদের আরো সচেতন হওয়া উচিত। ভাষা শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

The Monthly Tarjuman

উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারক আওলাদে রসূল হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ৬ রজব ওফাত লাভ করেন। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নবী-ওলী প্রেমিক মুসলমান এ দিবসে মহাসমারোহে শ্রদ্ধা ও গৌরবের সাথে এ দিবসে ওরস মুবারক উদ্‌যাপন করেন। তাঁরই বদৌলতে আমরা মুসলমান। গরীবে নেওয়াজের ওই ইহসান ভুলবার নয়। প্রতিদান দেয়াও অসম্ভব। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও গৌরবের সাথে এ মহামনিষী মহান শায়খকে স্মরণ করছি এবং তাঁর ফয়ূজাত কামনা করছি।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

বর্তমান সরকার দেশব্যাপী প্রতিটি উপজেলায় ও জেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি দৃষ্টি নন্দন আত্যাধুনিক মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আট হাজার সাতশ বাইশ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এমন অনন্য ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১৭০টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলোর কাজ চলতি বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে এই মুজিব বর্ষে (২০২১) প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। এই মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র ইমাম, মুয়াজ্জিন, হাফেজ দ্বারা পরিচালিত হলেই ভাল, নতুবা জামাতসহ জঙ্গীবাদীরা দখলে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবে। সরকার ও ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার আহ্বান রইল।

প্রত্যেক সৃষ্টি বস্তুই মহান স্রষ্টার মহিমা ও গুণ-কীর্তন করে

অধ্যক্ষ হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (٢١) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ(٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ(٢٣) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ(٢٤)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমা : (মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-) যদি আমি এ কুরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে অবশ্যই তুমি সেটাকে দেখতে অবনত, টুকরো টুকরো অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে এবং আমি (আল্লাহ) এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, প্রত্যেক অদৃশ্য ও দৃশ্যমানের জ্ঞাতা। তিনিই হন অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, যিনি বাদশা, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকারী, পরম সম্মানিত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল, মহান আল্লাহ পবিত্র তা হতে তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যাকে তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্থ করে। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, প্রত্যেকের রূপদাতা, তারই রয়েছে উত্তম নামসমূহ। তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

[২১-২৪ নং আয়াত, সূরা আল-হাশর]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ الخ

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর শাস্ত্র বিশারদ ইমাম যমখশারী তাফসীরে কাশশাফে বলেছেন- هذا تمثيل و تخييل অর্থাৎ এ আয়াতের মর্মবাণী হলো রূপকে ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে আয়াতের শেষাংশ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ অর্থাৎ যদি কুরআনে করীমকে পর্বত মালার ন্যায় অতীব কঠিন ও ভারী বস্তুর উপর অবতীর্ণ করা হতো এবং পাহাড়কে মানবজাতির ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হতো তবে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বাণী হিসাবে পবিত্র কুরআনের অপরিসীম মাহাত্ম্যের প্রভাবে শক্তিধর পর্বতমালা ও বিনয়াবনত-বরং-চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। উদ্দেশ্য হল- এর মাধ্যমে মানবকূলকে ধমক দেয়া ও ভয় প্রদর্শন করা যেন তারা কুরআন তেলাওয়াতে ও কুরআনের বিধি-বিধান চর্চায় বিনয়াবনত হয় আর কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কোন কোন তাফসিরকারক বলেন- পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়-বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত। [তাফসীরে কাশ্শাফ ও মাযহারি শরীফ]

মুফাসসেরীনে কেরাম আরো বলেন-মহামহিম আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বাণী হিসেবে কুরআনে করীমের অপরিসীম ও অকল্পনীয় মাহাত্ম, নুরানী তাজাল্লী ও ঐশী প্রভাবের কারণে। এটা পর্বতমালার উপর অবতীর্ণ হলে তা বিনয়াবনত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। এহেন খোদায়ী কালাম কুরআনে মাজীদ কে সৃষ্টিকূল সরদার নবীকূল শিরোমণী আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরানী ক্বলব মুবারকে নাযিল করা হল। অতঃপর নূরাণী ক্বলব মুবারক কুরআনের ধারক-

The Monthly Tarjuman

বাহক ও সংরক্ষণকারী হয়ে স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রইল। (সুবহানাল্লাহ) এর দ্বারা রাসূলে খোদা, আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্বলব মুবারকের অপরিসীম শক্তিমত্তা, অকল্পনীয় প্রশস্ততা এবং প্রগাঢ় গভীরতার কিঞ্চিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহর কুদরতের নূরের এক ঝলকের বিচ্ছুরনে তূর পর্বত জ্বলে-পুড়ে সুরমায় পরিণত হয়। আর ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ রজনীতে সৃষ্টি জগতের সকল বেষ্টনী অতিক্রম করে আরশে আজমে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের একান্ত সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে দীদার-দর্শন সাক্ষাত লাভে এমন স্থির-স্থিতিশীল ও অবিচল ছিলেন চক্ষু মুবারক পর্যন্ত এদিক-সেদিক ফিরে নাই কিংবা সীমাতিক্রম করে নাই। ما زاغ البصر و ما طغي অতএব রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসামার নূরানী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুবারকের শান-আজমত যে কত অতুল-অনুপম উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে তা সহজে অনুমান করা যায়।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الخ

আল্লাহর পবিত্রবাণী "তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভুমন্ডলে" এর ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-আসমানে-যমীনে বিদ্যমান সকল সৃষ্ট বস্তুর এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টি জগত স্বভাবজাত অন্তর্নিহিত কারিগর এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসাও গুন-কীর্তনে মশগুল রয়েছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তাছবীহ পাঠ ও হতে পারে। কারণ, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন- সকল সৃষ্টিই মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে, যদিও তোমরা তাদের তাছবীহ অনুধাবন করতে পার না।

এ আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে সুচিন্তিত অভিমত হলো প্রত্যেক সৃষ্টি বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতি সম্পন্ন, জ্ঞান-বুদ্ধিও চেতনায় সর্ব প্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তার কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তাছবীহ পাঠ করা উক্তির মাধ্যমে অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজের কানে তা শুনি না। এ কারণেই আল্লাহর কুরআনে বলে- و لكن لا تفقون تسبيحهم

সূরা হাশর এর সর্বশেষ আয়াত সমূহের অপরিসীম বরকত ও ফজিলত

মুফাসসেরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন-সূরা "হাশর" এর সর্বশেষ আয়াত সমূহের অপরিসীম বরকত ও ফজিলত রয়েছে-যেমন-সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লহু আনহু বর্ণনা করেছেন- একদা আমি রাসূলে আকরম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইসমে আজম সম্পর্কে জানতে আরজ করলাম-জবাবে আল্লাহর হাবীব এরশাদ করলেন- عليك بآخر الحشر فاكثر قرأته আর্থাৎ সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াত সমূহের অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করা কে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও। এটাই মহান আল্লাহর ইসমে আজম। রাসূলে খোদার দরবারে ইসমে আজম সম্পর্কিত এ প্রশ্ন আমি পরপর আরো দুবার করলাম। জবাবে আল্লাহর রাসুল উপরোক্ত জাবাবই দিয়েছেন। অর্থাৎ সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াত সমূহই ইসমে আজম। সাইয়্যেদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়তে সূরা হাশর এর সর্বশেষ ছয়টি আয়াতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ সর্বশেষ ছয়টি আয়াতই ইসমে আজম। [সা'লবি ও তাফসিরে কাশশাফ]

সাহাবীয়ে রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত মনকুল ইবনে ইয়াছার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে করীম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি সকালে তিন বার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পাঠ করার পর সূরা হাশরের সর্বশেষ তিন আয়াত অর্থাৎ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে মহান আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। এসব ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। এবং সে দিন যদি ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে শহীদের মর্যাদা দান করা হবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপরোক্ত নিয়মে এ তিন আয়াত তেলাওয়াত করবে সেও উক্ত ফজিলত ও মর্তবা লাভ করে ধন্য হবে। [তিরমিজি শরিফ]

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شَعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰی عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ -

(رواه البخاری ومسلم)

অনুবাদঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা প্রশাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তার মধ্য থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া এবং লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা।

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড]

وَعَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ-

(رواه مسلم)

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এমর্মে স্বাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দোযখ হারাম করে দেবেন।

[মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯]

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোকপাত হয়েছে। হাদীস সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাবধারা সুগভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যমন্ডিত। আমরা জানি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রধান হচ্ছে ঈমান। একজন মানুষের ইহকাল-পরকালের সকল কল্যাণ ঈমানের উপর নির্ভরশীল। মু'মিনের জন্য ঈমান অমূল্য সম্পদ। ইসলামে পঞ্চ বুনিয়াদের মধ্যে ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক। ঈমান ছাড়া অন্যান্য আমল মূল্যহীন অর্থহীন ও গুরুত্বহীন, অপরদিকে আমলবিহীন ঈমান অপূর্ণাঙ্গ।

ঈমানের সংজ্ঞা

ঈমান শব্দটি আরবি, এটি মাসদার তথা ক্রিয়ামূল এর আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা, আনুগত্য করা, বশ্যতা স্বীকার করা, নির্ভর করা, অবনত হওয়া তথা প্রশান্তি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে জমহুর আলেমদের মতে-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْاِقْرَارُ بِهِ-

অর্থাৎ- মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে, সেসব বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ও মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলা হয়।

ঈমানের তিনটি মাধ্যম

মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের তিনটি মাধ্যম রয়েছে-

১. الاقرار باللسان - মৌখিক স্বীকারোক্তি।
২. التصديق بالجنان - অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস।
৩. العمل بالاركان - ইসলামের বিধান কাজে বাস্তবায়ন করা।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক

ঈমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলাম অর্থ বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান, প্রকাশ্যে আমল করার নাম ইসলাম। একটি অপরটির পরিপূরক।

অন্তরের গোপন বিশ্বাসের নাম ঈমান। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আনুগত্য হলো ইসলাম।

[আল ঈমান: কৃত ড. মুহাম্মদ নাঈম ইয়ামীন।]

ঈমান ও ইসলাম প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে-

هُمَا كَالظَّهر مَعَ البَطْن لَا يُنفصِلُ اَحَدَهُمَا عَن الاخر-

ঈমান ও ইসলাম এ দুটি পেটের সাথে পিটের সম্পর্কের ন্যায়। তার একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক দেহ ও আত্মার সম্পর্ক।

মৌলিক বিষয়ে ঈমান আনা ফরজ

মহাগ্রন্থ আল ক্বোরআন ইসলামী জীবন বিধানের প্রধান উৎস। যেসব বিষয়ে ঈমান আনা একজন বান্দার উপর ফরজ বা অপরিহার্য করা হয়েছে তা পবিত্র ক্বোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২. ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান, ৩. নবী-রাসূল আলায়হিমুস্ সালাম'র প্রতি ঈমান, ৪. আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান, ৫. তাকদীরের প্রতি ঈমান, ৬. আখিরাত তথা পরকাল কিয়ামতের প্রতি ঈমান, ৭. পূনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান।

[ফাতহুলবারী: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭]

কলেমার মাধ্যমে ঈমানের ঘোষণা

একজন বান্দা আল্লাহর তাওহীদ ও নবীজির রিসালতের প্রতি পূর্ণ ঈমান স্থাপন করত: বলবে- "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় রসূল। কলেমার প্রথম অংশ তাওহীদ ও রিসালতের ঘোষণার মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা। হাদীসে রসূলে এরশাদ হয়েছে-

وَاَخْرَجَ ابنُ عَدِىْ وَابْنُ عَساكِرِ عَنْ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ رَاَيْتُ عَلى سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ-

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যখন আমি মিরাজে গমন করলাম, আরশে লিপিবদ্ধ দেখতে পেলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্''।

[ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদ্দূররুল মানসুর: খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১৯, খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ: ১২/পৃষ্ঠা ৫০৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন-

وَاَجْمَعَ الْمَسْلِمُوْنَ عَلى اَنَّ الْكَافِرَ اِذَا قَالَ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ دَخَلَ فِى الْاِسْلَامِ-

ইসলামী মনিষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন কাফির যখন 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'' বলবে সে ইসলামে প্রবেশ করল। [তাফসীরে কাইয়ুম: ১/পৃষ্ঠা ১৭৯]

উপরে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মানুষের যাতায়াত ও চলার পথ থেকে পাথর, ইট, কঙ্কর, কাঁটা ইত্যাদি বস্তু যা দ্বারা মানুষ হোচট খায় কষ্ট পায় তা সরিয়ে ফেলা সওয়াবের কাজ। লজ্জা দ্বারা ঈমানী লজ্জা বুঝানো হয়েছে, যা যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে।

বান্দা মাখলূককে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ও ফিরিস্তাদেরকে লজ্জা করবে। যেমনি প্রকাশ্যে কোন গুনাহ্ করবে না তেমনিভাবে গোপনেও কোন গুনাহ্ করবে না, কারণ আল্লাহ্ রাসূল ও ফিরিস্তাগণ তা দেখতে পাচ্ছেন।

[মিরাতুল মানাযীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫]

কলেমার দাবী পূরণ করতে হবে

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আল্লা আনহু'র বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মু'মিনের জন্য শুধু কলেমা পাঠই যথেষ্ট আমলের প্রয়োজন নেই একথা বলা যাবে না। বরং হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে কলেমার দাবী অনুসারে সকল ইসলামী আক্বিদা কবুল করে নেওয়া। এ ছাড়া হাদীসের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা: ১. যার আক্বিদা বিশুদ্ধ হবে সে দোজখে স্থায়ী হবে না। ২. হাদীসের বর্ণনায় সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, ঈমান গ্রহণ মাত্রই মৃত্যু বরণ করেছে। ৩. অথবা নবীজির এ হাদীস ওই সময়ের যখন শরীয়তের বিধি-বিধান মোটেই অবতীর্ণ হয়নি।

[মিরাতুল মানাযীহ্: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২]

রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু দূর করা

ইসলামে জনকল্যাণ ও মানব কল্যাণের প্রতিটি বিষয়কে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যজনের স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তা না করে কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ও নিজের লাভ-স্বার্থ ইসলামে গর্হিত ও অন্যায় আচরণ হিসেবে

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

নির্দেশ করা হয়েছে। নিজের ক্ষতি ও অপরের ক্ষতি সাধন কোনটাই ইসলাম অনুমোদন করে না। নিজের প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে অপরের অধিকার যেন ভুলুণ্ঠিত না হয় বা ক্ষুন্ন না হয়, সেটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অনেক সময় রাস্তায় কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য বা শোনার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও সময় হয় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কথা ও কাজ সেরে নিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মতবিনিময় কৌশল বিনিময় ও গুরুত্বপূর্ণ খবরা খবর ও কথাবার্তা যদি রাস্তায় সেরে নিতেই হয় সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে রাস্তার হক আদায় করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিজের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রন করা, সংযত করা, কারো দিকে অন্যায়ভাবে দৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِىْ الطُّرُقَاتِ قَالُوْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا منَ مَجْلِسنَا بُدّ نتحدّثُ فِيْهَا قَالَ فاذا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا مَا حقّ الطّرِيْق قَالَ غضّ الْبَصَرِ وَكَفَّ الْاَذى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالمعْرُوفِ والنهى عن الْمُنْكَرِ- (رواه ابن حبّان)

অর্থ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাবধান, তোমরা চলাচলের রাস্তায় বসে থেকো না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখানে বসে কথাবার্তা বলা ছাড়া যে আমাদের কোন উপায়ই নেই। নবীজি বললেন, যদি বসতেই হয় তবে রাস্তাকে তার হক দিয়ে দিবে। তাঁরা বললেন, রাস্তার হক কি? নবীজি বললেন, রাস্তার হক হলো, দৃষ্টি সংযত করা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের উত্তর দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

[সহীহ ইবন হিব্বান: ২ খন্ড, পৃষ্টা ৩৫৬, হাদীস নং ৫৯৫]

ঈমানের আলামত

আলামত অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, একজন মু'মিনের পরিচয়ের নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

وَرُوِىَ اَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ كَيْفَ اَصْبَحْتُمْ فَقَالُوْا اَصْبَحْنَا مُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ فَقَالَ وَمَا عَلَامَةُ اِيْمَانِكُمْ قَالُوْا نَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَنَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ وَتَرضَى بِالْقَضَاءِ فَقَالَ اَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ حقا وَرَبَّ الكعبة- (المنبهات)

বর্ণিত আছে, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বের হয়ে আসেন এবং এরশাদ করেন, আজ তোমরা কোন অবস্থায় সকাল করেছো? তদুত্তরে সাহাবারা বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান অবস্থায় আমরা সকাল করেছি। নবীজি এরশাদ করেন, তোমাদের ঈমানের আলামত কী? সাহাবাগণ বললেন, ১. আমরা বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করি, ২. সকল অবস্থায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, ৩. তাকদীরের উপর আমরা সন্তুষ্ট থাকি। নবীজি এরশাদ করেছেন, পবিত্র কা'বা ঘরের রবের কসম নিঃসন্দেহে তোমরা সত্যিকারের মু'মিন।

[ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি: কৃত- আল মুনাব্বিহাত]

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের উপর ইস্তিকামাত নসীব করুন- আ-মী-ন।

লেখক: অধ্যক্ষ মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), বন্দর হালিশহর।

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

মাহে রজব

সম্মানিত মাসসমূহের অন্যতম মাহে রজব- আল্লাহর মাস বলে আখ্যায়িত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই এ মাসটি সম্মানিত মাস হিসেবে সুবিদিত। এ মাসে চরম কলহপ্রিয় আরবগণও তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ রাখতো। ইসলামে এ মাসকে আল্লাহর রহমতের মাসরূপে গণ্য করে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করে। এ মাস আল্লাহর রহমত করুণা ও অনুগ্রহ অর্জনের মাস। মহিমান্বিত মি'রাজ, রাগায়িব ও ইস্তিফতাহ'র মহাসুযোগ লাভ করার রাতসমূহে ইবাদত বন্দেগী করে, আল্লাহর তা'আলার নৈকট্য অর্জনের এ মাসে আমাদের ব্যক্তিক, মাসাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পবিত্রতার প্রতিফলন ঘটানো একান্ত বাঞ্ছনীয়।

হযরত মূসা ইবনে ইমরান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট শুনেছি, প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'বেহেশতে রজব নামে একটি ঝর্ণা প্রবহমান রয়েছে, এর পানি দুধ হতে সাদা মধু হতেও মিষ্টি। কোন ব্যক্তি রজব মাসে অন্তত একটি রোযা রাখলেও আল্লাহ্ পাক উক্ত ঝর্ণার পানি তাকে পান করাবেন।'

প্রিয় নবী আরো এরশাদ করেছেন যে, 'বেহেশতে এমন একটি প্রাসাদ আছে, যেখানে শুধু রজব মাসে রোযা পালনকারীরাই প্রবেশ করতে পারবে। তারা ব্যতীত আর কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম দিন রোযা রাখে সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখল। তিনি আরো এরশাদ করেন, রজব মাসের প্রথম দিনে রোযা পালনকারীর ৬০ বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

রেসালায়ে হাশরিয়ায় বর্ণিত আছে, একদিন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন একটি কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে এবং সেই কবরবাসী কাঁদছে এবং বলছে ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে দোযখের আগুনে জ্বালানো হচ্ছে এবং আমার কাফন আগুনের হয়ে গেছে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ কবরবাসীকে বললেন, 'তুমি যদি রজব মাসে কমপক্ষে একটি রোযাও রাখতে তাহলে তোমার উপর এ আযাব হত না। পরে আল্লাহর রসূল ১০০ বার সূরা ইখলাস পড়ে উক্ত কবরবাসীর উপর বখ্শে দিলেন। মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা উক্ত কবরবাসীর কবর আযাব এবং সকল গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রজব মাসের অনেক ফজীলত সম্পর্কে এরশাদ করেন, এ মাসের প্রথম রাত্রি বৎসরের পাঁচটি পবিত্র রাত্রির অন্যতম। এই রাত্রিতে নফল নামায এবং নফল ইবাদত করা অতি উত্তম আমল। এ রাতে আল্লাহর দরবারে যা দু'আ করা হয় তা-ই কবুল হয়।

এ মাসের কতিপয় আমল

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বর্ণনা মতে, রজব মাসের চাঁদ দর্শন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'হাত মোবারক তুলে দিয়ে দোয়া করতেন- ***আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজাবাওঁ ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা রমদ্বানা।***

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! রজব ও শাবান মাসকে আমাদের জন্য বরকতমণ্ডিত করুন আর আমাদেরকে রমযান মাস নসীব করুন।

এ মাসের সর্বপ্রথম শুক্রবার (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) ইবাদত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রাতকে লাইলাতুর রাগায়িব বলা হয়। দুই রাকাত করে ১২ রাকাত নফল নামায আদায় করবেন এরাতে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে ৩বার সূরা ক্বদর (ইন্না আনযালনাহু ফি..) ও ১২ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। অতঃপর নামায সমাপ্ত করে ৭০ বার পড়বেন- ***আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়াসাল্লাম।***

অতঃপর সাজদায় গিয়ে ৭০ বার পাঠ করবেন- ***সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।***

অতঃপর মাথা তুলে বসে, আরো ৭বার উক্ত দোয়া পাঠ করবেন এবং আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবেন।

এ মাসের ১৫ তারিখের রজনীতে লাইলাতুল ইস্তিফতাহ্ বলা হয়। কিতাবে বর্ণিত হয়েছে- এ রাতে যেন স্রষ্টার করুণা প্রত্যাশীরা বিশেষভাবে নফল ইবাদতে অতিবাহিত করে। বিশেষত যে ব্যক্তি এ রাতের সূরা ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরা ইখলাস দ্বারা ২রাকাত বিশিষ্ট ৭০ রাকাত নামায আদায় করে তার জন্য অপরিসীম সওয়াব প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

লায়লাতুল মিরাজ তথা রজবের ২৬ তারিখ দিনগত ২৭তম রজনীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অশেষ। এ রাতে হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় দিদার দানের উদ্দেশ্যে উর্ধালোকে

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

নিয়ে গিয়েছিলেন। এ রাতে ইবাদতের অপরিসীম ফজিলত রয়েছে। বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি এ রাতে ১২ রাকাত নফল নামায আদায় পূর্বক ১০০বার করে দোয়ায়ে ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ্) কালিমায়ে তামজীদ ও দরূদ শরীফ পাঠ করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তার সমস্ত প্রার্থনা কবুল করবেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদত করে পরদিন রোজা রাখে তাঁর আমলনামায় ১০০ বৎসর ইবাদতের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।

এ মাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কালাম (কথোপকথন) পূর্বক তাঁকে ধন্য করেন এ মাসের ১৫ তারিখ এবং হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালামকে বেহেশতে উঠিয়ে নেয়ার তারিখও ১৫ রজব। ২৮ রজব হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রকাশ হয়। ১ রজব হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে কিশতীতে আরোহন করেছিলেন।

এ মাসে কয়েকজন বুযুর্গের জন্ম ও ওফাত

জন্ম: ১৩ রজব: হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

ওফাত:

০১.রজব: ইমাম শাফিয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

০২.রজব: ইমাম মূসা কাজেম ও আল্লামা নক্বী আলী খান।

০৬. রজব: খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১২.রজব: আল্লামা গাযী আযীযুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১৫.রজব: হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

২২.রজব: হযরত আমির মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

২৭.রজব: হযরত ইমাম আবু ইয়ূসুফ ও জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

আগামী চাঁদ আগামী মাস: মাহে শাবান

শাবান মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চার রাকাত নফল নামায আদায়ের জন্য হাদীস শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩০ বার করে আদায় পূর্বক যে এ নামায আদায় করবে তাকে একটি হজ্ব ও উমরাহ'র সওয়াব দান করা হবে। অপর হাদীসে বর্ণিত- যে ব্যক্তি শাবান মাসে তিন হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য কিয়ামত দিবসে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুপারিশ অবধারিত। এ মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত বা ভাগ্য বন্টনের রাত হিসেবে সুবিদিত।

হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, অধিকাংশ ইমামের মতানুযায়ী এ রাতে সৃষ্টির মহান কার্যাদি আরম্ভ হয়ে শবে কদরে তা সমাধা হয়। এ রাতে লিপিবদ্ধ করা হয় মানুষের হায়াত ও রিযিক এবং যারা মাফ চায় তাদের ক্ষমা করা হয়। এ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো- যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কে আছ রিযিক প্রার্থী? তাকে রিযিকে প্রাচুর্য দান করব। কেউ কি আছ বিপদগ্রস্ত যা হতে মুক্তি প্রার্থী? আমি তাকে বিপদ হতে নাজাত দান করব। যে কোন চাহিদাই আজ পূর্ণ করব। [ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

হাদীস শরীফে তাই বলা হয়েছে যে, এ রাতে ইবাদত বন্দেগীতে নিদ্রাহীন অতিবাহিত করে পরদিন রোজা পালন করার জন্য। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদতের নিয়তে গোসল করে তার জন্য প্রত্যেক পানির বিন্দুতে সাতশ রাকাত নফল নামাযের সওয়াব লিখা হবে। গোসলের পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়বেন প্রতি রাকাতে একবার আয়াতুল কুরছি ও তিনবার সূরা ইখলাস দ্বারা। এরপর সূরা ফাতিহার সাথে একবার সূরা কদর ও পঁচিশবার সূরা ইখলাস দ্বারা আট রাকাত নামায আদায় করবেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক ও নাস এ চারটি সূরা এবং একবার আয়াতুল কুরসী ও লাক্বাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম..... (শেষ পর্যন্ত) দ্বারা আদায় করে সালাম ফিরানোর পর যে দোয়া করবেন তাই কবুল হবে।

যাদুকর, মুশরিক, কৃপণ, মাতা-পিতাকে কষ্ট প্রদানকারী, গণক, মদ্যপায়ী, ব্যাভিচারী, অপর মুসলমানের প্রতি শুত্রুতা পোষণকারী, সুদখোর ও ঘুষখোর এবং যারা পাপ হতে তাওবা করেনা তাদের দোয়া কবুল হবে না। আল্লামা আবুল কাশেম আফফার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন- আমি একদিন স্বপ্নে নবীনন্দিনী হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর সাক্ষাত লাভ করি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনার রূহের প্রতি কিরূপ আমলের সাওয়াব বখশিশ করলে আপনি অধিক আনন্দিত হন? তিনি বললেন, হে আবুল কাশেম! শাবান মাসে আট রাকাত নামায প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠে আদায় করত আমার রূহের প্রতি সাওয়াব বখশিশ করলে আমি অত্যন্ত খুশী হই এবং তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ না করা পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

না'ত শরীফ পবিত্র ক্বোরআনে

আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন-

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ○

তরজমা: তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেন। এজন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন, যদিও অপছন্দ করে মুশরিকগণ। [সূরা তাওবা: আয়াত- ৩৩, কান্যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফ অনেক ঈমানী আক্বীদার ফিরিস্তি। এ'তে আল্লাহ্, রাসূল ও সাহাবা-ই কেরামের পরিচয় করানো হয়েছে। যেমন-

১. আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পরিচয় এভাবে করিয়েছেন যে, তিনি এমন কুদরত ওয়ালা, যিনি এমন রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর রসূলও এমন যে, তাঁর গোলামগণ এমন এমন শান বা মর্যাদার অধিকারী। এর দু'টি কারণ: **প্রথমত**, যদি সূর্যকে দেখতে হয়, তবে আয়না অথবা পানিতে দেখা হয়। কেননা, মানব চক্ষু সূর্যকে সরাসরি দেখার ক্ষমতা রাখে না। তাই মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ, মহান আল্লাহর যাতের সরাসরি পরিচয় লাভ করা বড় মুশকিল ব্যাপার ছিলো। তাই খোদা দেখার আয়নার প্রয়োজন হয়েছে। একইভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চেনার জন্য রসূলনুমা (রসূল দেখা যায় এমন) আয়নাগুলোর প্রয়োজন ছিলো। আর সেগুলো হলো- সাহাবা-ই কেরাম। মহান রবকে হুযূর-ই আন্ওয়ারের মাধ্যমে আর হুযূর-ই আন্ওয়ারকে সাহাবা-ই কেরামের মাধ্যমে চেনা জরুরি। কবি বলেন-

اس پر هُوَ الَّذِىْ گواہ شیشۂ حق نما-
دیکھ لے جلوۂ نبی شیشہ چار یار

অর্থ: এর উপর 'হুয়াল্লাযী' সাক্ষী, যিনি খোদা দেখার আয়না স্বরূপ। নবীর জল্ওয়া (আলো) দেখতে চাইলে নবীর চার বন্ধুকে দেখুন। তাঁরাই হলেন নবী দেখার আয়না স্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, এ জন্য যে, কোন কারিগর আপন কারিগরী যখন বর্ণনা করেন, তখন বলেন, "আমি হলাম তিনিই, যিনি নিপুণতার জোরে অমুক অমুক জিনিষ তৈরী করেছি।" আলিম বলেন, আমি হলাম তিনিই, যিনি আপন ইল্মের জোরে অমুক শাগরিদকে এমন উপযুক্ত করেছি। সুতরাং বিশ্ব স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্ট জিনিষগুলোর মধ্যে এমন অনুপম সত্তার মাধ্যমে নিজের সৃষ্টি কর্মের শান প্রকাশ করেছেন। আর আপন কুদরতের হাত ও ওই অতুলনীয় সত্তার উপর গর্ব করে বলেছেন- هُوَ الَّذِىْ (তিনিই হলেন যিনি. . .) আল-আয়াত।

৩. একটি লালটিনে- রংবেরং এর চারটি আয়না থাকে। মধ্যখানে ল্যাম্প জ্বলতে থাকে। তখন সবুজ আয়নার দিকে দেখবেন, তখন আলো সবুজ মনে হয়। যখন লাল আয়নার দিকে দেখবেন, তখন লাল, হলদে আয়নার দিকে দেখলে হলদে মনে হয়। বাস্তবিকপক্ষে আলো ও ল্যাম্প তো এক কিন্তু আয়না হচ্ছে রংবেরং-এর; যা ওই ল্যাম্প দ্বারাই চমকাচ্ছে। অনুরূপ, সিদ্দীক্ব, ফারূক্ব, ওসমান, ও হায়দার-ই কাররার ভিন্ন ভিন্ন রং-এর আয়না স্বরূপ, যেগুলো একমাত্র হুযূর মোস্তফারূপী প্রদীপ থেকে চমকাচ্ছে। তাঁরা সবাই রং-এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আসলের মধ্যে এক। কোথাও সিদ্দীক্বিয়াত আলোকিত, কোথাও ফারূক্বিয়াতের শান প্রকাশ পাচ্ছে, কোথাও হযরত ওসমানের ধনবান হওয়া প্রকাশ পাচ্ছে, কোথাও হায়দারী শক্তি প্রকাশমান। আমরা তো হুযূর-ই আকরামকে মেনেই ক্বোরআন-ই করীম মেনেছি। এরপর কি কারণে ক্বোরআন তার পরিচয় করাচ্ছে? 'মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।' এটাতো পরিচিতকে পরিচয় করানো হলো! প্রথমে তো তিনি হৃদয়ে এসেছে, তারপর ক্বোরআন মাথা ও হাতে এসেছে। ক্বোরআন ও তাঁর কথা বলেছে! এর কারণ কি? কবি বলেন-

وہ جس کو ملے ایمان ملا-
ایمان تو کیا رحمان ملا
قران بھی جب ھی ھاتھہ ایا-
جب دل نے وہ نور ھدی ایا

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

অর্থ: যখন তাঁকে পাওয়া গেলো, তখন ঈমান পাওয়া গেলো। শুধু ঈমান নয়, বরং 'রাহমান'কে পাওয়া গেলো। ক্বোরআনও যখন হাতে এলো, তখন হৃদয় ওই হিদায়তের নূর পেয়ে ধন্য হলো!

এর জবাব হলো- হয়তো কোন অজ্ঞ লোক বললো, হুযূর-ই আকরাম খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম। মাধ্যম তো উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা যখন খোদা পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, তখন, না'উযুবিল্লাহ্, হুযূর মোস্তফার প্রয়োজন কি? যেমন গন্তব্য স্থলে পৌঁছে রেল গাড়ীতে দেওয়া হয়। সুতরাং জবাব দেওয়া হচ্ছে- মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো এমন ওসীলাহ্ বা মাধ্যম, যেমন আলো পাওয়ার জন্য প্রদীপ। যদি প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়, তখন আলোও শেষ হয়ে যায়। এজন্য আমরা তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছি। অনুরূপ, ক্বিয়ামত পর্যন্ত ক্বোরআন দুশমান, দোস্ত সবাই পড়বে- নামাযে, ওযীফা ও অন্যান্য আমলে তিলাওয়াত করা হবে। আর তখন তো তাতে হুযূর-ই আকরামের নামও থাকবে। এভাবে সর্বত্র হুযূর-ই আকরামের নামের চর্চা হবে। হুযূর-ই আকরাম ক্বোরআনের চর্চা করেছেন, আর ক্বোরআনও সেটাকে যিনি এনেছেন তাঁর চর্চা করেছে। তাছাড়া, ক্বোরআন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর হুযূর-ই আকরাম হলেন 'নূরুল্লাহ্' (আল্লাহর নূর)। নূর (আলো) ছাড়া কিতাব পড়া যায় না। তেমনি মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা ব্যতীত ক্বোরআন বুঝা সম্ভব নয়। তদুপরি, আল্লাহর যিকর হচ্ছে দেহের খোরাক। আর হুযূর-ই আকরামের যিকর (আলোচনা) হচ্ছে ওই খাদ্যের জন্য লবণ স্বরূপ। লবণ ব্যতীত খাদ্য আহারের উপযোগী নয়। আ'লা হযরত বলেন-

ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو-
نمکین حسن والا ہمارا نبی-

একদা হযরত ওসমানের ব্যবসার প্রচুর গম এসেছিলো। তখন মদীনা মুনাওয়ারায় দুর্ভিক্ষের মত দেখা দিয়েছিলো। গমগুলো ব্যাপারীরা চড়া মূল্যে কিনতে চাইলো। তখন হযরত ওসমান বললেন, আমাকে সাতশ'গুণ বেশী মূল্য দিলে আমি তা তোমাদের নিকট বিক্রি করতে পারি। ব্যাপরীরা বললো, "এমন ক্রেতা কে আছে?" হযরত ওসমান আয়াত শরীফ খানা পাঠ করে সব গম দান করে দিলেন। তিনি এক যুদ্ধে তিনশ' উট, সামগ্রী সহকারে, এত পরিমাণ আশরাফীও রসূলে আকরামের পাক দরবারে এনে হাযির করে দিলেন। খোদায়ী হুকুম আসলো- ওসমান যা চায় তা করতে পারবেন, তাঁর জন্য কোন কাজ ক্ষতিকর হবে না। তিনি পবিত্র অন্তরের অধিকারী, শুধু ভাল কাজেরই তাওফীক্ব আল্লাহ্ তাঁকে দান করবেন।

হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ইবাদতের অবস্থা এমন ছিলো যে, একদা এক তীর এসে শরীরে এমনভাবে লেগে গেছে যে, তা বের করা যাচ্ছিলোনা। তখন সবাই বললেন, তিনি যখন নামায পড়তে থাকবেন, তখন তা বের করা যাবে, সুতরাং তেমনি করা হলো। খানা-ই কা'বার অভ্যন্তরে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। শরীয়ত ত্বরীকত, মা'রিফাত ও হাক্বীক্বতের তিনি হলেন মূল পুরুষ। ওলীগণ বেলায়ত তাঁর নিকট থেকেই পেয়ে থাকেন। খন্দকের যুদ্ধে তাঁর আসরের নামায সম্পন্ন করার জন্য ডুবে যাওয়া সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়। মোট কথা তাঁদের এসব গুণ হুযূর-ই আকরামের সান্নিধ্যের ফল।

ঘটনা: মসনভী শরীফে আছে- এক যুদ্ধে সাবাহা-ই কেরাম হুযূর-ই আকরামের পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "হুযূর, কারো নিকট এক ফোঁটা পানিও নেই।" হুযূর-ই আকরাম হযরত আলীকে হুকুম দিলেন- "ওই সামনের পাহাড়ের পাদ দেশে এক কালো হাবশী উটের উপর পানি ভর্তি মশক নিয়ে যাচ্ছে, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।" হুকুম পাওয়া মাত্র হযরত আলী পাহাড়ের পেছনে যেতেই হুযূর-ই আকরামের কথানুসারে ওই হাবশী গোলামকে ওই অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে উটের পিঠে দু'বড় মশক ভর্তি পানি নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, "এখান থেকে পানি কত দূরে?" সে বললো, "এখান থেকে পানির স্থান পর্যন্ত দু'দিনের রাস্তা।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পানি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? সে বললো, 'আমি এক জনের গোলাম। তিনি আমাকে পানি বহনের কাজে নিয়োগ করেছেন।" তিনি বললেন, "তোমাকে আল্লাহর রসূল ডাকছেন।" সে বললো, তিনি কে? আমি তাঁকে চিনি না। আমি যাবো না। হযরত আলী বললেন, "তোমাকে যেতেই হবে।" সে জেদ ধরলো- সে যাবে না। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার উটের গতি হুযূর-ই আকরামের দিকে ফিরিয়ে দিলো। দাসটি শোর-চিৎকার করলো। কোন ফয়দা হয়নি। শেষ পর্যন্ত যখনই সে হুযূর-ই আকরামের দরবারে এসে পৌঁছলো, তখন প্রশান্ত মনে হুযূর-ই আকরামের নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। সব কিছু ভুলে গেলো, উট থেকে নেমে হতভম্ব

The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

চিত্তে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো আর ভাবতে লাগলো- "আমি যমীনে আছি, না আসমানে! এ মহান নবী কি মানব জাতির কেউ, নাকি কোন কুদসী সত্তা, আসমান থেকে নেমে এসেছেন!

হুযূর-ই আকরাম নির্দেশ দিলেন- তোমরা তার মশকটি থেকে পানি নিতে থাকো। সাহাবা-ই কেরাম নির্দেশ পাওয়া মাত্র পানি নিলেন। নিজেদের পিপাসা নিবারণ করলেন। পশুগুলোকে পান করালেন। সর্বত্র পানির ছড়াছড়ি হয়ে গেলো। কিন্তু গোলামটির মশক থেকে এক বিন্দু পানিও কমেনি।

মাওলানা-ই রূম বলেন, "ওই দিন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও মশক দু'টির কানেকশন হাউযে কাউসারের সাথে করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই পানি আসছিলো।" যখন সবাই পানি নিলেন, তখন হুযূর-ই আকরাম বললেন, "তোমরা এ ক্রীতদাস থেকে পানি নিয়েছো, তোমরা রুটি দাও। সবাই তাঁদের নিজ নিজ তাঁবু থেকে রুটি সংগ্রহ করে একটি থলে ভর্তি করে দিয়ে দিলেন।

হুযূর-ই আকরাম আরো বললেন, "আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে পানি নিয়েছি, আর তোমাকে রুটি দিচ্ছি। এটুকু নিয়ে নাও, আর চলে যাও!" সে বললো, "আমি কোথায় যাবো? আপনি দাতা নিজের দরজায় ডেকে এনে কাউকে বের করে দেন না। আমি তো এখন অনুভবই করতে পারছি না- "আমি কে, কোথায় থাকি, আর কোত্থেকে এসেছি।" হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করলেন, "তাহলে তুমি এদিকে এসো!" তাকে তিনি আপন কম্বল শরীফের নিচে নিয়ে নিলেন। জানিনা দাতা কি দিলেন, আর ভিখারী কি নিলেন। কিছুক্ষণ পর কম্বল শরীফ থেকে সে বের হয়ে এলো। দেখা গেলো ওই কালো হাবশী গোলামটি এখন চাঁদের মতো সুশ্রী হয়ে গেলো। আর হুযূর-ই আকরাম বললেন, "আমিই এখন তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি যাও!" সে বললো, "খুব ভালো! আমি যাচ্ছি।"

উটের উপর চড়ে বসলো। রওনা হলো। ওদিকে তার মুনিবের চিন্তার শেষ নেই। গোলামের দেরী হচ্ছে কেন? সে মুনিবের বাড়ীতে পৌঁছার পূর্বে তারা তার খোঁজে বের হয়ে পড়েছিলো। তারা দূরে দেখলো। ভাবলো- উটতো আমাদের, মশকও আমাদের, কিন্তু লোকটি অন্য কেউ। কারণ, সেতো হাবশী ছিলো এখন তো রূমী। সে তো কালো ছিলো, এখন তো দেখছি ফর্শা। সম্ভবত কোন চোর-ডাকু আমাদের গোলামকে মেরে আমাদের উটটি সে দখল করে নিয়েছে। এসব কথা ভেবে তারা লাঠি সোটা নিয়ে তাকে মারার জন্য এগিয়ে এলো। গোলাম চিৎকার করে বলতে লাগলো- আমাকে মারবেন না, আমি আপনাদেরই অমুক গোলাম। আমাকে ঘরে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে যাবতীয় ঘটনা বলবো। ঘরে গিয়ে গোলাম বলতে লাগলো- 'আমি ছিলাম হাবশী। কিন্তু পানি নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে আমি সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পেয়ে গেছি, যিনি কাউকে সিদ্দীক্ব বানান, কাউকে ফারুক্ব, কাউকে গনী, আর কাউকে হায়দারে কাররার বানান। আর আমার মতো কুৎসিৎ কালো গোলামকে চাঁদের মতো সুন্দর করে দিয়েছেন।"

পরিশেষ, এ হলো ওই গোলামের অবস্থা। এ সংক্ষিপ্ত সময় সে হুযূর-ই পুরনূরের সান্নিধ্য পেয়ে সম্পূর্ণ নূরানী হয়ে গেছে। আর সম্মানিত সাহাবীগণ, যাঁরা ছায়ার মতো হুযূর-ই পুরনূরের সাথে ছিলেন, তাঁদের মর্যাদা কত বেশী হয়েছে, তাতো মহান পরওয়ারদিগারই জানেন।

লেখক: মহাপরিচালক- আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

মুদ্রণ জনিত সংগত কারণে ১৪ হতে ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত প্রবন্ধ 'মি'রাজ শরীফঃ শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ মু'জিজা', লেখক- মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী'র লেখাটি দেওয়া সম্ভব হয়নি। -সম্পাদক।

প্রবন্ধ

মি'রাজ : রহস্য ভরা বিস্ময়কর মু'জিযা

সৈয়দ মুহাম্মদ জলাল উদ্দিন আল আযহারী

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রহমাতাল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ তথা উর্ধ্বারোহণ আল্লাহর পক্ষ হতে রহস্যে ভরা এক বিস্ময়কর মু'জিযা। এই মি'রাজের রাতই ছিলো স্রষ্টা ও তাঁর প্রিয় সৃষ্টির সান্নিধ্য বা নৈকট্যের স্মৃতি, এই রাতই ছিল আসমান ও জমিনের শত আলোকবর্ষ দূরত্বকে একাকার করার অভূতপূর্ব মুহূর্ত।

মি'রাজ অর্থ উর্ধ্বগমন। পরিভাষায় মি'রাজ হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সশরীরে, সজ্ঞানে ও জাগ্রত অবস্থায় হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে বিশেষ বাহন বোরাকের মাধ্যমে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হয়ে প্রথম আসমান থেকে একে একে সপ্তম আসমান এবং সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উর্ধ্বজগতের অন্যান্য বড় বড় নিদর্শন দর্শনের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে একাকী রফরফ বাহনে আরশে আযীম পর্যন্ত ভ্রমণ; মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ও জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করে ফিরে আসা। মাসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে 'ইসরা' এবং সেখান থেকে উর্ধ্বে গমনকে মি'রাজ বলা হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে যত মু'জিযা দান করেছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম রহস্যময় বিস্ময়কর মু'জিযা হলো ইসরা ও মি'রাজ। এজন্যই মি'রাজের আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ পাক 'সুবহানা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা কেবল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মি'রাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র জীবনের শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

ইসরা ও মি'রাজ ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত, অলৌকিক নিদর্শন, নবুয়তের সত্যতার স্বপক্ষে এক বিরাট আলামত, জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ, মোমিনদের জন্য প্রমাণ, হেদায়েত, নেয়ামত, রহমত, মহান আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে হাযির হওয়া, উর্ধ্বলোক সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন, অদৃশ্য ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চক্ষুষ জ্ঞান অর্জন, স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাত সুবিশাল নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করা, এবং সর্বোপরি এটিকে একটি অনন্য মু'জিযা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। মি'রাজ ইসলামের ইতিহাসে এমনকি পুরা নবুওয়াতের ইতিহাসেও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবী এই পরম সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। আর এ কারণেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী।

মূলত পৃথিবীর উষালগ্ন থেকে আজ অবধি সকল চমৎকার ও অলৌকিক ঘটনাবলির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এই ঘটনাকে নিরঙ্কুশ ভাবে বিশ্বাস করার নামই ইসলাম। আর যারা বিশ্বাস করেন তাঁরাই সিদ্দিক তথা সত্যান্বেষী ও বিশ্বাসী।

মি'রাজ ও বিজ্ঞান

প্রত্যেক নবী-রাসূল ঐ ধরণের মু'জিযা নিয়েই আগমন করেন, যা তাঁর জাতির কাছে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী ছিল। বরং তা থেকেও অধিকতর শক্তিশালী। যাতে চ্যালেঞ্জটা হৃদয় স্পর্শ করে এবং তার কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। মিসরীয়রা যাদু বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল এবং ফিরাউনী মন্দিরের পুরোহিতগণ ছিলো এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, তারা যাদুর সাহায্য নিতো যাতে মানুষকে হতবুদ্ধি করা যায়, ফিরাউন এবং কাল্পনীক প্রভূদের দাস বানানো যায়। যাদের আরাধনা করত ঐসব পুরোহিত অথবা যাদুকরগণ এবং ওদের নামে জনগণ থেকে নজরানা ও সম্পদ লুণ্ঠন করতো।

এ জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে ঐ ধরনের মুজিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যা ঐ সব যাদুকরদের কাছে পরিচিত ও তাদেরকে পরাজিতকারী। যাতে তাদের যাদু ধ্বংস হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হয়।

এমনিভাবে হযরত ঈসা আলাইসি সালামকে প্রেরণ করলেন এমন জাতির নিকট যারা চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল পারদর্শি। তারা এমন অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতো যে, মানুষের চক্ষুতে ধাঁধা লেগে যেত। যুক্তিযুক্ত ছিল যে, ঈসা আলাইহিস সালাম যে মু'জিযা নিয়ে প্রেরিত হবেন তা এ ক্ষেত্রে আরো অলৌকিক হবে যাতে প্রথমে চিকিৎসকদের নিকট এবং তাদের মাধ্যমে সাধারণের নিকট পরিস্কার হয় যে, এ মুজিযা তারা যা করছে তার চেয়ে

উন্নত কোন বস্তু। যে বস্তু তাদের অপারগ করে দেয় এ বিষয় তাদের পারদর্শিতার পরও। অতএব এর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন উৎস থেকে সে বস্তুটির আগমন হওয়া যা মানবীয় গন্ডির বাহিরে। অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে।

এ জন্য দেখা যায় তাঁর মু'জিযা ছিল কুষ্ঠ ও অন্ধরোগীকে মূহুর্তে তাদের সামনে বিনা ঔষধ ও চিকিৎসায় সুস্থ করে দেয়া। এটা ছিল মানব জাতির সাধ্যাতীত। এর পর তাঁর মু'জিযার পরিধি আরো বৃদ্ধি হলো মৃতকে জীবিত করা। তারা তো কোন না কোনো মাধ্যম করে কুষ্ঠ ও অন্ধ রোগীর ব্যর্থ চিকিৎসা করলেও কিন্তু মৃতকে জীবিত করা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। এটা আল্লাহ অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন মানুষের মু'জিযা দ্বারাই সম্ভব ছিল।

আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন আরব জাতির নিকট, আর তারা ছিল সুভাষী ও ভাষা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাষা নিয়ে হতো প্রতিযোগীতা, করতো অহংকার, এমনকি তারা অন্যদের আজমী (অজ্ঞ) বলে আখ্যা দিতো। অর্থাৎ যাদের ভাষা অস্পষ্ট তারা ঐ ব্যক্তির সাথে তুল্য, যে কথা বলতে পারেনা। এজন্য যুক্তিযুক্ত ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা হবে ভাষা সাহিত্যের মু'জিযা। ঐ মানের যে মানে তারা বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। যাতে তারা অনুমান করতে পারে যে এটা মানব শক্তি সামর্থের উর্দ্ধে এবং মেনে নেয় যে, এটা অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত। সুতরাং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম কুষ্ঠ ও অন্ধকে যথাক্রমে নিরাময় ও চক্ষু দান করতেন। আর মৃতকে জীবিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী যুগের নবী-রাসূলগণের শরীয়ত যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা নয়, সম্ভবত এ কারণেই তাঁদের মু'জিযাগুলো তাঁদের সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করে অস্থায়ী মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া মু'জিযাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হল কুরআনুল কারীম। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তন মু'জিযা। কেননা, তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন এবং তাঁকে দেওয়া শরীয়ত ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই তাঁকে এ চিরন্তন মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর অনুরূপ কোনো গ্রন্থ বা এর কোনো অংশবিশেষের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কোনো রচনা পেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবেও না।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যে, মানব জাতির এক বিরাট অংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধি অর্জন করবে। তারা চাঁদে যাবে। মঙ্গলগ্রহে যান পাঠাবে। তারা গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। তাদের যুগ হবে গতির যুগ। আর যেহেতু তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসুল, তাঁর পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী বা রাসুল আগমন করবে না। তাই কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব উম্মতের ওপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী একটি মু'জিযার যৌক্তিকভাবেই প্রয়োজন ছিল।

তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন একটি মু'জিযা দান করলেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর নবীকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজ্ঞান, সব গতি ও আবিষ্কারকে পরাস্ত করে দিলেন। তাঁর নবীকে করলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র ইসরা ও মি'রাজ ছিল তেমনি একটি বৈজ্ঞানিক মু'জিযা। যা চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহ বিজয়ী বিজ্ঞানীদেরকে হতভম্ব করে দেবে।

বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় এখন সহজেই প্রতীয়মান যে, আজ বিশ্বজুড়ে দিগন্ত জয়ের যে হিড়িক পড়েছে তার মাইলফলক এই লায়লাতুল মি'রাজ। মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র মিরাজ (উর্ধ্বারোহণ)-ই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণার দ্বার উন্মোচনের প্রথম ধাপ।

পবিত্র মি'রাজ নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

আজ মুসলমানরা মহাকাশ নিয়ে এমন গবেষণা করছে যা অন্য কোন নবীর উম্মত করেনি। যদি মিরাজের ঘটনা না ঘটতো তাহলে মহাকাশ বিজয়ের সাফল্যর একক দাবীদার হতো আজকের বিজ্ঞানীরা। আর কতিপয় ধর্মবিমুখ বিজ্ঞানী এ বিষয়ে ইসলামের উপর অসম্পূর্ণতা ও অগ্রহণযোগ্যতার যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবিবকে শুধু মহাকাশ নয় বরং সাত আসমান পার করিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন, যা বিজ্ঞানীদের নিকট শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মাথার উপর যে বায়ু স্তর রয়েছে, তার উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল। এর উপর আর বায়ু স্তর নেই। আছে হিলিয়াম, ক্রিপটন, জিয়ন প্রভৃতি গ্যাসীয়

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjumanats@gmail.com
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

পদার্থ। বায়ুস্তর ভেদ করে এসব হালকা গ্যাসীয় পদার্থের অভ্যন্তরে এসে কোনো জীবজন্তুর প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা দেহের অভ্যন্তরীণ চাপ ও বহির্ভাগের চাপ সম্পূর্ণ পৃথক। এই চাপের সমতা রক্ষা করা জীবের পক্ষে কঠিন। এছাড়া ঊর্ধ্বাকাশে রয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি ও উল্কাপাতের মতো ভয়ঙ্কর ও প্রাণহরণকারী বস্তু ও প্রাণীসমূহের ভয়।

কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় নবীকে আকাশের লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি, ছায়াপথ, নিহারিকাপুঞ্জ, ধুমকেতু, ব্ল্যাক হোল ইত্যাদি পার করিয়ে উর্ধ্ব আকাশে সর্বশেষ স্থানে উপনীত করেছেন। বিজ্ঞানের জয় যাত্রার গোড়ার দিকে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মি'রাজের সত্যতা নিয়ে কতিপয় প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন :

০১. Gravitational force বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে উপরে উঠা সম্ভব নয়।

০২. জড় জগতের নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ স্থূলদেহী মানুষের পক্ষে আকাশের বায়ু শুন্যস্তর ভ্রমন করা অসম্ভব কেননা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্থুলদেহ সম্পন্ন বস্তুকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে থাকে।

০৩. বায়ুস্তর পার হওয়ার পর অক্সিজেন থাকে না আর অক্সিজেন ব্যতীত মানুষের পক্ষে বেচেঁ থাকা সম্ভব নয়।

০৪. তিনি কীভাবে অতি অল্প সময়ে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবার ফিরে এলেন? এটা অসম্ভব। ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সৃষ্টির বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দোহাই দিয়ে মিরাজকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ। কিন্ত আজকের বিজ্ঞানীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তারা। তারা বলছেন,

শূন্যে অবস্থিত যে কোনো স্থুল বস্তুকে পৃথিবী যে সব সময় সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে না, তা আজ পরীক্ষিত সত্য। প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি আছে। পৃথিবীরও আকর্ষণ শক্তি আছে। আবার সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরও আকর্ষণ শক্তি রয়েছে। সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর পরস্পরকে টেনে রেখেছে। এ টানাটানির ফলে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে কোনো আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নেই। অতএব, পৃথিবীর কোনো বস্তু যদি এ Neutral Zone-এ পৌঁছতে পারে অথবা এ সীমানা পার হয়ে সূর্যের সীমানায় যেতে পারে, তাহলে তার আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

গতি বিজ্ঞান (Dynamics) বলে, পৃথিবী হতে কোনো বস্তুকে যদি প্রতি সেকেন্ডে ৬.৯৩ অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে ঊর্ধ্বালোকে ছুঁড়ে দেয়া যায়, তাহলে আর সে পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। আবার পৃথিবী হতে কোনো বস্তু যতই উপরে উঠে যায়, ততই তার ওজন কমে যায়। ফলে অগ্রগতি ক্রমেই সহজ হয়ে যাবে।

Arther Clark বলেন, পৃথিবী হতে কোনো বস্তুর দূরত্ব যতই বাড়ে, ততই তার ওজন কমে। পৃথিবীর ১ পাউন্ড ওজনের কোনো বস্তু ১২ হাজার মাইল ঊর্ধ্বে মাত্র ১ আউন্স হয়ে যায়। এ থেকে বলা যায় যে, পৃথিবী হতে যে যত ঊর্ধ্বে গমন করবে, তার ততই অগ্রগতি সহজ হবে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে উর্ধ্বালোকে ছুটতে পারলে পৃথিবী থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। একেই মুক্তি গতি (Escape velocity) বলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজকালীন দুটি যানে আরোহণ করেন- মসজিদুল হারাম থেকে সিদরাতুলমুনতাহা (শেষ সীমানা) পর্যন্ত 'বোরাক' এবং সিদরাতুলমুনতাহা থেকে রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য পর্যন্ত রফরফ। বোরাক শব্দটি 'বারকুন' থেকে উদ্গত, যার অর্থ- বিজলি এবং 'রফরফ' অর্থ চলমান সিঁড়ি বা নরম তুলতুলে বিছানা, হাদীসে যার গতি আলোর চেয়েও বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় বোরাকের গতি অন্তত আলোর গতির সমান ছিল। হয়তো আরও বেশিই ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোরাকের দ্রুতগতির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,' বোরাক নিজ দৃষ্টি সীমার শেষ প্রান্তে প্রতিটি কদম ফেলে।' ইট-কংক্রিটের শহরে মানুষের দৃষ্টি বেশিদূর যায় না ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টির সামনে কোনো অন্তরায় না থাকলে দিগন্ত দেখা যায়। আমরা পৃথিবী থেকে আকাশও তো দেখতে পাই। সেটা প্রথম আকাশ, সপ্তম আকাশের আগে কিছু না থাকলে পৃথিবী থেকেই হয়তো সপ্তম আকাশও দেখা সম্ভব হতো।

এভাবে বিশ্লেষণ করলেই বুঝে আসে বোরাক কত দ্রুতগতির বাহন ছিল। বোরাকের গতির প্রকৃত জ্ঞান এখনো হয়তো মানুষের অর্জনই হয়নি। উপরন্তু রফরফের গতি ছিল বোরাকের চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশি। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্ত নভোমন্ডল, জান্নাত, জাহান্নাম সব দর্শন করে এসেও ওযুর পানি

প্রবাহিত অবস্থায় কিংবা দরজার শিকল নড়া অবস্থায় পাওয়া এবং বিছানা উষ্ণই থাকা অদ্ভুত কিছু নয়। অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিশাল ভ্রমণ তথা মেরাজ সফল সমাপ্ত হয়। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র এই বিস্ময়কর ভ্রমণে দীর্ঘ ২৭ বছর কেটে যায়।

আলবার্ট আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি অফ টাইম তথা সময়ের আপেক্ষিকতার থিওরিটিও মি'রাজের ঘটনা বুঝতে সহায়ক হয়। দ্রুতগতির একজন রকেট আরোহীর সময়জ্ঞান আর একজন স্থিতিশীল পৃথিবীবাসীর সময়জ্ঞান এক নয়। রকেট আরোহীর দুইশ বছর পৃথিবীর দুবছরের সমানও হতে পারে। পবিত্র কোরআনেও এমন একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহতায়ালা একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাঁকে জীবিত করে প্রশ্ন করলেন- 'বলতো, কতদিন এভাবে ছিলে? তিনি বললেন, একদিন বা একদিনের কিছু সময় আমি এভাবে ছিলাম। আল্লাহ বললেন, না। তুমি বরং একশ' বছর এভাবে ছিলে। তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ সেগুলো পচে যায়নি। আর দেখ নিজের গাধাটির দিকে। [সূরা বাকারা : ২৫৯]

এ আয়াতে দেখা যাচ্ছে, হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম যে সময়টাকে একদিন বা তারও কম ভাবছেন বাস্তবে তা একশ' বছর। একদিকে তাঁর খাবার পচে যায়নি, তাতে সময়টা সামান্যই মন হচ্ছে। অপরদিকে তার মৃত গাধার গলে-পচে যাওয়া বিচূর্ণ হাড্ডি প্রমাণ করছে, বহুকাল এরই মধ্যে চলে গেছে। এটাই রিলিটিভিটি অফ টাইম বা সময়ের আপেক্ষিকতা।

আসহাবে কাহাফের কথা চিন্তা করুন। মহান আল্লাহ্ তাদের ৩০০ বছর এক গুহার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন।

মার্কিন নভোযান ডিসকভারির মহাশূন্যচারিরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসায় প্রমাণিত হয়েছে, নভোভ্রমণ বাস্তবেই সম্ভব। কিন্ত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মি'রাজে গিয়েছিলেন তখন বিষয়টা কল্পনাতীত ছিল বটে।

বিজ্ঞানীদের মতে অক্সিজেন ব্যতীত মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। অথচ যে আল্লাহ সৃষ্টি জীবকে অক্সিজেনের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখেন, ওই আল্লাহ তা'আলা অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। যেমন হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন মাছের পেটে ছিলেন। কে তাঁকে জীবিত রেখে ছিলেন অক্সিজেন ব্যতীত?

কোনো কোনো বিজ্ঞানি বলেছেন মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের অগ্নি গোলকসমূহকে পাড়ি দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ কিভাবে সম্ভব?

আসলে বিজ্ঞানের যত বেশি আবিস্কার সংঘটিত হচ্ছে পবিত্র কোরআন-হাদিসের কিছু কিছু বিষয়ের মর্মার্থ বোঝা ততো সহজ হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞান কোরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু নয়। বরং বিজ্ঞান পবিত্র কোরআনেরই একটি অংশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ [সূরা ইয়াছিন, আয়াত : ০২]

যদি দুনিয়ার সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে ফায়ার প্রুফ পোশাক পরিধান করে আগুনের মাঝ দিয়ে চলা ফেরা করা সম্ভব হয় তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র মত মহামানবের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মহাকাশ পাড়ি দেওয়া কি করে অসম্ভব হতে পারে? আর আগুন মানুষকে পোড়ায় কিন্তু ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের পরও তিনি পোড়া যাননি।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার টেলিভিশন। টেলিভিশনে স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের খবর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ টেলিভিশন আবিষ্কারের বহু পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র সামনে আল্লাহ তাআলা হাজার হাজার মাইল দূরের সে ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাসকে উপস্থাপন করেছিলেন মুহূর্তে। নবীজি বলেন, 'যখন কুরাইশরা মি'রাজের ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলো, তখন আমি কাবার হাতিমে দাঁড়ালাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ বায়তুল মুকাদ্দাস আমার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। ফলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তাকিয়ে তার নিদর্শনগুলোর বর্ণনা তাদের দিতে লাগলাম।' [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত]

পবিত্র কুরআন দ্বারা বুঝা যায় যে, 'হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম একটি যানে চড়ে সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যা বেলায় এক মাসের পথ ভ্রমণ করতেন।'

[সূরা সাবা, ১২]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের এ ভ্রমণ সম্ভব হলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র পক্ষে বুরাক, সিঁড়ি ও রফরফের মাধ্যমে এ ভ্রমণ সম্ভব নয় কি?

আসমান থেকে পৃথিবীতে কিংবা পৃথিবী থেকে আসমানে মানুষের আসা-যাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। আমাদের প্রিয় নবীর আগেও তা' সংঘটিত হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম তাঁরা দু'জনেই মানুষ। সৃষ্টির পর থেকেই তাঁরা সপ্তম আসমানে অবস্থিত জান্নাতে বসবাস করছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সপ্তম আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা মা'মূলী কথা নয়। এখানেও যে কুদরতী সিঁড়ির প্রয়োজন ছিলো, তা' অবান্তর নয়। এছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিরা হত্যা করতে চেয়েও হত্যা করতে পারেনি। আল্লাহ স্বীয় অসীম কুদরতে ঈসা আলাইহিস সালামকে সশরীরে আসমানে তুলে নিয়েছেন।

[সূরা নিসার ১৫৬-১৫৮নং আয়াতে তার সাক্ষ্য রয়েছে।]

চৌদ্দশ' বছর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যেখানে জোর গলায় প্রমাণ করে দেখাতেন যে, মহাশূন্যের মহাকাশে মানুষ বিচরণ করতে পারে না, সেখানে তারাই বিংশ শতাব্দীর শেষে প্রমাণ করে দেখালেন যে, মানুষ গ্রহ হতে গ্রহান্তরে শূন্য হতে মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারে। নতুন আবিষ্কার করে-নতুনের সন্ধান দিয়ে তারা চৌদ্দশ' বছরের পুরাতন বৈজ্ঞানিকদের হতাশাকে খণ্ডন করতে পারেন। আমেরিকা নভোচারী ও তার সহচরবৃন্দ পৃথিবী হতে দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরের চাঁদের সাথে মিতালি পেতে বিশ্বকে অবাক করে দিলেন। বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে চলছে দারুণ প্রতিযোগিতা। কে প্রথম মঙ্গলগ্রহে, কে বুধ, শুক্র, ইউরেনাস ও নেপচুনে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। এরই মধ্যে পৃথিবীর সমপরিমাণ আরো সাতটি গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে বলেও নাসার পক্ষ হতে বিশ্ববাসীকে জানানো হয়েছে।

নভোচারীদের মহাশূন্যে বিচরণের পূর্বে তাদের দেহকে তন্ন তন্ন করে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। মাসের পর মাস তাদের শারীরিক সহিষ্ণুতার কৌশল, রক্তচাপ, হৃদক্রিয়া, বৃদ্ধির পরিমাণ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা যাচাই করে নভোভ্রমণের উপযুক্ত কিনা, তা' বিচার করা হয়। এরপর উপযুক্তদেরকে সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি দিয়ে মহাকাশ বিচরণে পাঠানো হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র জন্য বিংশ শতাব্দীর নভোচারীদের চেয়েও ভিন্নতর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। নিশ্চয় গ্যাসীয় বস্তুর মাঝে টিকে থাকার মতো কুদরতি ঔষধ তার শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। নবীজীকে সর্বকাজে উপযোগী ও সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরূপে প্রকাশ করতেই আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবীজীর বক্ষ মুবারক অপারেশন করে তথায় শক্তিশালী নূর ও হিকমত দ্বারা আলোর স্বভাবে রূপান্তরিত করেন।

বিজ্ঞানের এসব অগ্রগতির সাথে এ কথা দিন দিন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এ মি'রাজ সশরীরেই ছিলো। তিনি সশরীরে মি'রাজে গিয়েছিলেন বললেও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব এবং আজকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আগামী দিনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে পারছে।

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, পবিত্র মিরাজ অলৌকিক বটে, অযৌক্তিক নয়। মুসলমানরা আজ গর্বের সাথে বলতে পারে বৈজ্ঞানিক যত উর্ধ্বে গমন করুক না কেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চেয়ে আরো অনেক অনেক গুণে উর্ধ্বে ভ্রমন করেছেন। মি'রাজ মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য সব সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে শেখায়, গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই বর্তমানে পবিত্র মি'রাজকে নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: মেরাজ ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গ: মো. মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা। শবে মেরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান। লাইলাতুল মেরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান: বাদশা আলমগীর। বিশ্বনবীর মেরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান: এসএম আনওয়ারুল করীম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজ বৈজ্ঞানিক মোজেজা : মোস্তফা।

লেখক: **সহকারী অধ্যাপক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।**

প্রবন্ধ

হযরত খাজা গরীবে নাওয়াজ(রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)'র ঐশীশক্তি এবং ইসলাম'র প্রচার

অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল

আতায়ে রসূল, খাজায়ে খাজাগান, সুলতানে হিন্দুস্থান, গরীবে নাওয়াজ হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৫৩৬ হিজরি মতান্তরে ৫৩৭ হিজরি সনে ১৪ রজব সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩৩ হিজরি মতান্তর ৬৩৪ হিজরি মুতাবিক ৬ রজব সোমবার ওফাত বরণ করেন। খাজা গরিবে নাওয়াজ রাহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বুযুর্গ পিতা হযরত খাজা সাইয়্যিদ গিয়াসুদ্দীন আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং মহীয়সী মাতা হযরত সাইয়্যিদা উম্মুল ওয়ারা রাহমতুল্লাহি আলাইহা। খাজা গরীবে নাওয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়ে নবীকুল সরদার হুজুর সৈয়্যদুনা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র বংশীয় উত্তরাধিকারী তথা সৈয়দ বংশভূত ছিলেন। এককথায় তিনি ছিলেন, আহলে বায়তে রাসুলের অন্যতম সমুজ্জ্বল নক্ষত্র।

হজরতের বয়স যখন ১৫ বছর তখনই পিতা-মাতা উভয়ই ইন্তেকাল করেন। পিতৃ-মাতৃহারা এ শিশুর কোন পরামাত্মীয় ছিল না, সম্পদ বলতে ছিল পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটি যাঁতি ও আঙ্গুর ফলের বাগান। গরীবে নাওয়াজের জীবনী ও ইতিহাসের বর্ণনাসূত্রে দেখা যায়, সুলতানুল হিন্দ, গরীবে নাওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত ফলের বাগানে কাজ করছিলেন; এমন সময় উক্ত বাগানে তাশরীফ আনলেন মজ্জুব অলি হযরত ইব্রাহীম কান্দুজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এসময় ইব্রাহিম কান্দুজী বাগানের একপাশে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিষয়টি কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে হযরত ইবরাহীম কান্দুজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে গিয়ে তাঁর খিদমতে কিছু আঙ্গুর ফল পেশ করলেন। ফল খাওয়া শেষ হলে হযরত ইব্রাহীম কান্দুজী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বরকতময় থলি থেকে কিছু খাদ্য (গমের রুটি) বের করে কিছু অংশ নিজ দাঁতে চিবিয়ে খেয়ে বাকিটা গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খেতে দিলেন।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী উক্ত রুটি খাওয়ার পর তাঁর মধ্যে ভাবান্তর (হাল) সৃষ্টি হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে জগৎ সংসার বিমূখ হয়ে নিজের পিতৃসম্পদ যাঁতি ও ফলের বাগান বিক্রি করে দিয়ে ইল্‌মে শরীয়ত, হাক্বিকত ও মারিফাত হাসিলের জন্য সফরে বের হয়ে পড়েন। প্রথমে বুখারা গিয়ে সাড়ে সাত বছর ইলমে কুরআন, তাফসির, হাদিস, ফিক্বাহসহ নানা বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইল্‌মে তাসাউফের গভীর নির্যাস হাসিলের লক্ষ্যে শায়খ তথা পীর-মুর্শিদ তালাশ করতে লাগলেন এবং তৎকালীন জামানার শ্রেষ্ঠ বুযূর্গ ও সাধক হযরত উছমান হারুনী (হারওয়ানি) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দস্ত মোবারকে বাইয়াত গ্রহণ করে প্রায় একুশ বছর কঠোর রিয়াযত-মুরাকাবা ও মুশাহাদার মাধ্যমে ইলমে তাসাউফে পূর্ণতা হাসিল করেন। এর আগে শায়খ হযরত উছমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন তাঁকে (খাজা গরীবে নাওয়াজকে) বললেন, "হে মুঈনুদ্দীন! চলুন, আপনাকে আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব হুযূর পাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সোপর্দ করে দেব।"

একথা বলে হযরত উছমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গরীবে নাওয়াজকে সাথে নিয়ে হজে রওয়ানা হন। হজ্ব সম্পন্ন অর্থাৎ কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও যিয়ারত সম্পাদন করার পর হযরত উছমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন,"হে আল্লাহ পাক! মুঈনুদ্দীনকে আপনার নিকট সোপর্দ করে দিলাম, আপনি তাঁকে কবুল করুন।" সাথে সাথে এলহাম হলো (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্য আওয়াজ)- "হে উছমান হারুনী! আমি মুঈনুদ্দীনকে কবুল করে নিলাম।"

অতঃপর মদিনা শরীফে হুজুর রাহমাতুল্লিল আলামিন সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা শরীফ যিয়ারত করলেন। এসময় হযরত উছমান হারুনী খাজা মঈনুদ্দিনকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে মুঈনুদ্দীন! আপনি সালাম পেশ করুন।" তিনি সালাম দিলেন- "আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!" সাথে সাথে রওজা মোবারক হতে জবাব আসলো- "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া কুতুবুল হিন্দ।" অর্থাৎ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের জবাবের সাথে খাজা মঈনুদ্দিন

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

চিশতীর কার্যক্রমসহ তার বেলায়তের পদমর্যাদা বা উপাধিও দিয়ে দিলেন- "কুতুবুল হিন্দ" বা হিন্দুস্থানের কুতুব বলে। নবুয়াতি মুজেজা আর বেলায়তি কারামাতের সাজুয্যে প্রাপ্ত নিয়ামতে ওজমাতে মঈনুদ্দিন হয়ে গেলেন আতায়ে রাসুল, গরিবে নাওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ। রওজা শরীফ থেকে সরাসরি ফয়েজ আর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আর দেরি করলেন না খাজা মঈনুদ্দীন; এরপর বেলায়তের সম্রাট গাউসে পাক হজরত সৈয়দুনা আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দেশ বাগদাদ হয়ে হিন্দুস্তানে চলে আসেন।

তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে হিকমতপূর্ণ তাজদীদের মাধ্যমে হিন্দুস্তান থেকে পৌত্তলিকতার যাবতীয় শিরক, কুফর, বিদয়াত ও অপসংস্কৃতি দূরীভুত করে লক্ষ লক্ষ অমুসলিমকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। যাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে একটি শান্তিময়, সাম্য ও সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খাজা গরিবে নাওয়াজের এ দাওয়াতি কার্যক্রম মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদা রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহি আজমাঈনের পরে সবচেয়ে বড় ও কঠিনতম দাওয়াতি কার্যক্রম ছিল। কারণ যে দেশে গরীবে নাওয়াজের উপর তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সেই দেশটিই পুরোপুরিভাবে পৌত্তলিকতা ও অপসংস্কৃতিতে ভরপুর ছিল। এখানে আরবীয় পুরনো প্রথার মতই সনাতন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে একটি নতুন সমাজ ও সভ্যতার গোড়া পত্তন করা সহজ বিষয় ছিল না। কিন্তু খাজা গরীবে নাওয়াজ রাসূলে পাকের বিশেষ করুণা ও মহান রাব্বুল আলামিনের অফুরন্ত দয়া ও মেহেরবাণীতে সেই কঠিনকে সহজে জয় করে নেন বিশেষ হিকমত আর মরমি ধারার এক ঐশী সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে।

সুফিয়ায়ে কেরামের ভাষ্যে, গরীবে নাওয়াজ, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এত বিরাট সফলতা অর্জনের পেছনে একমাত্র শক্তি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি আপন পীর ও মুর্শিদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও কঠোর রিয়াজত।

খাজা গরীবে নাওয়াজের উপর রচিত বিভিন্ন সিরাত গ্রন্থ পাঠান্তে দেখা যায়, গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন এ ক্ষণকালীন জগৎ থেকে বিদায় নেয়ার সময় হলো তখন তাঁর প্রধান খলীফা হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ডেকে বললেন, "হে বখতিয়ার কাকী! আমার সময় শেষ, আমার নিকট আল্লাহ পাকের যা নিয়ামত রয়েছে, তা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, আপনি তার হক্ব আদায় করবেন। আর আপনি দিল্লি চলে যান, আপনার হিদায়তের বা দ্বীন প্রচারের স্থান হলো দিল্লি।" হযরত বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুজুর শায়খ (রাহ.)-এর নির্দেশ পালনার্থে আমি দিল্লি চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে বিশ দিন পর আমি সংবাদ পেলাম আমার মহাসম্মানিত পীর-মুরশিদ, শায়খ, চিশতিয়া তরিকতের সম্রাট গরীবে নাওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ জগৎ থেকে পর্দা করেছেন। এ খবর শুনে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, চোখের জল নিমিষে গড়িয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে আছরের সময় আসন্ন। আমি আছর নামায পড়ে জায়নামাজে বসা ছিলাম। এমন সময় আমার তন্দ্রা এসে গেল, আমি দেখতে পেলাম, আমার মহামান্য শায়খ, মুর্শিদ আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি মহামান্য শায়খকে দেখে সালাম দিলাম ও কদমবুছী করলাম। অতঃপর আরজ করলাম, "হে আমার শায়খ! আপনি আল্লাহ পাক ও উনার রসূল হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেযামন্দির জন্য ৯৭ বছর ব্যয় করেছেন। মহান আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? জবাবে গরীবে নাওয়াজ (রাহ.)বললেন, "হে আমার প্রিয় বখতিয়ার কাকী! প্রথমত মহান আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করেছেন। দ্বিতীয়ত যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর কাছে সবচেয়ে মকবুল, তাঁরা আরশের অধিবাসী হবেন। অর্থাৎ তাঁরা সর্বদা আল্লাহ পাকের দীদারে মশগুল থাকবেন। মহান আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে সেই আরশের অধিবাসী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ আমি সর্বদা আল্লাহতা'আলার দীদারে মশগুল আছি।"

গরীবে নাওয়াজের জীবনী গ্রন্থ লেখকদের মধ্যে অনেকেই নিম্নের ঘটনাটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়, খাজা গরিবে নাওয়াজ ছিলেন, পরিপূর্ণ আখলাকে নবীর প্রতিবিম্ব। তাঁর কাছ থেকে সুন্নতি জীবন বৈ অন্য কিছু কোন সময় প্রকাশ পায় নি। ইশ্কে রাসূল ছিল তাঁর ঈমানের বলিষ্ঠ শক্তি। গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স যখন নব্বই বছর তখন তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দিদার লাভ করলেন। যখন বিশেষ সাক্ষাৎ বা দিদারে মুস্তফা লাভ করলেন তখন রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, "হে মুঈনুদ্দীন! (মুঈনুদ্দীন অর্থ- দ্বীনের

সাহায্যকারী)! আপনি সত্যিই আমার দ্বীনের সাহায্যকারী, আপনি আমার সব সুন্নতই পালন করেছেন, তবে একটি সুন্নত এখনো বাকি রয়ে গেল কেন?"

গরীবে নাওয়াজ এ কথা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, মন ভারি হয়ে গেল। সর্বশেষ তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ-রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের খিদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে তখনও বিবাহ করার সুযোগ হয়নি তাঁর। এরপর তিনি নব্বই বছর বয়সে পর পর দু'টি বিবাহ করে এ সুন্নাতও আদায় করলেন।

একথা সত্য যে, বিশ্বের কামেল অলিদের প্রত্যেকেই আল্লাহর হাবিবের মাহবুব। মাহবুবে খোদা হাবিবে মুস্তফা ছাড়া আল্লাহর নবীর দু'জন উম্মত ও ইশ্‌কে রাসূলে মতোয়ারা মহান সাধক পৃথিবীতে হাবীবুল্লাহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। একজন হলেন হযরত যুননূন মিছরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর দ্বিতীয়জন হলেন সুলতানুল হিন্দ, গরীবে নেওয়াজ, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এ মহান দুই সাধকের ওফাতের পর তাদের কপালে কুদরতীভাবে সোনালি অক্ষরে লিখিত হয়েছিল- 'হা-যা হাবিবুল্লাহ, মাতা ফী হুব্বিল্লাহ' অর্থাৎ তিনি আল্লাহর হাবিব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মুহব্বতেই তিনি বিদায় গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এই মহান সাধকের প্রতিষ্ঠিত তরিকার নাম - "চিশতিয়া তরিকা" অর্থাৎ তিনিই এ তরিকার ইমাম। এ তরিকা সম্পর্কেও রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে আর বিবরণ দেয়া যাচ্ছেনা। প্রসঙ্গত আরো দু'একটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করে নিবন্ধের ইতি টানব।

রাওজায়ে আকদাস থেকে হায়াতুন্নবী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে খাজা গরিবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৪০ জন সঙ্গীসহ হিন্দুস্থানে আগমন করেন। এ সময়ে হিন্দুস্থান ছিলো পৌত্তলিকতায় ভরপুর। রাজন্যবর্গরাও ছিল অধিকতর স্বৈরাচারী, অমানবিক ও জালেম। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিলো একেবারেই নগণ্য। গরীবে নাওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে প্রথমে লাহোরে হযরত দাতা গঞ্জেবখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার শরীফে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন (চিল্লার মাধ্যমে মোরাকাবা ও মুশাহিদা করেন)। সেখান থেকে সরাসরি তিনি দিল্লিতে গমন করেন। মূলত এখান থেকে তিনি হিদায়তের কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর এ দাওয়াতি কার্যক্রম ছিল ঐশী তাওয়াজ্জুপ্রসূত। ফলে নিম্ন ও মধ্যবর্ণের পৌত্তলিকদের অনেকেই তাঁর কথা, আচর-আচরণ ও রুহানিয়ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু তাদের জন্য পরিবেশগত কারণে ইসলাম গ্রহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা রক্ষণশীল তথা গোঁড়াশ্রেণির তারা এবং ক্ষমতাশীল প্রভাবশালী কিছু লোক খাজা গরীবে নাওয়াজের এ শান্তি মিশনকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে তারা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। খাজা গরীবে নাওয়াজকে হত্যা করার পরিকল্পনাও তারা নিয়েছিল। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একদিন পৌত্তলিকদের মধ্য থেকে একজন শক্তিশালী যুবক স্বশস্ত্র অবস্থায় কৌশলে খাজা গরীবে নাওয়াজের মজলিসে প্রবেশ করে, কিন্তু গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ যুবককে দেখে বললেন, "চুপ চাপ আছ কেন?" নিজের কাজ সমাধা কর! সময় নষ্ট করে কি লাভ?" খাজা গরীবে নাওয়াজের এ ধরণের কারামাত ও রুহানিয়ত অবস্থা দেখে হত্যা করতে আসা যুবকটির সব উলট পালট হয়ে গেল। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গরীবে নাওয়াজের কাছে ক্ষমা চেয়ে ইসলাম কবুল করল। সাথে সাথে তরিকতের দীক্ষা নিয়ে গরীবে নাওয়াজের ভাগ্যবান সহচরে পরিনত হল। এ ঘটনা মূর্তি পুজারীদের কাছে ছড়িয়ে পড়ার পর দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, এসময় ভারতীয় পৌত্তলিক রাজাদের মধ্যে পৃথ্বীরাজই ছিল শক্তিশালী এবং তার রাজধানী ছিল আজমিরে। গরীবে নাওয়াজ এবার তাঁর জন্য আদিষ্ট স্থান আজমীরের উদ্দেশ্যে বের হন। খাজা সনজরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লি হতে আজমীরে এসেই বর্তমান মাজার সংলগ্ন জায়গায় আস্তানা গড়েন। এরপর রাজা পৃথ্বীরাজের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান। কিন্তু গরীবে নাওয়াজের দাওয়াত প্রত্যাখান করে তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। খাজা আজমিরীকে এ এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সব অত্যাচার শুরু করেন। একসময় আজমীর সংলগ্ন আনাসাগরের পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করলো এবং খাজা গরীবে নাওয়াজ ও তাঁর সহযোগিরা কেউ যেন পানি নিতে না পারে সেই জন্য কঠোর প্রতিরক্ষাবেধ রচনা করল। কিন্তু তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে কৌশলে মাত্র এক বদনা পানি নিলেন এবং তাতে ওই আনাসাগর দীঘীর সমস্ত পানি নয় শুধু আজমীর শরীফের আশেপাশে সকল পুকুর, জলাশয়, কুপের পানি, সন্তানের মায়ের দুধ ও শুকিয়ে যায়। এরপর আজমীরের লোকজন হজরতের

কাছে ক্ষমা চাইলে আবারও আগের মত আনাসাগরসহ সব কুপ, জলাশয় ও পুকুর পানিতে ভরপুর হয়ে যায়। এটি মূলতঃ খাজা গরীবে নাওয়াজের কারামতের বহিঃপ্রকাশ। এঘটনার পর আজমীর ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে দলে দলে লোক এসে ইসলাম কবুল করতে লাগলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গরীবে নাওয়াজের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। গরীবে নাওয়াজের কারামাতের মোকাবেলায় সে তার বড় বড় দৈত্য দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। কিন্তু গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ন্যূনতম ক্ষতি করতে পারলো না। প্রতিটি পাথর গরীবে নাওয়াজের আস্তানায় পড়ার আগেই উল্টো নিক্ষেপকারী দৈত্য-যাদুগরদের আঘাত করত। এর পর হিন্দুস্থানের সেরা যাদুকর পৃথ্বীরাজের ভাই জয়পাল যোগীকে ডাকলো। কিন্তু যাদুকর জয়পালও তার সকল চেষ্টা প্রয়োগ করে ব্যর্থ হলো। তখন জয়পালের এ বোধোদয় হলো যে গরীবে নাওয়াজ স্রষ্টাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে যা করেছেন তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। জয়পাল পরাজয় মেনে নিয়ে একদিন গরীবে নাওয়াজের দরবারে এসে হজরতের দস্তমোবারকে হাত রেখে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। একই সাথে বায়াত গ্রহণ করে খাজা গরীবে নাওয়াজের কাছে বিনয়ের সাথে দীর্ঘজীবন ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকার আরজ করলেন। গরীবে নাওয়াজ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সেই আশা পূর্ণ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর জয়পালের নামকরণ করা হয় আবদুল্লাহ। ভারতের মধ্যপ্রদেশের কুরুপান্ডবে অবস্থিত একটা পাহাড়ি জঙ্গল যেটা হযরত আব্দুল্লাহ বিয়াবান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জঙ্গল নামে পরিচিত। কথিত আছে, মাঝেমধ্যে জয়পাল তথা আবদুল্লাহকে এখনও গরীবে নাওয়াজের মাজারের আশেপাশে দেখা যায়।

সর্বশেষ জয়পালের ইসলাম গ্রহণের পর পৃথ্বীরাজের সমস্ত লোকজন ইসলাম গ্রহণ করলেন, বাকি থাকল শুধু পৃথীরাজ। বারবার খাজা গরীবে নাওয়াজের পক্ষ থেকে ঈমান আনার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বরং ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলেন। এ অবস্থায় গরীবে নাওয়াজ একদিন জজবাতি হালতে পৃথ্বিরাজকে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন যে, "আমরা জীবিত বন্দী অবস্থায় তোমাকে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করলাম"। এ চিঠির পর পরই সুলতান শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীর সাথে পৃথ্বীরাজের পরপর দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে যা তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত সর্বশেষ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ঘুরির হাতে জীবিত বন্দী হন। পরে তাকে হত্যা করা হয়। পৃথ্বীরাজের সুচনীয়ভাবে পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সুচনা হয়। পতন হয়, পৌত্তলিক ও বর্বর সমাজ ব্যবস্থার, উত্থান হয় ইসলামী শাসন, নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির।

খাজা গরীবে নাওয়াজের ওপাতের আগে ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ বছর ইসলামের প্রচার-প্রসারে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এসময় নব্বই লাখের অধিক মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন বলে ইতিহাস ও হজরতের জীবনী সূত্রে জানা যায়। হজরত খাজা গরীবে নাওয়াজের হাজারো কারামাত রয়েছে, যা এ সংক্ষিপ্ত কলেবরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে গাউসুল আজম পীরানেপীর দস্তগীরের সাথে সাক্ষাৎ ও ৫৬ দিনের সান্নিধ্য এরপর বাগদাদ আর আজমীরের হাজার মাইলের ব্যবধানে যখন গাউসেপাক বাগদাদ জামে মসজিদের মিম্বরে বসে ঘোষণা দিলেন 'কদমি হাজিহি আলা রকবাতি কুল্লি ওয়ালিউল্লাহ' অর্থাৎ- এ আমার পা, যা তাবৎ বিশ্বের সকল অলিউল্লাহদের গর্দানের উপর। তখন আজমীর থেকে খাজা গরীবে নাওয়াজ মোরাকাবারত অবস্থায় মাটিতে মাথা রেখে ঘোষণা দিলেন, 'কৃলা বলা, আলা রাসি ওয়া আইনি' অর্থাৎ- হ্যাঁ হ্যাঁ,গর্দানে নয় শুধু, আপনার কদমপাক আমার মাথায় ও চোখের উপর।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ৬৩৩ হিজরীর ৫ রজব দিবাগত রাত অর্থাৎ ৬ রজব সূর্যোদয়ের সময় এ দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তার বড় ছেলে খাজা ফখরুদ্দীন চিশতী (রাহ.) তার নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন। প্রতিবছর ১ রজব হতে ৬ রজব পর্যন্ত আজমীর শরীফে তার সমাধিস্থলে ওরস অনুষ্ঠিত। যাতে দেশ-বিদেশের নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের লাখো মানুষ সমবেত হয়। আল্লাহ আমাদের খাজা গরীবে নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ফয়ুজাত নসিব করুন। আমিন।

তথ্যসূত্রঃ

১.তারিখে খাজায়ে খাজেগান, কৃত- প্রফেসর সামসু তাহরানী, ২.খুতবাতে আজমীর, কৃত-ফয়জুল মুস্তফা আতিকী (রাহ.), ৩.খিয়ারুল মাজালিস, কৃত-হামিদ কলন্দর (রাহ.), ৪. কাশফুল মাহজুব, কৃত- আল-হাজবিরী, ৫. হজরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রাহ্) এর মাজার, কৃত-পি.এম.কুরি, ৬. সুলতান-এ হিন্দের দেশে, কৃত-মাওলানা বদিউল আলম রিজভী, ৭. লেখকের ২০১৪ সালে সফর অভিজ্ঞতা, ৮. ইন্টারনেট; এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ৯. ইসলামি বিশ্বকোষ, ই.ফা, ঢাকা, ১০. ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, মুসলমান আমল, কৃত- ড. আবদুল করিম।

সহ সম্পাদক-দৈনিক পূর্বদেশ, চট্টগ্রাম।

পুণ্যের বারতাবহ রজব মাস

আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

আল্লাহ এক, তিনি অদ্বিতীয়। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁর কোন শরীক নাই। মুমিন শুধু তাকেই উপাস্য জানে। তার ইবাদতে কারো অংশীদারিত্ব নেই। আমাদের পথের দিশা, মুক্তির নির্দেশক সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

মাস যায়, মাস আসে। কালের চক্রে বিবর্তনধর্মি এ সৃষ্টি জগতের সবকিছুই ক্রমান্বয়ে নিজ নিজ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। দিন রাতের পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে আমরাও সেভাবেই এগিয়ে চলি অবধারিত গন্তব্যের পথে। দিন-মাস-বছর শেষে হিজরী বর্ষের চান্দ্রমাস মাহে রজব আমাদের জীবনে আরো একবার উপস্থিত হলো।

এ মাস সমূহ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এ মাসে অনুভব করা যায় আসন্ন মাহে রমাদ্বানের প্রাথমিক আবহ। এ চাঁদ সূচনা করে বরকত, ফযীলত ও মহিমার বিশেষ মাসত্রয়ের যা ক্রমান্বয়ে মুমিন বান্দাকে পর্যায়ক্রমে আকৃষ্ট করে মহান আল্লাহর একান্ত নৈকট্যের। বলা হয়ে থাকে, রজব মাস্ গাফিল বান্দাকে আল্লাহর দুয়ারে উপনীত করে। শা'বান মাস সর্বাধিপতি, দানশীল মুনিবের নৈকট্যের অনুভূতি জাগায়। আর তাঁকে ক্ষমাশীল প্রভু আল্লাহর সামনে নিয়ে যেতে আসে মাহে রমাদ্বান শরীফ, নেকীর বীজ বপনের মাস রজব, এতে পানি সেচনের মাস শাবান, আর রহমতের ফসল ঘরে তোলার উৎসবমুখর মাস হলো রমাদ্বান মুবারাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশেষ সম্মানিত যে চারটি মাস রয়েছে, রজব সেগুলোর অন্যতম। কথিত আছে, "মাহে রজব অতিবাহিত হওয়ার পর আসমানে উত্থিত হয়। তখন আল্লাহ্ তাকে বলেন, আমার বান্দারা কি তোমাকে তা'যীম করেছিল? রজব থাকে নিশ্চুপ। এভাবে আল্লাহ তাকে তিনবার প্রশ্ন করার পর সে বলে, হে ইলাহী। আপনি হলেন দোষ গোপনকারী, আপনার বান্দাদেরকে অপরের দোষত্রুটি গোপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার রাসূল আমাকে বধির আখ্যা দিয়েছে তাই আমি তাদের আনুগত্য করার কথা শুনেছি, পাপের কথা শুনিনি। [সুত্র: খুতবায়ে ইবনে নাবাতা]

এ মাসে সংঘটিত হয়েছিল পেয়ারা নবীর ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা পবিত্র মেরাজ। যা তাঁর উম্মতেরও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম স্মারক। পবিত্র মে'রাজের চাঁদ এ মাহে রজব। প্রিয়নবীর অতুলনীয় মর্যাদা, অনতিক্রম্য স্বকীয় উচ্চমান, আল্লাহ্‌র একান্ত নৈকট্যের নিবিড়তম সোপান লাভে ধন্য হওয়ার পুণ্য স্মৃতিবহ মাস মাহে রজব। যেখান হতে উম্মতের জন্য দৈনন্দিন মে'রাজের আস্বাদন জাগানো শ্রেষ্ঠতম ইবাদত পঞ্জেগানা নামাযের খোদায়ী তোহ্‌ফা আসে, সেই অনন্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে পুণ্যময় এ মাসটি। এ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত জুমা'র রাত হল বিশেষ রাত, যার নাম লাইলাতুল রাগায়িব।

নফল ইবাদত দ্বারা বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে ওঠে, লাভ করে তার নৈকট্য। এক পর্যায়ে এমনও হয়ে ওঠতে পারে যে, তার অস্তিত্বের প্রতিটি অঙ্গে লীলায়িত হয় মহান কুদরতের অপার শক্তি। নূরের নবী মানবীয় অবয়বে দৃশ্যমান হওয়ার প্রথম প্রক্রিয়ার সুচনা হয় এ মাসের প্রথম জুমা'র পবিত্র রাতে। তাই, এ আবহে আত্মস্থ হতে আমাদের এ মাস থেকেই নফল ইবাদত তথা নামায, রোযা, তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, সদকা ও খয়রাত'র প্রতি অধিকতর মনোযোগী ও আন্তরিক হওয়া উচিত। মাহে রজবের প্রথম রাত বছরের বিশেষ পাঁচ রাতের অন্যতম রাত। এ মাসে অন্ততঃ একটি হলেও নফল রোযা পালন করা, এক রাত নফল ইবাদতে অতিবাহিত করার ফযীলত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনামতে পূর্ণ এক বছরে দিনে যাও রাতে নামায আদায়ের সমপরিমাণ পুণ্য অর্জন করা যাবে। [প্রাগুক্ত]

পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের নিকট এ মাসের বাড়তি আকর্ষণ হলো, এ চাদের ৬ তারিখ গরীব-নওয়ায হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী আলাইহির রাহমাহর উরস মোবারক। এ তারিখেই তিনি ৫৩০, মতান্তরে, ৫৬৭ হিজরী সনের ১৪ রজব সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তার ওয়াফাত শরীফের তারিখ হল ৬৩২ হি. সনের ৬ রজব। এ উপমহাদেশে ইসলাম তথা দ্বীন ও ঈমানের আলো জ্বালিয়েছিল খাজা গরীব নওয়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। শুধু এ কারণেই এতদঞ্চলের সকল মুসলমান তার নিকট চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে।

প্রবন্ধ

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাবা-রাকা ওয়া তাআ-লা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয়. করো এবং সত্যনিষ্ঠদের সাহচর্যে বা সংস্পর্শে থেকো। (৯:১১৯) সত্যের ধারক- বাহক পুণ্যাত্মা বান্দাগণের সাহচর্যে দাখিল হলে ঈমান ও তাকওয়ার সংরক্ষণে সহায়তা অর্জিত হয়। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কেরাম শয়তানী ইন্ধন. ও জাহান্নামী তৎপরতা হতে আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। এজন্য আল্লাহ্ তাআ-লার নির্দেশ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিকটজনদের দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। (৬৬:৬) জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানো এবং পরিবার ও নিকটস্থদের বাঁচানো মূলতঃ আল্লাহরই ইচ্ছা ও দয়া নির্ভর। তবুও এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আপনজনদের বাঁচানোর নির্দেশ হওয়াকে নিঃসন্দেহে পরস্পরে বাঁচানোর তৎপরতা, ক্ষমতা, অনুমোদনও প্রমাণিত হয়। আর এ আগুন হতে বেঁচে জান্নাতে প্রবেশ করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। যেমন ইরশাদ হয়েছে, অতঃপর যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফলকাম। (৩:১৮৫) বলা যেতে পারে গরীব নওয়াষ'র মাধ্যমে এ অঞ্চলের অসংখ্য লোক আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনের স্বার্থকতা লাভ করেছে। অন্যথায় তারা ধ্বংসে পতিত হতো। এ কারণেই খাজা গরীব-নওয়াযের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের সকলের। সাফল্যের পথ ছেড়ে যারা নিজ খেয়াল খুশী মতে চলে, তারা বিফল মনোরথ, তাদের গন্তব্য জাহান্নাম। যা থেকে বাঁচার জন্য এবং এর ভয়াবহতার কথা বর্ণনা এসেছে কুরআন ও হাদীসের" বহু জায়গায়। "ওয়া কিনা আযাবান না-র"। এর ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এ আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিকভ্রান্ত বহু মানুষ "আগুন কেই দেবতা উপাস্য জ্ঞানে পূজা দেয়"। ভাবে, পরকালে আগুনের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। অথচ এ আগুনও আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তার অনুগত। সুরা ইয়াসীন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন, যখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও'। [আয়াত : ৮০]

গরীব-নওয়ায ভারতবর্ষে আসেন, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে। যে সময় মানুষ আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করত না, ধর্মের মনগড়া অলীক ও উদ্ভট ধর্মাচার পালন করত মানুষ। শির্ক, কুফর, ইলহাদ প্রভৃতি সহ অগ্নি পূজারও ব্যাপক প্রচলন ছিল ভারতে। খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতি যখন আজমীরে এসে আস্তানা গড়েন। অসংখ্য অলীক ধর্মাবলম্বী মানুষ পথের দিশা খুঁজে পান। একবার তিনি বিশাল মরু তেপান্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে মানুষজনের আভাস অনুমানে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। তারা এক বিরাট অগ্নির চারপাশে ধ্যান হয়ে বসা। তিনি তাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জানাল, আমরা পরকালে অগ্নিদগ্ধ না হওয়ার আশায় অগ্নি দেবতার পূজা করছি। খাজা গরীব নাওয়ায বললেন আগুন তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না বরং আগুনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই একক উপাস্যকে মান্য কর। তারা তাকে উল্টো উপহাস করে বলল, আগুন কিছুই করতে পারে না, তার প্রমাণ দিন। তিনি বললেন, আগুন আল্লাহর নির্দেশ না হলে আমাকে তো দূরে আমার জুতাও (পোড়াতে পারবে না এইবলে তিনি তার জুতা মুবারাক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। তারা সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল, বহুদিন ধরে প্রজ্জ্বলিত আগুন মুহূর্তের মধ্যেই নিভে গেল; এ অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তারা সদলবলে খাজার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর উপাসনায় আত্মনিয়োগ করল।

লেখক : আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা।
খতিব : হযরত খাজা গরীব উল্লাহ শাহ (রহ.) মাজার জামে. মসজিদ ।

প্রবন্ধ

সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

সময়ের সাথে সাথে যেখানে মানুষ নিজের জীবনকে প্রশান্তি ও আনন্দ দেয়ার জন্য নতুন নতুন আবিষ্কার ও আধুনিক উদ্ভাবনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, সেখানে মানব জীবন মন্দ পরিণতি ও সেটার সম্ভাবনার সাথেও ক্রমশঃ মারাত্মকভাবে বিষাদময় হয়ে উঠছে। চারিত্রিক অবনতি ও অবক্ষয় যেমনিভাবে আধুনিক যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হয়েছে, হয়ত ইতোপূর্বে এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয় নি যাতে মানবিক মূল্যবোধকে এরূপ তীব্র আঘাত করা হয়েছে। আজ Social Media War-এর সময়ে ইসলামের শত্রুদের অমূলক চিন্তাচেতনা ও ভ্রান্ত মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ব্যক্তিরা তরুণ প্রজন্মকে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাধারা থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী এবং অশ্লীলতা-বেহায়াপনায় তৈরীকৃত বিষয়বস্তু শেয়ার করার মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে। এরই সাথে সাথে সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়, যারা ভাল ও মন্দ'র উপর তৈরীকৃত বিষয়বস্তু শেয়ার করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্যও করে না এবং দুনিয়ার রঙ্গিন চাকচিক্যের মধ্যে হুবহু ইসলামী ভাবধারা থেকে দৃষ্টি আড়াল করে থাকে।

সোশ্যাল মিডিয়াতে মানব আকৃতি-অবয়বের বিকৃতি, ব্যক্তিগত বা দলীয় বিরোধীদের সমালোচনা, আত্মসম্মানকে পদদলিত করা, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের পোস্ট প্রচার করা, বেগানা নারী-পুরুষে অপ্রয়োজনে আলাপ-আলোচনা করা, বন্ধুত্ব (Frienship)'র মতো এমন বিরাট সমস্যার জন্ম নিয়েছে, যেটার সু চিকিৎসা বর্তমান সময়ের বিশ্লেষক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট যদিওবা অসম্ভব নয়, তবে কমপক্ষে কঠিন হবে। এ কারণে যে, যখন ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ লোক এ পথের মুসাফির হয়, তখন তাদের সামনে বাস্তবতাগুলো ও অবগতিসমূহ পেশ করা জিহাদের চেয়ে কম নয়। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই ওই যুবসমাজ, যারা সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, তাদের দুনিয়া ও জগতের ব্যাপারে একেবারেই খবর নেই।

বর্তমান সময়ের যুবসমাজকে সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক (Positive & Negative) দিকগুলো সম্পর্কে সজাগ করা পিতামাতা এবং সমাজের সকল সচেতন মহল'র উপর অত্যাবশ্যক। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত ও যথাসময়ে তরবিয়ত, প্রশিক্ষণ না হওয়ার দরুণ এ সময়ের তরুণপ্রজন্ম আপন পিতৃপুরুষ, সামাজিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে অজ্ঞাতসারে পদদলিত করে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার আজ যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা, কিন্তু এ সবকিছু ইসলামী মূল্যবোধ ও সভ্য চিন্তাভাবনার সীমারেখায় থেকে বাস্তবায়ন করলেই পার্থিব ও পরকালীন সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

আমাদের সামাজিক ও চারিত্রিক জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার কী রূপ প্রভাব বিস্তার হচ্ছে এবং কীসের উৎসাহ-প্রেরণায় আমরা জেনে না জেনে সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়বস্তুকে শেয়ার করে যাচ্ছি? নিচে কিছু বিষয়ের মাধ্যমে সেসব পয়েন্টকে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক প্রয়োজনের আলোকে বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি।

০১.সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট তৈরী করা

বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্বকে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। বস্তুত: টুইটার, ইনসটাগ্রাম, স্কাইপ এবং ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট তৈরী করা জায়েয। তবে এটা জায়েয ও বৈধ হওয়ার ভিত্তি এ বিষয়ের উপরই নির্ভর করে যে, ব্যক্তিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট তৈরী করার পেছনে কারণ কী? যদি কোন ব্যক্তি নিজের অ্যাকাউন্টকে দ্বীনের প্রচার-প্রসার, ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক নানা বিষয়াদি সরবরাহ করতে কিংবা জনসাধারণকে কল্যাণের প্রতি ধাবিত করার নিয়ত নিয়ে তৈরী করেছে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরী করা শুধুমাত্র জায়েয নয়, বরং সাওয়াব ও পূণ্যের কারণ হবে। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট যদি শুধুমাত্র দুনিয়াবী অবগতি অর্জনের জন্য হয়, তাহলে জায়েয হবে; আর যদি সেটার মাধ্যমে পাপের প্রচার ও অকল্যাণ বিস্তার জড়িত হয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ

নাজায়েয ও হারাম হবে। ক্বোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না।" (সূরা মা-ইদাহ, ৫:২)

০২. ভুয়া (Fake) অ্যাকাউন্ট তৈরী করা

ইসলাম সত্য বলার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। ক্বোরআনুল কারীমের অসংখ্য স্থানে সত্য বলার ও মিথ্যা পরিত্যাগ করার তাগিদ-ই দেয়া হয় নি, বরং পবিত্র নবভী মুখে মিথ্যাবাদীকে মুনাফিক আখ্যা দেয়া হয়েছে। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় অজ্ঞাত ফ্রেন্ডসদের নিকট মিথ্যা বলা ও আসল হাক্বীক্বতের বিপরীতে আলোচনা করার প্রবণতা ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তেমনিভাবে এখন এমনও দেখা যাচ্ছে যে, অনেক সময় মানুষ কোন অপরিচিত কিংবা ছদ্মনাম নাম দ্বারা নিজের অ্যাকাউন্ট তৈরী করছে। এটা যদি কাউকে প্রতারিত করতে, ছলচাতুরি করতে, গুপ্তচরবৃত্তি অথবা কৌতুহল প্রভৃতি সৃষ্টি করার জন্য হয়, তবে সেটা নাজায়েয, আর এমন উদ্দেশ্য না থাকলে জায়েয। আমরা যদি ভুয়া (Fake) এবং ভুল পরিচয়দাতা অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে অনুসন্ধান করি, তাহলে এ কাজ অতীব মন্দ ও নিন্দার উপযুক্ত। এ কারণে যে, ভুয়া (Fake) অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নিজের পরিচয় গোপন করে মন্দ প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে অপরকে প্রতারিত করছে। এ অপকর্মের নিন্দা হাদিসে নবভীতে এভাবে করা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

"হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: নিশ্চয় লোকদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট দ্বিমুখীব্যক্তিরা, যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় আর অপরের নিকট আর এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। (বোখারী)[১] এ হাদিসের আলোকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট (Fake Account) হোল্ডারকে 'দ্বিমুখী' বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

০৩. Friendship Requestগ্রহণ করা

আধুনিক যুগে বন্ধুত্বের মাপকাঠিও পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের স্বভাব-আচরণ এমন ছিল যে, যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন, তাহলে সৎ ও দ্বীনদার ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন কিন্তু বর্তমান যুগে বন্ধুত্বের ট্রেন্ড বদলে গেছে। প্রায় সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বন্ধুত্ব গ্রহণ করার বার্তা পেয়ে থাকি। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির ডেটা দেখে ফয়সালা করা হয়। যদি প্রত্যক্ষভাবে সেখানে কোন প্রকার অসৎচরিত্রের কথা পাওয়া না যায় এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণেও যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে বন্ধুত্ব করার অনুমতি রয়েছে, অন্যথায় নয়। এরই সাথে সাথে এ কথাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পরবর্তীতে যদি জানা যায় যে, ব্যক্তিটি সঠিক নয়, তাহলে তাকে আনফ্রেন্ড করা আবশ্যক। বিষয়টি বন্ধুত্বের বার্তা (Friendship Request) প্রেরণ করার সময়ও নজরে রাখা প্রয়োজন।

০৪. সোশ্যাল মিডিয়াতে শিক্ষামূলক ও উপকারী প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের কারণে যেমন নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, তেমনি সেটার উপকারসমূহ ও ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে কোন সচেতন ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। সোশ্যাল মিডিয়ার উপর শিক্ষামূলক ও উপকারী প্রোগ্রামগুলো ও ফোরামে অংশগ্রহন করা না শুধু জায়েয বরং উত্তম কাজ। হাদিস শরীফে এসেছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: প্রজ্ঞাপূর্ণ কলেমা মু'মিনের হারানো সম্পদ, অতঃপর সে এটা যেখানেই পায়, সেটার হক্বদার (অধিকারী) হয়।"(তিরমিযী)[২] সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নানা ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করা, যেগুলোতে

[১]। সহীহ বোখারী শরীফ, খন্ড- ০৯, পৃ. ৭১, হাদিস নং- ৬৭৫৭/৭১৭৯
[২]। তিরমিযী, আস্ সুনান, খন্ড-০৫, পৃ. ৫১, হাদিস নং- ২৬৮৭

সর্বসাধারণের জন্য উপকার ও মানুষের মাঝে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর ব্যাপারে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, জায়েয এবং মুস্তাহসান কাজ। এজন্য যে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ،

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ওই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য অত্যধিক উপকারী।"(তাবরানী)[৩] এ হাদিসের আলোকে একজন মুসলমান ইসলামী মূল্যবোধের উপর আমল করে নিজেকে অপরের জন্য উপকারী বানায়, ক্ষতিকারক নয়।

০৫. সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি আপলোড করা

সোশ্যাল মিডিয়ার লক্ষণীয় সমস্যাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছবি। সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি 'মুহরিম' (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ও 'গায়রে মুহরিম'(যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) প্রত্যেকের জন্য আপলোড করা নিজের শোভা প্রকাশ করার সমার্থক। যেমনিভাবে ইসলাম এ কথাকে চূড়ান্তরূপে অনুমতি দেয় না যে, কোন ব্যক্তি বা নারী কোন গায়রে মুহরিম-এর সামনে নিজের শোভা প্রকাশ করবে অথবা নির্জনে তার সাথে আলাপ করবে। একই হুকুম কোন গায়রে মুহরিম নারী নিজের ছবি কোন গায়রে মুহরিম পুরুষের জন্য শেয়ার করার উপরও প্রযোজ্য হবে। অনেক সময় তো এমন এমন আপত্তিকর ছবি আপলোড করা হয়, যেগুলো চারিত্রিক মূল্যবোধের সাথে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। সুতরাং এটা পরিহার করা উচিত।

০৬. বিচার-বিশ্লেষণহীন বিষয়বস্তু প্রচার-প্রসার করা

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও; যাতে কোথাও কোন সম্প্রদায়কে অজানাবশত: কষ্ট না দিয়ে বসো; অতঃপর আপন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে থাকবে।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯:৬)

হাদিসে নবভী ক্বোরআনুল কারীমের ওই সর্বপ্রথম তাফসীর, যা সর্বদিক থেকে ক্বোরআনের শিক্ষাগুলোর তত্ত্ব, অন্তর্নিহিত তথ্য, ইঙ্গিত ও ইশারাকে পৃথক পৃথকভাবে এবং স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা সামনে বর্ণনা করে দেয়।[৪] উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসের মর্মার্থ স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে এ কথাকে বর্ণনা করছে যে, কোন কথাই বিচার-বিশ্লেষণ, যাচাই করা ছাড়া প্রচার করা উচিত নয়। এ নিয়ম ও কায়দা ইসলামের ইমামগণ অনুসরণ করেছেন। হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের সময় তাঁদের নিকট কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলে এমন সংবাদ এলে,তাঁরা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে হাদিস নিতেন না। বর্তমানে আমরা কারো কথার সত্যতা যাচাই করি না। যখনই কারো কোন কথা শুনি, তাৎক্ষণিকভাবে সেটা আগে প্রচার করতে ব্যস্ত হয়ে যাই। অপরের বর্ণনাকৃত কথার বিচার-বিশ্লেষণ, যাচাই-বাছাই এবং বক্তার অবস্থা ও আচার-ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনও অনুভব করি না। এমনকি আমাদের মধ্যে এমন লোকও কম নেই, যারা ভিত্তিহীন কথাসমূহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সম্পর্কিত করে থাকে। এসব লোকের নিজের ঈমান ও আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। এ বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

" যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম করে নিল।" (বোখারী)[৫]

এ হাদিসের আলোকে ওইসব ব্যক্তির সচেতন হওয়া উচিত, যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি মনগড়া কথা সম্পর্কিত করে থাকে। যেমন: কোন ইসলামী মাসের মুবারকবাদ দিতে গিয়ে জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার সুসংবাদ দেয়া, কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব কারো স্বপ্নে আসা, অপরকে কসম দিয়ে বলা এ বার্তাটি এত সংখ্যক বক্তির নিকট শেয়ার করো, তাহলে তোমার অমুক উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে, ইত্যাদি। এসব কথাবার্তা পরিহার করা আবশ্যক।

[৩]। তাবরানী, আল্ মু'জামুল কাবীর, খন্ড-১২, পৃ.৪৫৩, হাদিস. নং-১৩৪৫৬

[৪] সহীহ মুসলিম, খন্ড-০১, পৃ.১০, হাদিস নং-০৫

[৫] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০১, পৃ.৪৩৪, হাদিস নং- ১২২৯

প্রবন্ধ

০৭. চারিত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করা

যদি কোন ব্যক্তি কারো চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনার সাথে সহমত পোষণ করতে না পারে, তখন তার উচিত হবে ওই ব্যক্তির সমালোচনা করার ক্ষেত্রে চারিত্রিক সীমা ও শর্তাবলিকে নজরে রাখা। সমালোচনা ও মন্তব্য যে কোন ব্যক্তির জন্য এমন হতে হবে, যা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য উপকারী হবে, যেটাকে আমরা 'গঠনমূলক সমালোচনা' বলে থাকি। কারো পোস্ট, লিখনীর উপর নিজস্ব মতামত, মন্তব্য (Comment) করার সময় বিচার-বিশ্লেষণ এবং শিক্ষণীয় কারণগুলো ও উদ্দেশ্যাবলি লক্ষ্য রাখা জরুরী। মনে রাখতে হবে যে, চারিত্রিক মূল্যবোধের সুরক্ষা ওই মহৎ নেককাজ, যার ব্যাপারে আমাদের আক্বা ও মওলা হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ

"কিয়ামত দিবসে মু'মিনের মিযানের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারি অন্য কোন বস্তু হবে না।"

(তিরমিযী, আস্ সুনান, খন্ড-০৪, পৃ.৩৬৩, হাদিস নং- ২০০২)

০৮. অনৈতিক ভাষা ব্যবহারের শাস্তি

মন্তব্য করার সময়ে আমাদের শব্দগুলো আমাদের ব্যক্তিত্বের দর্পন হোক। বাচনভঙ্গি সুন্দর ও নরম হবে, যাতে শ্রোতার মন-মগজে জেদ, আমিত্ব এবং আমাদের জন্য ঘৃণা ও গোঁড়ামী সৃষ্টি না হয়। নিজের মন্তব্য (Comment) দেয়ার সময় বিচার-বিশ্লেষণ এবং শিক্ষনীয় কারণগুলো ও উদ্দেশ্যাবলি লক্ষ্য রাখা জরুরী। কিন্তু শত আফসোস! আজকের সময়ে হাস্যরস, তামাশা ও অসভ্যতার ঝড় তোলা লোকের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে। আমরা কি অজানাবশত: আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির অপরাধী হচ্ছি না তো? অযথা, অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করাই একজন মু'মিনের আদর্শ। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: **وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ** "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও নোংরা ভাষা ব্যবহারকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (প্রাগুক্ত) এ হাদিসের আলোকে মন্তব্য করা ও কথা বলার সময় ভালো ব্যবহার করা উচিত, যাতে কারো আত্মমর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

০৯. মন্দ প্রচার করা

কোন মন্দ কাজ করা ও সেটা প্রচার করা উভয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপকর্মের শামিল। বর্তমান যুগে ইন্টারনেট গ্রাহকরা সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা চরিত্রের বিজ্ঞাপন ও অশ্লীল বিষয়বস্তু শেয়ার করার মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে এবং তাদের এটা খবরও থাকে না যে, তারা কীরূপে স্বীয় 'আমলনামা'য় গুনাহ বৃদ্ধি করছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বাণীর উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেন:

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُمِيتُونَ الْبَاطِلَ بِهَجْرِهِ،
وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ،

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দা রয়েছে, যারা 'বাতিল'(মিথ্যা) কে ত্যাগ করে মৃত করে দেয় আর 'হক্ব'(সত্য)'র যিকর করে সেটাকে জীবিত রাখে।"

(আবূ নু'আঈম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-০১, পৃ. ৫৫)

১০. সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের শাস্তি

ইসলাম ওই সত্য দ্বীন, যা সেটার আমলকারীদের প্রতিদান (সাওয়াব) এবং সেটার শিক্ষাগুলো থেকে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনকারীদের করুণ পরিণতি (শাস্তি)'র দর্শন পরিচয় করিয়ে দেয়। গ্লোবাল ভিলেজ হওয়ার কারণে মেধা সংঘর্ষ ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের মধ্যে নিষ্পাপ যুবকেরা ইসলামী মূল্যবোধগুলোকে পেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং ইসলামী চিন্তাধারা থেকে অজ্ঞাত ও অপরিচিত রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামী চরিত্রের ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ লোকদের মাঝে প্রয়োগ করা হবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় ভাবধারা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আমলী নির্দেশনাও দেয়া হবে।

এরশাদ হচ্ছে

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

প্রবন্ধ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম পন্থা আবিষ্কার করবে, তার জন্য স্বীয় আমল এবং ওই সব লোকের আমলসমূহের সাওয়াব রয়েছে, যারা তদানুযায়ী আমল করবে; এতে তাদের সাওয়াব হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দপন্থা আবিষ্কার করবে, তার জন্য স্বীয় বদ-আমলের গুনাহ রয়েছে এবং তাদের বদ-আমলেরও, যারা পরবর্তীতে ওই অনুসারে আমল করবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস পাবে না। (মুসলিম, আস্ সহীহ, খন্ড-০২, পৃ.৭০৫, হাদিস নং-১০১৭)

সারকথা

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী তরুণ প্রজন্মকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আপনার প্রচারকৃত নেকীর কথা দ্বারা যদি লোকেরা উপকৃত হয় এবং সেটার উপর আমল করে, তাহলে এ কথা শেয়ারকারী তাদের আমলগুলোর সাওয়াবও পেতে থাকবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি অশ্লীল বিষয়বস্তু, অশ্লীল ছবি ও আপত্তিকর কথাবার্তা প্রচার করে, তবে যতজন ব্যক্তি সেটার উপর আমল করবে, সকলের গুনাহর অংশ এ গুনাহ তৈরীকারী ও রচনাকারীর আমলনামায়ও একত্র হতে থাকবে। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রাহকদের দ্বীনী শিক্ষা ও মূল্যবোধকে লক্ষ্য রাখা উচিত, এতেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার গোপন রহস্য নিহিত।

লেখক: পরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
আনজুমানে আহমদিয়া সুন্নিয়া ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

আরবী বর্ণের যথাযথ বাংলা প্রতিবর্ণায়ন বিলুপ্তির পথে

বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রে ইসলামী পরিভাষা ও মুসলিম ঐতিহ্য

মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

[প্রবন্ধের বাকী অংশ]

যুগে যুগে মুসলিম অধিকার ঐতিহ্যের উত্থান-পতন

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র কিছু অদূরদর্শী নিকটাত্মীয়ের ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা ও পদলোভী সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের হঠকারি ভূমিকায় ১৭৫৭ সালে তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ বেনিয়াদের দখলে চলে যায়। তারা প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষ শাসন-শোষণ করে। তখন থেকে এ দেশের মুসলমানরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ব্যবসা, বাণিজ্য, সরকারী চাকুরী ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে থাকে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্তীতে সূর্যাস্ত আইনে মুসলমানদের জমি জমা ও ধন-সম্পদ বেহাত হতে থাকে। দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তাদের চেতনাহীন ও অনেকটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনগোষ্ঠিতে পরিণত করে। অনেকে স্বল্পমূল্যে বাস্তুভিটিও বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা মুসলিম স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার শর্তে কিছু দুর্বলচিত্তের মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। কেউ কেউ মুসলিম স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে এবং শাসক গোষ্ঠির তোষামোদ করে সর্বোচ্চ কেরানী চাকুরী পেলেও মুসলিম চেতনা ও ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত উঁচু শিক্ষিত মুসলমানের সরকারী চাকুরী ছিল না। অবর্ণনীয় নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতি অনেকটা অভাবী ও অসহায় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও অগণিত প্রতিবাদী মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও উলামা-মাশায়িখের শাহাদতের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম দু'অঞ্চলের সমন্বয়ে 'পাকিস্তান'-এর স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের 'স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র' সৃষ্টি হয়। ফলে রাষ্ট্রিয়ভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুনরুদ্ধার হয়। মুসলমানদের নামের শুরুতে 'শ্রী' লিখনের স্থলে 'মুহাম্মদ' লিখা শুরু হয়। এরপর আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৫ আগস্ট ভারত বর্ষের অবশিষ্ট বিশাল অঞ্চলের প্রদেশগুলো নিয়ে 'হিন্দুস্থান' স্বাধীন হয়। তখন থেকে নানা শর্ত সাপেক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা সীমিত পরিসরে অধিকার ভোগ করে আস্‌লেও এদিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের মাতৃভাষা 'বাংলা'কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানে অসম্মতিসহ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর অসদাচরণ, দমন, পীড়ন ও পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলের নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকারে বৈষম্যনীতি ইত্যাদির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিলে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হয়। ফলে মাতৃভাষা 'বাংলা' রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি অর্জন করে। এরপর থেকে এ দেশের বাংলাভাষী জনগণের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এ দেশের সকল ধর্মের জনগণ সমঅধিকার ও ন্যায্যপ্রাপ্য ভোগের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা পায়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙ্গালী ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাংলাদেশী জনগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রেখে বসবাস করে আসছে। ইসলামের উদারনীতিও তাই। ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার, প্রাপ্য ও নিরাপত্তা প্রদানে দায়িত্বশীল। এরপরও উদ্বেগের সাথে লক্ষণীয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী চেতনাকে পরস্পর বিরোধী উপস্থাপন ও আখ্যায়িত করে ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসীদের ঢালাওভাবে স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যায়িত করে তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করা হয়নি তাও বলা যায় না। অথচ ইসলাম সবসময় আধুনিক, বর্ণবৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও সকল মানুষের কল্যাণকর ধর্ম। তাই অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও কেবল ইসলামের সামাজিক নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে উদার মনে সুস্থ-স্বাচ্ছন্দ্যে পার্থিব জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। তবে মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভে ইসলামকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে গ্রহণ করতে হবে

প্রবন্ধ

এবং ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। ইসলামের নীতি-আদর্শকে নিজের মধ্যে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাস্তবায়নে মুসলমানদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে সদা সচেষ্ট হতে হবে। কুরআন মাজীদে সূরাহ্ বাক্বারাহ্‌র ২০৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মু'মিনরা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' সূরাহ্ আল-ই 'ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র ধর্ম।' এজন্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে মুসলমানদেরকে মানব রচিত কোন নীতি-আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সাথে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতায় এবং ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিচয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। ইসলাম সবসময় আল্লাহ্‌র বিধান মতে মৌলিক বিশ্বাসের কর্মমুখী জীবনধারা। এজন্য ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদিতা বা মৌলবাদিতা বলা যাবে না। মুসলমানদের জানাযার নামাযে বলতে হয়, 'আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি 'আলাল্ ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল্ ঈমান'। অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্ আপনি (আমাদের মধ্যে) যাকে জীবিত রাখবেন, ইসলামের উপর জীবিত রাখবেন এবং যাকে মৃত্যু দেবেন, ঈমানের সাথে মৃত্যু দেবেন'। এতে প্রতীয়মান হয়, মুসলমানদের ইসলাম পরিচয়ে বেঁচে থাকাতেই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।

ইসলাম আল্লাহ্‌র এমন এক ধর্ম বা মানুষের জীবন বিধান, যাতে রয়েছে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার, নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা। প্রত্যেক মুসলমানের কার্যকলাপে সর্বাবস্থায় ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বিশ্বাস থাকতে হবে। ইসলামী আদর্শের বিপরীতে অন্য কোন চেতনায় বিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ নেই। কোন কোন মুসলমানের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, দর্শন ও আদর্শ জ্ঞান চর্চা না থাকার সুযোগটা ইসলামবিদ্বেষীরা কাজে লাগায়।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশ্বজনীন ধর্ম ও জীবন বিধান। তাই বিশ্বের মুসলমানদের জীবন জীবিকা ও আচার আচরণে ইসলামী অনুশাসন ও বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়। এজন্য প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকায় সর্বদা হালাল-হারাম, জায়িয-নাজায়িয, সত্য-অসত্য, শোভন-অশোভন মেনে চলা অপরিহার্য। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ঈমান-আক্বীদাহ্‌র পর নামায ফরয বা বাধ্যতামূলক আমল। এরপর রমযানের রোযা এবং আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় যাকাত ও হজ আদায় করা ফরয। পুরুষের দাঁড়ি রাখা, নামাযের সময় পরিস্কার ও শালীন পোশাক এবং টুপি-পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। মহিলাদের সর্বদা মাথায় কাপড় ও মুখে নেকাবসহ শালীন পোশাক পরিধান ও পর্দা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মুসলিম নারীদের অনেক ক্ষেত্রে আবরু ও পর্দা রক্ষা করা হচ্ছে না। পুরুষদের অনেকে কারণ ছাড়াই টুপিবিহীন ও দ্রুততার সাথে নামায আদায় করে থাকেন। যা অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অনেকে নামায পড়েও, হজ করেও দাঁড়ি রাখায় গুরুত্ব দেন না। বর্তমানে কিছু কিছু যুবক চুল কাটছে নানা ধরনের কুরুচি, দৃষ্টিকটু ও অশালীনভাবে। যা সুন্নাতে রাসূলের অনুকরণে নয় বরং খেলোয়াড় ও চিত্রনায়কদের অনুকরণে। আদান-প্রদান করা হচ্ছে বাম হাতে। কথা বলার শুরুতে সালাম-মুসাফাহা এবং বিদায়ের সময় আল্লাহ্ হাফিয বলার প্রথা উঠে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজের অনেক মুসলিম শিক্ষার্থীর ইসলামী জ্ঞান এবং পারিবারিক নৈতিক শিক্ষার অভাবে ভিন্ন সংস্কৃতিতে ধাবিত হচ্ছে। উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্যণীয়, মাদ্‌রাসার কিছু শিক্ষার্থীও তা অনুকরণ করে চলেছে। এক সময় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের অনুকরণে পায়জামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করত। বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অনুকরণে দৃষ্টিকটু চুল-দাঁড়ি রাখা ও প্যান্ট-শার্ট পরিধানে গর্ববোধ করছে। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা ও আচার-আচরণ সবকিছু থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের বিচ্যুতি ঘটানোর গভীর ষড়যন্ত্র যেন অবচেতনায় মুসলমানরাই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সুতরাং ইসলামী তাহ্যীব-তামাদ্দুনের সুষ্ঠু বিকাশে, ইসলামী পরিভাষা সচল রাখতে, মুসলমানের সঠিক ও অর্থবহ ইসলামী নাম রাখতে, মুসলমানদের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে, মুসলিম গৌরবোজ্জ্বল অবস্থার পুনরুদ্ধারে এবং আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়ন ও উচ্চারণ-লিখনে স্বকীয়তা বজায় রাখতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে মুহাক্বক্বিক্ব 'উলামায়ে কেরাম, মাশায়িখে 'ইযাম, মুবাল্লিগে ইসলাম, মু'আল্লিমে দীন ও মিল্লাত, ইমাম-খতীব, ইসলামী গবেষক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক সকলের সমন্বিত ভূমিকা রাখা জরুরী।

লেখক : সাহিত্যিক, গবেষক ও সংগঠক।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

গান-বাজনা ও শরয়ী নির্দেশনা

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

সুখী জীবনের জন্য চাই কিছুটা স্বচ্ছ আনন্দ ও বিনোদন। কারণ একেবারে নিরস-নিরানন্দ জীবন হতাশা তৈরি করে। হতাশাই জীবনের ব্যর্থতার কারণ। আনন্দ মানে হাসি, পুলক, সুখ, তৃপ্তি, সন্তোষ, পরিতোষ, স্ফূর্তি, আহ্লাদ। বিনোদন মানে আমোদিতকরণ, তুষ্টিসাধন। এক কথায় মানসিক প্রশান্তির জন্য যা করা হয়, তা-ই বিনোদন। নিষ্পাপ আনন্দ ও বৈধ বিনোদন সুন্নাত। বিনোদনের বৈধ উপায়-উপকরণগুলোর প্রায় সব কটিই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োগ ও উপভোগ করেছেন। যেমন সত্য গল্প, মৃদু ও সত্য কৌতুক, হাস্যরস, কবিতা আবৃত্তি, পদ্য প্রণয়ন, গদ্যপাঠ, সাহিত্য রচনা, ইত্যাদি। আনন্দ-বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো নিষ্কলুষ গজল আবৃত্তি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা শরিফ থেকে হিজরত করে যখন মদিনা মুনাওয়ারায় তশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন দীর্ঘ দুই সপ্তাহের অবিরাম সফরের ক্লান্তি সহকারে এক উষালগ্নে সেখানে পৌঁছেন, তখন মদিনার ছোট্ট ছেলেমেয়েরা অভ্যর্থনা গীত "ত্বলাআল বাদরু আলাইনা" গেয়ে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানিয়েছিলো।[৬] আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পেলাম।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ
عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا

অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে 'লাহ্‌ভাল হাদীস' (অবান্তর/বেহুদা কথাবার্তা) সংগ্রহ করে এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[৭] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আ'নহুমা বলেন, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, (এই আয়াতে উল্লেখিত) 'লাহ্‌ভাল হাদীস' (অবান্তর-কথাবার্তা)-এর অর্থ হচ্ছে গান তথা অশ্লীল গান-বাজনা। অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

অর্থাৎ (হে ইবলীস!) তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের (পথভ্রষ্ট লোকদের) মধ্য থেকে যাকে পারো পদস্খলিত করো।[৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আ'নহুমা বলেন,"যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে, সেটাই হচ্ছে ইবলীসের আওয়াজ।" এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন, পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি (অশ্লীল) গান মানুষের অন্তরে নিফাক্ব সৃষ্টি করে।[৯] ইমাম মুজাহিদ ও ইবনে ক্বাইয়্যম বলেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাপাচারের দিকে মানুষকে আহবানকারী বস্তুসমুহের মধ্যে (অশ্লীল) গান-বাজনা সর্বোচ্চ। এজন্যেই (অশ্লীল) গান-বাজনাকে 'ইবলিসের আওয়াজ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১০] উক্ত বাণীর সত্যতা এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। (অশ্লীল) গান-বাজনার ব্যাপক বিস্তারের ফলে মানুষের অন্তরে এই পরিমাণ নিফাক্ব সৃষ্টি হয়েছে যে, গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদিকে হালাল মনে করা হচ্ছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও গান-বাজনাকে হালাল সাব্যস্ত করবে।[১১]

গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমনীদের গান

[৬] - ইসলামি বিশ্বকোষ
[৭] - সুরা লুকমান,আয়াত: ৬
[৮] - সুরা ইসরা,আয়াত:৬৩
[৯] - ইগাছাতুল লাহফান,১/১৯৩; তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২
[১০] - ইগাসাতুল লাহফান, ১/১৯৯
[১১]- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৫৯০

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

বাজতে থাকবে। (এক পর্যায়ে) আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন।[১২] অন্যত্র ইরশাদ করেন,

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزّمَانِ خَسْفٌ وَ قَذْفٌ وَمَسْخٌ، قِيْلَ : وَمَتَى ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ :إِذَا ظَهَرَ تِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ

অর্থাৎ অচিরেই শেষ যুগে দেখা দেবে ভূমি ধস, নিক্ষেপ ও বিকৃতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কখন? তিনি বললেন, যখন বাদ্যযন্ত্র ও গায়ক-গায়িকারা বেশি হারে প্রকাশ পাবে।[১৩]

আমাদের দেশে ইতিমধ্যে যে বিল্ডিং ধ্বসে মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে, নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর আজাব-গজবের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে- (অশ্লীল) গান, গায়িকা, মদ, ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব হিসেবে এগুলো সেই আজাবের অংশ, যা হাদীস শরীফে কেয়ামতের আলামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এখনো বাকি রয়েছে মানুষকে শুকর ও বানরে পরিণত করা। আল্লাহ তাঁর নবী রাসূলদের যে ওয়াদা দিয়েছেন তা অবশ্যই সত্য। একদিন হয়তো এমন হবে, এরকম (অশ্লীল) গান-বাজনা, মদ, অশ্লীল নারীদের নৃত্যের কোন প্রোগ্রামে মানুষেরা সারা-রাত আনন্দ ফূর্তিতে লিপ্ত থাকবে। আর সকাল বেলায় তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেওয়া হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত নাফে' রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

عن سليمان بن موسى عن نافع قال : سمع ابن عمر مزمارا قال : فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق (أي أبعد) وقال لي : يانافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت : لا فرفع إصبعيه من أذنيه وقال :كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا

অর্থাৎ একবার চলার পথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছু দূর গিয়ে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাফে'! এখনো কি আওয়াজ শুনছ? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথে বাঁশির আওয়াজ শুনে এমনই করেছিলেন।[১৪] বস্তুত যারা এসব থেকে দূরে থাকবে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কিয়ামত কায়েম হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কোথায়? যারা দুনিয়াতে শয়তানের গান বাজনা থেকে দুরে সরে ছিলে? তাদেরকে পৃথক করে মিশক অম্বরের সুগন্ধি যুক্ত একটি টিলার পাশে দাঁড় করানো হবে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিস্তাদের বলবেন, তাদেরকে আমার তাসবিহ ও প্রশংসা শুনাও, তারা এমনভাবে শুনবেন যে, এ রকম সুন্দর আওয়াজ দুনিয়াতে কেউ কখনো শুনেনি।[১৫]

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে অশ্লীল গান-বাজনার কুফল ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অশ্লীল গান বাজনার কুফল

গান ও বাজনার মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন-

ক) এটা নিফাক্ব এর উৎস
খ) ব্যভিচারের প্রেরণা জাগ্রতকারী
গ) মস্তিষ্কের উপর আবরণ তৈরিকারী
ঘ) কুরআনের প্রতি অনিহা সৃষ্টিকারী
ঙ) আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী
চ) গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও
ছ) জিহাদী চেতনা বিনষ্টকারী।[১৬]

পেশাদার গায়ক/গায়িকা

বর্তমানে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অশ্লীল গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের বিশাল বাজার তৈরী হচ্ছে- মনে রাখতে হবে, এর সকল উপার্জন অবৈধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

[১২] - সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস : ৪০২০; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস : ৬৭৫৮
[১৩] - সুনানে ইবনে মাজাহ্, ২/১৩৫০
[১৪] - মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৪৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯২৪ সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস : ১৯০১
[১৫] - নেকিয়ো কি জাযা -গুনাহ্কি সাজা, কৃত: আল্লামা আবুল লায়স সমরকন্দি
[১৬] - ইগাছাতুল লাহফান, ১/১৮৭

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

ইরশাদ হচ্ছে, অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।[১৭] অন্যত্র ইরশাদ করেন, "তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোন কল্যাণ নেই। জেনে রেখো, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।"[১৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, গায়ক গায়িকার জীবিকা (গানের মাধ্যমে) হারাম এবং ব্যবিচারের জীবিকা হারাম। যে শরীর হারাম দ্বারা গঠিত তাকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[১৯]

উপরোক্ত হাদিস সমুহ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, অশ্লীল গান বাজনার মাধ্যমে যে টাকা-পয়সা অর্জন করে এবং যারা গান বাজনার অনুষ্ঠান করায় এবং তাতে যে টাকা ব্যয় করে তা অবৈধ; শিল্পী বা গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, শ্রোতা এবং দর্শক সবাই সমান অপরাধী। টেলিভিশন, কম্পিউটার, ডিস লাইন মোবাইল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীল, নগ্ন ছায়া-ছবি, নাচানাচি, অশ্লীল গান-বাজনা ইত্যাদি দেখা এবং দেখানো দুটোই সমান অপরাধ, পাপ ও গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ□- وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا(١۴٨)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা অশ্লীল ও কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। কিন্তু মজলুমের বিষয় স্বতন্ত্র, অর্থাৎ (যার উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করা হয়েছে সে জালেমের মন্দ দিকগুলো প্রকাশ করতে পারবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু শুনেন ও জানেন।)[২০]

তাই চায়ের দোকানে বা বিভিন্ন এন্টিনা ও কম্পিউটার দোকানে কাষ্টোমারকে আকৃষ্ট করার জন্য ডিস-এন্টিনা এর সাথে সংযোগ স্থাপন করে নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীদের অর্ধ উলঙ্গ ছায়া-ছবি ও নাচানাচি প্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা যা মুসলিম নর-নারী, মা-বোন, ও যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র ধ্বংস ও অশ্লীল করে দিচ্ছে। সামর্থবান ও সক্ষম মুসলমানের উপর এ জাতীয় গর্হিত কুকর্মকে প্রতিহত করা অবশ্যই জরুরী। নতুবা আল্লাহর দরবারে জবাব দিহি করতে হবে। অশ্লীল নাচ-গান প্রদর্শন কারীর গুনাহ্ ও অপরাধ যে ব্যক্তি দেখে তার চেয়ে অনেক বেশী। যারা এসব দোকানে অশ্লীল ছায়া-ছবি দেখে নষ্ট হচ্ছে তাদের সকলের গুনাহের বোঝা প্রদর্শন কারীর উপর বর্তাবে। এদেরকে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ করা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের নির্দেশ। এ সম্পর্কে ক্বোরআনে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবীর উম্মতের চরিত্র ও প্রশংসা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر

অর্থাৎ হে আমার হাবীবের উম্মত! তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে যেন তোমরা একে অপরকে সৎ ও পুণ্যের আদশে করো এবং (যত প্রকারের) অশ্লীল মন্দ কাজ আছে তা হতে একে অপরকে বিরত রাখো ও নিষেধ করো।[২১]

সরকারে দু'জাহাঁ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

من راى منكم منكرا فلغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অশ্লীল ও কু-কর্ম দেখবে তা অবশ্যই হাতে প্রতিরোধ করবে অর্থাৎ শক্তি থাকলে শাস্তি প্রয়োগ করবে আর যদি হাতে বাধা দেয়ার সামর্থ না রাখে তবে মুখে বাধা দেবে আর যদি মুখে ও বাধাঁ দেয়ার সামর্থ না রাখে তবে এ জাতীয় অশ্লীল ও গুনাহের কাজকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করবে। আর এটা হল খুবই দুর্বল ঈমানের পরিচয়।[২২]

উল্লেখ্য এ সব নগ্ন ও উলঙ্গ অশ্লীল ছায়া-ছবি ও নাচা-নাচি প্রদর্শন কারীরা উক্ত ডিস-এন্টিনা ও কম্পিউটার হতে কখনো কখনো পবিত্র ক্বোরআনের তেলাওয়াত ও প্রচার করে থাকে, এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য যদি ক্বোরআন তেলাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন ও বেইজ্জত করা হয় তখন ঈমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা, আর এ উদ্দেশ্যে ও নিয়ত না হলে অসুবিধা নেই। আর শ্রবণকারী ও দর্শক যদি ভাল ও সওয়াবের নিয়তে টিভি-ডিস-এন্টিনা ও কম্পিউটার হতে ক্বোরআন তেলাওয়াত ভক্তি ও আদবের

[১৭] - মুসনাদে আহমদ; সিলসিলায়ে সহিহাহ, হাদীস: ১৭০৮; বায়হাকী, হাদীস: ২১৫২৯

[১৮] - জামে তিরমিযী,হাদীস: ১২৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস: ২১৬৮

[১৯] - কানজুল উম্মাল, ১৫/২২৬

[২০] - সূরা নিসা, আয়াত: ১৪৮

[২১] - সূরা আলে ইমরান,আয়াত:১১০

[২২] - সহীহ মুসলিম

সাথে শ্রবণ করে তা হলে সওয়াব। ফতোয়ায়ে শামীর কিতাবুল কারাহিয়াতে রয়েছে-

إِنَّ آلَةَ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا، بَلْ لِقَصْدِ اللَّهْوِ مِنْهَا .....أَلَاتَرَى أَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الْآلَةِ بِعَيْنِهَا حَلَّ تَارَةً وَحَرُمَ أُخْرَى بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ بِسَمَاعِهَا وَالْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

অর্থাৎ বাদ্য-যন্ত্র মূলতঃ হারাম নয় বরং খেল-তামাশার দরুন হারাম হয়েছে। এ সব বিষয়ে ইসলামী আইন ও ফিকহ ফতোয়ার ধারা হল الامور بمقاصدها তথা কর্ম-কান্ডে ও দ্বীনী-দুনিয়াবী বিষয় সমূহ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দেশ্য ও নিয়ত সহীহ হলে সওয়াব পাবে আর উদ্দেশ্য শুদ্ধ না হলে গুনাহ হবে। ফলে এসব বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহারে উদ্দেশ্য মন্দ হওয়ার কারণে তা হারামে পরিণত হয়েছে।[২৩]

গান বাজনা শ্রবণের প্রতিকার

রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও কিংবা অন্য কোন স্থানে যে অশ্লীল গান-বাজনা হয়, তা শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। আর এগুলো শ্রবণ করা হতে বিরত থাকতে হলে আল্লাহর যিকির, নবী-অলির জীবনী আলোচনা, দুরুদ শরীফ ও ক্বোরআন তেলাওয়াত বিশেষত সূরা বাকারা তেলাওয়াতে মশগুল থাকা চাই। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يَقْرَأُ فِيْهِ الْبَقَرَةَ

যে বাড়িতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সে বাড়ি হতে শয়তান পলায়ন করে।[২৪]

আল্লাহ তায়ালা বলনে:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তর সমূহে বিদ্যমান ব্যাধি নিরাময়কারী, আর মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।[২৫]

[২৩] - কিতাবুল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের কৃত: ইবনে নুজাইম হানাফী মিসরী; ফতোয়ায়ে শামী, কিতাবুল কারাহিয়া

[২৪] - সহিহ মুসলমি

[২৫] - সূরা ইউনুস,আয়াত:৫৭

ইসলামী সংগীত পরিবেশন

ওই সমস্ত সংগীত, যাতে আল্লাহর তাওহীদের মর্মবাণী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও তাঁর শামায়েল, মুসলিম ভাতৃত্ব বন্ধন, কিংবা জিহাদের প্রেরণা রয়েছে, অথবা যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি বা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয় অথবা জাতি ও সামাজিক উপকারমূলক তা পরিবেশন করা শরীয়ত সম্মত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাব্য পছন্দ করতেন। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ভালো কবিতা রচনা করতেন এবং চমৎকার আবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে তাঁর জন্য মদিনা শরিফে মসজিদে নববীতে আরেকটি মিম্বর বানিয়েছিলেন, যেটার উপর দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কাব্য উপস্থাপন করতেন। হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শ্রবণ করতেন তিনি হজরত হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে নিজের গায়ের চাদর শরীফ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।[২৬] নবীপত্নীগণসহ বহু নারী সাহাবিও কবিতা রচনা করেছেন। হজরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। যেমন-

'লানা সামসুন ওয়া লিল আফা-ক্বি সামসুন;
ওয়া সামছি আফদ্বালু মিন শামসিস্ সামা-ই।
ফা ইন্নাশ শামসা তাত্‌লাউ বাদাল ফাজরি;
ওয়া শামছি তাত্বলাউ বাদাল 'ইশায়ি।'

অর্থাৎ আমার আছে সূর্য, দিগন্তেও আছে সূর্য; আমার সূর্যটি আকাশের সূর্য হতে শ্রেষ্ঠ। দিগন্তে সূর্য ওঠে ফজরের পরে; আমার সূর্য উদিত হয় ইশার অন্তে।[২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে খন্দকের যুদ্ধে যখন খন্দক (পরিখা) খনন করছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামকে পরিখা খননে উদ্বুদ্ধ করতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিম্নোক্ত কবিতা পরিবেশন করেন, হে আল্লাহ! কোনই জীবন নেই আখেরাতের জীবন ব্যতীত। তাই আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন। তখন আনসার ও মুহাজিরগণ উত্তর দিলেন: আমরাই হচ্ছি ঐ ব্যক্তিবর্গ, যারা রাসূলের নিকট আমরণ জিহাদের নিমিত্তে বাইআত গ্রহণ করেছি। [সহীহ বোখারী-কিতাবুল জিহাদ ইত্যাদি]

[২৬] - আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[২৭] - সিরাতে ইবনে ইসহাক;জজবায়ে মারেফাত

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org The Monthly Tarjuman

সুতরাং এ জাতীয় ভাল অর্থবোধক হামদ-গজল, নাতে রসূল, মানকাবাত, কছিদা (যা অশ্লীলতা থেকে মুক্ত) আবৃত্তি ও শ্রবণ করা দুষনীয় নয় বরং উত্তম। মূলতঃ এটাই প্রকৃত সেমা। এটা যদি বেগানা যুবক-যুবতি অবাধ আচরণ, ফাসিক-ফাজির, বেনামাযী হতে মুক্ত হয় এবং সেমার মজলিসে সবাই নামাযী ও শরিয়তের পাবন্দ হয়, রং তামাশা ও অশ্লীলতা হতে পবিত্র হয় তখন উক্ত সেমা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নাই বরং ভাল ও উত্তম।

দফ'র বিধান

দফ বলা হয় ঐ বাদ্য যন্ত্রকে যার উপরের অংশ চালুনির মত, যাতে ঘন্টির মত আওয়াজ নেই, আর তার একাংশে থাকবে চামড়ার পর্দা।[২৮] এর আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। কোনো দফ-এর আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তখন তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে।[২৯] আর দফ-এর মধ্যে যখন বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এসে যাবে তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয বলে পরিগণিত হবে।[৩০] দফ বাজানোর বিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কিছু উলামায়ে কেরাম শুধু মাত্র বিবাহের অনুষ্ঠান উপলক্ষে জায়েজ বলেন। যেমন: ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শর্তসাপেক্ষে শুধু ওলীমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। কেননা বিয়ের ঘোষণার উদ্দেশ্যে ওলীমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশের বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ-

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা বিবাহকার্য প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদে সম্পন্ন কর এবং তাতে দফ বাজাও।[৩১] মনে রাখতে হবে, এখানে দফ বাজানোর উদ্দেশ্য হল বিবাহের ঘোষণা, অন্য কিছু নয়।[৩২]

কেউ কেউ দফ বাজানো মুবাহ বলেছেন। যেমনঃ ইমাম শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,"বিনোদন দুই প্রকারঃএকটি হারাম, যেমন বাঁশি বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান আবৃত্তি করা। অন্যটি মোবাহ। যেমন, ওয়ালিমা বা এই রকম আনন্দ প্রকাশের অনুষ্ঠানে দফ বাজিয়ে বৈধ গান।"[৩৩] ইমাম ইবনে কুদামা আল মুগনী গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেন।[৩৪]

কিছু উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত তাফসীর ও হাদীসসমূহের আলোকে ইসলামী সংগীতে দফ বাজানো নিষিদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

ক. আল্লামা ইবনে কাসীর তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে সূরায়ে মায়েদার ৯০ নাম্বার আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাওরাতের উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন -

عن عبدالله بن عمرو قال :إن هذه الآية التي في القرآن: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} قال :هي في التوراة : إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل به اللعب،والمزامير،والزَّفْن،والكِبَارات يعني البرابطوالزمارات يعني به الدف - والطنابير-والشعر،والخمر مرة لمن طعمها . أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعد ماحرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس-

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ সত্য নাযিল করে এর দ্বারা বাতিলকে নির্মূল করেন। আর বাতিলের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের মাঝে দফ বাজানোও শামিল। ঠিক একই তাফসীর রয়েছে

[২৮] - মুজামু লুগাতুল ফুকাহা,১/২৫১
[২৯] - আওনুল বারী ২/৩৫৭
[৩০] - মিরকাত, ৬/২১০
[৩১] - জামে তিরমি যী, হাদীসঃ ১০৮৯;সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীসঃ ১৮৯৫; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫১৪৭, ৫১৬২
[৩২] - ফাতহুল বারী ৯/২২৬;দুররে মুহতার, ২/৩৫৯
[৩৩] - হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২/১৯২
[৩৪] - আল মুগনী,৬/ ৩৬

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রণীত আদ দুররুল মানসুর তাফসীরগ্রন্থেও।[৩৫]

খ-১.

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال نهى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة-

খ-২.

عن مطر بن سالم عن على رضى الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ضرب الدف ولعب الصنج وصوت الزماره-

খ-৩.

عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده فصل ما بين الحلال و الحرام ضرب الدف و الصوت فى النكاح-

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে "দফ" বাজাতে নিষেধ করেছেন। আর বশীর ইবনে আসেম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে দফের বিধান হালাল ও হারামের মাঝে দোদুল্যমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৬]

খ-৪.

عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الدُّفُّ حَرَامٌ وَ الْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَ الْكُوبَةُ حَرَامٌ وَ الْمِزْمَارُ حَرَامٌ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, দফ হারাম। বাদ্যযন্ত্র হারাম। মদের পেয়ালা হারাম। বাঁশী হারাম।[৩৭]

গ-১.

وأما الضرب بالدف فقد كان جماعة من التابعين يكسرون الدفوف وكان الحسن البصري يقول ليس الدف من سنة المرسلين في شيء -

অর্থাৎ তাবেয়ীদের এক জামাত দফ ভেঙ্গে ফেলতেন। আর হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-দফ বাজানোতে নবীগণের অনুসরণের কিছু নেই।[৩৮]

গ-২.

وَاسْتِمَاعُ ضَرْبِ الدُّفِّ وَ الْمِزْمَارِ وَغَيْرِذٰلِكَ حَرَامٌ وَ إِنْ سَمِعَ بَغْتَةً يَكُونُ مَعْذُورًا وَ يَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ أَنْ لَا يَسْمَعَ قُهُسْتَانِيٌّ

অর্থাৎ দফের বাজনা ও বাঁশির আওয়াজ এবং এ জাতীয় বিষয় শোনা হারাম, আর যদি আচমকা শোনে ফেলে তবে তাকে মাজুর ধরা হবে। আর চেষ্টা করবে যেন তা না শুনতে পায়।[৩৯]

সুতরাং সতর্কতা মূলক ইসলামী সংগীতে দফ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা শ্রেয়।

সামা- কাওয়াল

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আজকাল যে কাওয়ালী সাধারণভাবে প্রচলিত, যেখানে অশ্লীল বিষয়ের গান পরিবেশন করা হয় এবং যেখানে পাপীতাপী, বড় ছোট সবাই জমায়েত হয় আর গানের তালে তালে নৃত্য করা হয়, এটা নিশ্চয়ই হারাম। কিন্তু যদি কোন জায়গায় এ ব্যাপারে পালনীয় সমস্ত শর্তাদি পালন পূর্বক কাওয়ালী হয় এবং কাওয়ালী পরিবেশনকারী আর শ্রোতাগণ যদি উপযোগী ও ইসলামী শরিয়তের অনুসারী হয়, তাহলে একে হারাম বলার সুযোগ নেই। অনেক সুফিয়ায়ে কিরাম উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সঠিক কাওয়ালী হালাল এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য হারাম বলেছেন। এজন্য সুফিয়ায়ে কিরাম কাওয়ালীর জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন।

[জাআল হক, ২য় খন্ড;তাফসীরাতে আহমদীয়া, ২১ পারা,সূরা লুকমান; ফায়সালায়ে হাফত মাসায়েল]

শায়খুল আলম ফরিদুল হক ওয়াদ দ্বীন (হযরত দাতাগঞ্জে শাকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সুযোগ্য খলিফা) হযরত মাহবুবে ইলাহী নিজামুদ্দিন আউলিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন- নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সামা বৈধ। যথা-

১. সামা পরিবেশনকারীকে সাবালক পুরুষ হতে হবে।

২. শ্রবণকারীর অন্তরে খোদা ভীতি ও স্মরণ থাকা চায় এবং তা স্মরণ রাখতে সচেষ্ট হতে হবে।

৩. সামার কালামসমূহ হাসী-তামাশা, নিরর্থক ও অশালীন থেকে মুক্ত হবে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

[৩৫] - তাফসীরে ইবনে কাসীর,সূরা মায়েদা,আয়াত:৯০, ৩/১৮৭; দুররে মনসূর৩/১৬৩

[৩৬] - কানযুল উম্মাল,১৫/২১৯;মুসনাদে আলী ইবনে আবু তালেব, ৩২/১৪২;মুসনাদে আহমদ;জামে তিরমিজি ;সুনানে নাসায়ী;সুনানে ইবনে মাজাহ

[৩৭] - সুনানে কুবরা কৃত: ইমাম বায়হাকী, হাদীস:২১০০০; ১০/২২২

[৩৮] - তালবীছে ইবলীস-১/২৯৩

[৩৯] - রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহা

৪. সামা পরিবেশনে বীণা, সারেঙ্গী, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারবে না। [সিয়ারুল আউলিয়া, পৃ:৫০১-৫০২]

আল্লামা আমিন ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাউয়ালীর জন্য ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। যথা-

১. মজলিসে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাঁড়ি বিহীন কোন ছেলে না থাকা
২. সমবেত সবাই উপযুক্ত হওয়া এবং অনুপযুক্ত কেউ না থাকা
৩. কাউয়ালের নিয়ত খাঁটি হওয়া এবং উপার্জানের উদ্দেশ্য না থাকা।
৪. শ্রোতাগণ খাবার ও স্বাদ গ্রহণের নিয়তে জমায়েত না হওয়া।
৫. বিনা আত্মহারায় না দাঁড়ানো এবং
৬. গানগুলো শরিয়ত বিরোধী না হওয়া।

[ফাতোয়ায়ে শামী,কিতাবুল কারাহিয়া, ৬/৩৫০]

বাদ্যযন্ত্রসহ যিকির ও কাওয়ালি জায়েয দাবীদাররা দলীল হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত দুটি বালিকার দফ বাজিয়ে কবিতা গাওয়ার হাদীসটি উপস্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উক্ত হাদীসে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বর্ণনাই তাদের অবাস্তব দাবির বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট জবাব। গান-বাদ্য যে নাজায়েয এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হাদীসের রাবী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় কোনো গায়িকা ছিল না। [ফাতহুল বারী ২/৪৪২]

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, গান বলতে যা বুঝায়, বালিকাদ্বয় তা গায়নি। কেউ ভুল বুঝতে পারে তাই আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে একশ্রেণীর সুফী যে ধরনের গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ঘটিয়েছে তা সম্পূর্ণ হারাম। [তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫৪]

বিখ্যাত সাধক হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার যুগে কাওয়ালি শোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে কাওয়ালি শোনার শর্তগুলো পালন করা হয় না। তাই আমি এর থেকে বিরত রয়েছি। [আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/৩৯২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপন করার তওফিক দান করুক, বিহুরমাতি সৈয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখক: আরবি প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

বিশ্বের সকল জাতি গোষ্ঠী ধর্মবর্ণ গোত্র সাদা-কালো সকল মানুষের নিকট একটি সবচেয়ে মধুর ও আবেগঘন শব্দ 'মা' যার উচ্চারণগত এবং ধন্যাত্মক বা ধ্বনিমূলক ব্যঞ্জণা বৈশিষ্ট প্রায় একই রকম। সে শব্দটি হচ্ছে 'মা' একে ইংরেজীতে 'মাদার' বলে। ফারসীতেও 'মাদার' বলা হয়। আরবীতে 'উম্মুন', উর্দুতে আম্মা, সংস্কৃতীতে মাতা, মাতৃ হিন্দীতেও মাতা, মা এমনিভাবে নানা ভাষায় একই ধ্বনি বৈশিষ্ট্যে 'মা' উচ্চারিত হয়। মা'র মতো এমন আপনজন স্নেহপ্রবণ শব্দ আর হয় না। মা'কে নিয়ে কবি সাহিত্যিক অনেক কবিতা প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু যেনো ভাই
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর
ত্রিভুবনে নাই..... ।
দেখিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুঃখ,
মা নাই ঘরে যার
সংসার অরণ্য তার।

'মা' শব্দটি উচ্চারণ করতে মুখ গহ্বর'র হা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। এরকম আর কোন শব্দ উচ্চারণে এত ব্যাপকতা হয় না। মা'র থেকে জন্ম নেয়া শিশুটি বেড়ে উঠার পর এক পর্যায়ে মাতৃবিমুখ হয়ে পড়ে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিবাহিত সন্তানদের বেলায় এটা অধিকতর লক্ষণীয়। আজকাল দেখা যায়, পাশ্চাত্যের উশৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত একশ্রেণির বাঙালী সন্তানরা মা-বাবাকে অর্থের বিবিময়ে বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসনে পাঠাতে এতটুকু কুণ্ঠিতবোধ করে না। আবার একশ্রেণী রয়েছে যারা মা'র ভাল-মন্দ কোন বিষয়েই খবর রাখে না। অনেক ক্ষেত্রে নিপীড়ন নির্যাতন চালায় মায়ের ওপর।

আরব বিশ্বে 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাসরত ইহুদি কাফের মুশরিকগণ কন্যা শিশু জন্ম হওয়াকে চরম লজ্জাকর মনে করতো। ইতিহাসের সেই করুণ অধ্যায়ের অবসান ঘটে আল্লাহ্ পাক'র প্রিয় মাহবুব আমাদের মহানবী হুজুরপুর নুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা নগরীতে শুভ আবির্ভাবের সাথে সাথে। নারী মা-জাত নারীর সম্মান আব্রু রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রিয় নবী ঘোষণা করলেন কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ মনে করতে হবে। সকল সন্তানের সমান প্রাপ্য নিশ্চিত করেন প্রিয় নবীজি। করুণাময় আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত হয়ে ধাপে ধাপে নারীদের ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি করেন। শুধু তাই নয় সর্বোচ্চ সম্মান নিশ্চিত করে বলেছেন মা'য়ের পায়ের তলায় সন্তানের জান্নাত (বেহেশত)। মায়ের স্নেহ মমতার কোন তুলনাই হয় না। সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মা সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে কখনো পিছপা হননা। অথচ এ মাকে আমরা অবজ্ঞা অবহেলায় এক নরকে নিক্ষিপ্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। ধিক্ আমাদের। কম-বেশী ২৮০ দিন গর্ভে ধারণ করে কি কষ্টই না মা করে। অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও গর্ভের সন্তানের প্রতি যত্ন খাতিরে কোন কসুর করে না মা। ভুমিষ্ট শিশুর উপযুক্ত ক্যালোরিযুক্ত খাবার মায়ের দুধেই রেখেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। মায়ের দুধ পান করে সন্তান বেড়ে উঠে। পৃথিবীতে প্রসুতির প্রসব বেদনার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু নেই। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা থাকা সত্ত্বেও মা ওই সংকটকাল অতিক্রম করে। এরপর ভূমিষ্ট শিশুর কান্না স্নেহমাখা মুখ দর্শন করে মুহূর্তের মধ্যে মা তার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। অসহ্য বেদনার কথা ছেপে মুখে ভেসে উঠে প্রশান্তির হাসি। এটাই আল্লাহ্ পাক'র এক অপার করুণা। তা না হলে এত দুঃখ কষ্ট পাওয়ার পরেও কোন নারী গর্ভবর্তী হতে রাজী হতো না। এ এক অনির্বচণীয় আনন্দ ও সুখানুভূতি। এর কোন তুলনাই হয় না। একদিন এক তরুণ প্রিয়নবীর দরবারে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের কথা জানালে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন তার বাড়ীতে মা আছে কি না? তরুণ বলল জ্বি হ্যাঁ, তখন আল্লাহর মাহবুব বললেন, যাও বাড়ীতে গিয়ে তোমার মায়ের খিদমত কর। নিশ্চয় তোমার মায়ের পায়ের তলায় তোমার জান্নাত।

[আবু দাঊদ, নাসায়ী, বায়হাকী]

শিশুর প্রথম বুলিই হচ্ছে 'মাম মা'

পবিত্র ক্বোরআন মজীদে সন্তান গর্ভধারণ এবং দুগ্ধপান করানোর কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে: তার মা তাকে

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে দারুন কষ্টের সঙ্গে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। [সূরা আহযাব, আয়াত -১৫]

এ কথা বলে মা সন্তানের জন্য কি কষ্ট যে করে তার বিবরণ কিছুটা তুলে ধরেছেন স্বয়ং আল্লাহ জাল্লাশানহু। মায়ের নিঃস্বার্থ মমতার কোন তুলনা হয়না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র ছয় বছর বয়সে মাকে হারান। তিনি মাত্র দু'বছর কাল মার কোল পেয়েছেন। অবশিষ্ট চার বছর দুধ মা হযরত হালিমা সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কোলে অতিবাহিত করেন। ছয় বছর বয়সের পুত্রকে নিয়ে স্বামী হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাজার যিয়ারত করতে মদীনা মুনাওয়ারা যাবার পথে আবওয়াবা নামক স্থানে হযরত মা আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল হলে সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। মাতৃশোক বুকে নিয়ে গৃহপরিচারিকা উম্মুল আয়মানের সঙ্গে মক্কা মুকাররামায় প্রত্যাবর্তন করেন। বহুদিন পর সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে 'আবওয়ায়' এসে মা আমেনার কবর যিয়ারত করেছিলেন। এই যিয়ারতকালে হুজুর নিজে খুবই কেঁদেছিলেন। তাঁর কান্না দেখে সাথী সাহাবায়ে কেরামগণও কেঁদেছিলেন। এ সময় হুজুর বলেছিলেনঃ তোমরা কবর যিয়ারত করবে, কবর যিয়ারত কালে মৃত্যুর কথা স্মরণে আসে। [মুসলিম শরীফ ও নাসায়ী শরীফ]

প্রিয় নবী দুগ্ধমাতা হালিমা সাদিয়াকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র 'ইসলাম' এর আহ্বানের সাথে সাথে মা হালিমা সাদিয়া ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। তাঁকে দেখলেই প্রিয় নবীজি 'মা' 'মা' বলে দাঁড়িয়ে নিজের চাঁদর বিছিয়ে বসতে দিতেন। হযরত আবু তোফায়েল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার হুজুর উঠের গোশত বন্টন করছিলেন। আমি তখন বালক ছিলাম। আমিও একটা ভাগ পেলাম। সে সময় এক বৃদ্ধা আগমন করলেন। ঐ মহিলা হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে গেলে গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে মহিলাকে বসতে দিলেন। আমি উপস্থিত জনদের জিজ্ঞাসা করলাম ঐ মহিলা কে হন? লোকজন বললেন তিনি হুজুরের দুধ মা হালিমা সাদিয়া। অপর এক বর্ণনায় আছে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ৮ম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনায়নের যুদ্ধকালে হযরত হালিমা সাদিয়া প্রিয়নবীর কাছে এলে তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের গায়ের চাদরখানি বিছিয়ে দেন। হযরত হালিমা সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে সেই চাদরের ওপর বসালেন। মাতৃভক্তির অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। একদিন এক সাহাবী প্রিয়নবীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহু আমার কাছ থেকে খিদমত পাবার হক কার বেশী? প্রিয় নবী বললেন, তোমার মাতার। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তারপর তোমার মাতার। পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর রসূল বললেন তোমার মাতার। এরপর তোমার পিতার। নবীজি পুনরায় বললেন, পর্যায়ক্রমে তোমার আত্মীয়স্বজনের।

[বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ]

মাতা পিতা উভয়েরই সন্তানের ওপর হক রয়েছে। তবে মাতার হকই বেশি। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ আমি (আল্লাহ্) তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদেরকে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভ ধারণ করে এবং তাঁর দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার শোকর কর এবং তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

[সূরা লুকমান, আয়াত- ১৪]

মা যে কত মমতাময়ী তা প্রতিটি মানব সন্তানই অনুভব করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিয়ের পর মাতাকে অনাদরে অবহেলা করে চরম গোনাহর কাজ করে সন্তানরা। পিতা-মাতাকে অবহেলা করলে নিজের সন্তানরা দুনিয়াতে তার প্রতি এরূপ ব্যবহার করবে এবং আখিরাতে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুব খাবে। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি সংবেদনশীল এবং ভক্তি শ্রদ্ধাশীল হলে দুনিয়া আখিরাতে জান্নাতের দরজা উম্মুক্ত হবে।

বিশ্ববিখ্যাত ওলী হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মা এক রাত্রে পানি পান করতে চান। পানি আনতে একটু বিলম্ব ঘটায় মা ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি মায়ের ঘুমের/আরামের ব্যাঘাত ঘটবে বিধায় মাকে জাগ্রত না করে পানির গ্লাস হাতে ঠাঁই দাড়িয়ে থাকলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত মায়ের ঘুমের অবসান ঘটে। এভাবে রাত্রের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এক সময় মা জাগ্রত হয়ে পুত্রকে পানির গ্লাস হাতে দণ্ডায়মান দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং প্রাণভরে কায়মনোবাক্যে মায়ের ভক্তির প্রতিদান চেয়ে পুত্রের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। মায়ের দোয়া মহান সৃষ্টিকর্তা কবুল করে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বিশ্বখ্যাত ওলী করে দিলেন। আলহামদু লিল্লাহ্! শুধু ইসলাম ধর্মেই নয়, উপরন্তু বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্মেই মায়ের স্থান সবার

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

ওপরে। যার জন্য জান-মাল সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে ইচ্ছুক সন্তান যেমন দেখা যায় তেমনি মাকে অপমান-লাঞ্ছিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না এমন কুলাংগার সন্তানেরও অভাব নেই। জন্মের সাথে সাথে সন্তানকে মায়ের শাল দুধ পান করিয়ে পুষ্টির যোগান দেয়া হয়। অথচ এক সময় দেখা গেল পাশ্চাত্যের সভ্যতা (!) ধ্বজা তুলে আমাদের দেশের মায়েরা অভিভাবকেরা বটল ফিডিং শুরু করে। দুধের কৌটা, বোতল নিয়ে মায়ের সাথে কাজের মেয়েদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। অথচ শাল দুধের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয়। নবজাতককে মায়ের শাল দুধ পান করানোকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান যথার্থ ও সময়োপযোগী বলে প্রমাণ করেছেন। এখন মায়ের শাল দুধ ৩০ মাস পর্যন্ত পান করানোর পক্ষে প্রচার শুরু করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। মায়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মায়ের সেবা শুশ্রুষাসহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য 'বিশ্ব মা দিবস' প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে মাতা-পিতাকে ভরণ পোষণ দেয়া সন্তানদের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন। অবহেলা বা লাঞ্ছিত করলে পিতা-মাতা প্রতিকার চেয়ে আদালতে মামলা করতে পারবেন। কথিত আছে মায়ের নামে মসজিদ তৈরি করে মায়ের এক নাল দুধের দায় পূরণ করেছে- একথা বলার সাথে সাথে মসজিদের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে যায়। আল্লাহর কি অপরূপ মহিমা! যাদের মাতা-পিতা নেই সব সন্তানদের উচিত মাতা-পিতার জন্য "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সগীরা" এ দোয়া পড়ে সওয়াব পৌঁছানো আর যাদের মাতা-পিতা কেউ বেঁচে থাকলে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিঃশর্তভাবে মাতা পিতার সেবা করা। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝলে পরবর্তীতে জাহান্নামেই হবে ঠিকানা। সবার একথা মনে রাখা চাই। কাজেই মাতা-পিতার প্রতি নিজেই যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবো তেমনি নিজের স্ত্রীর কথায় মাতা-পিতার প্রতি বিরুপ প্রতিক্রিয়াশীল হবো না বরং অপরকেও মাতা পিতার প্রতি সন্তানদের সঠিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করবো। এই হোক আমাদের সকলের একান্ত কাম্য। আল্লাহ্ আমাদের মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালনে সহায় হোন।

মা যেমন মধুর শব্দ, তেমনি মাতৃভাষাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অতুলনীয়

মায়ের ভাষা মাতৃভাষা মানুষকে তার জাত পরিচয় দেয়। মনের ভাব আদান প্রদানের এক অপূর্ব মাধ্যম ভাষা। মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি যেভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করা যায় তেমনি বিজাতীয় ভাষায় সম্ভব হয় না। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, এ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে গিয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে রফিক, জব্বারসহ অনেকেই স্বৈরাচারি সরকারের পুলিশের গুলীতে হয়েছেন শহীদ।

বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্র সংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে জাতিসংঘ। এ এক মহান প্রাপ্তি। বাংগালীর মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা বিশ্ব দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় সমাসীন। বহু দেশ, জাতি, বাংলা ভাষা চর্চা করছে। সাথে সাথে বাংলা ও বাঙালী জাতিসত্ত্বার স্বরূপ উন্মোচনে গবেষণা করছে। মা যেমন সংগ্রাম সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, তেমনি তার সন্তানরাও মায়ের ভাষার মর্যাদার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন গৌরবান্বিত, বাঙালী পরিচয়ে আমরা গর্বিত। জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বের এক নব বিস্ময়। আমরা বাঙালী, আমাদের ভাষা বাংলা আর আমাদের দেশ বাংলাদেশ, একই অংগের ভিন্নরূপ প্রমাণিত। অবিচ্ছেদ্য বাংলা-বাংলাদেশ, এ ভাষাকে লালন করা, চর্চার মাধ্যমে উন্নয়ন সাধিত করা, জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিপালন করা এবং কঠিন বাস্তবতা অথচ আমরা কি আশানুরূপভাবে করতে পেরেছি! না পারলে প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করার ইচ্ছা বা উপায় কি তা অনুবাধন করতে পারি কি? সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে গবেষণার বিকল্প নেই। উচ্চতর শিক্ষার গবেষনালয়ে বাংলার বিস্তার কতটুকু। বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বাংলার ব্যবহারে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে আমাদের। সরকারকে গবেষণা কর্মের দিকে গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। বিদেশী সাহিত্য বিজ্ঞানসহ প্রকৌশলী জ্ঞানের উন্নয়ন প্রভৃতি ধারন করতে হবে। বাংলা ভাষার মাধ্যমকে সহজলভ্য করতে হবে। বিদেশী ভাষায় লিখিত উদ্ভাবিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের

শাখা প্রশাখাকে বাংলা ভাষায় আওতাভুক্ত করার নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। এ জন্য পর্যাপ্ত বাজেট থাকতে হবে, গবেষণা কাজে সবচেয়ে কম বাজেট হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

সরকারি প্রণোদনা খুবই অপ্রতুল। গবেষকদের গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ মহামারি ভ্যাকসিন আবিস্কার করে উন্নত রাষ্ট্রগুলো গবেষণা ব্যয়ের হাজার হাজারগুণ বেশি মুনাফা লুঠে নিচ্ছে। আমাদের দেশেও অনেক গবেষক রয়েছেন যারা দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন তাদের আরো পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশে গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি করার সময় এখনই। আমাদের সরকার এদিকে গভীর দৃষ্টিপাত করবেন আশাকরি।

দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র। লক্ষ লক্ষ শহীদানের রাষ্ট্রীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধনীতা অর্জন করেছি। বিশ্বে এ রকম নজীর খুব একটা নাই বললেই চলে। এ দেশের জন্য ভাই-বোনেরা যে আত্মত্যাগ করেছেন তার মূল্য আমাদের শোধ করতে হবে। বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা, সমানাধিকারের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাস ও মানবাধিকারের মুল্যবোধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জাতিসত্তার বিকাশ ঘটাতে পারলেই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের রোল মডেল হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে। মার প্রতি ভালবাসা, মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মাতৃভূমির প্রতি গভীর প্রেম (দেশপ্রেম) এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে সততা নিষ্ঠা মানবপ্রেম সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হবে। আসুন এ ব্যাপারে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অহংবোধ পরিত্যাগ করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাই। যেখানে পাওয়া যাবে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবনের উষ্ণতা। মনে রাখবেন মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। দেশপ্রেম বিবর্জিত মানুষ 'নরাধম'।

লেখক: প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যক্ষ মুফ্তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুস্তাক আহমদ**
বিজয় নগর, লক্ষীপুর

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি? এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা? জানতে আগ্রহী

📖 **উত্তর:** স্বপ্ন সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَالْحِلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ [رواه البخاري]

অর্থাৎ জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং খারাপ স্বপ্ন বা স্বপ্নদোষ হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুত্ তাবীর]

হাদীসে পাকে আরো বর্ণিত রয়েছে যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে তার ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি হতে সে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কারো নিকট তা প্রকাশ করবে না। তাহলে সে ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। [বুখারী শরীফ, কিতাবুত্ তাবীর]

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে দেখার বিষয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী জলিলুল কদর স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যদি স্বপ্নে কেউ মৃত ব্যক্তিকে দেখে তাহলে তাকে যে অবস্থায় দেখবে সেটাই বাস্তব বলে ধরা হবে। কারণ সে (মৃত ব্যক্তি) এমন জগতে অবস্থান করছে যেখানে সত্য ব্যতীত আর কিছুই নেই। মৃত ব্যক্তিকে যা করতে বলতে শুনবে সেটাই সত্য বলে ধরা হবে। তবে যদি কেউ স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে ভালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভাল অবস্থায় আছে। আর যদি জীর্ণ-শীর্ণ স্বাস্থ্য বা খারাপ পোশাকে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভাল অবস্থায় নাই। তার জন্য তখন বেশি বেশি মাগফিরাত কামনা করবে ও দোয়া প্রার্থনা করবে। হযরত আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্নে দেখলাম যে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ তাকে জানানো হচ্ছে, এটা কি করে হয়? কিন্তু এর কয়েকদিন পরে স্বপ্নটা সত্যি হয়ে গেল অর্থাৎ আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হল। উল্লেখ্য, পরবর্তী জগতটা সত্য, আর সত্য জগৎ হতে যা আসে তা মিথ্যা হতে পারে না। তবে যিনি এ ধরনের স্বপ্ন দেখে তার ঈমান ও আমল সুন্দর হতে হবে। তবে এ জাতীয় স্বপ্ন দেখলে ভয়ের কোন কারণ নাই, নেককার সুন্নি অভিজ্ঞ মুত্তাকি আলেমের নিকট গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে নেয়া উত্তম। [কিতাবু তাবিরুর রু'ইয়া-আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ.]

✍ **গাজী মুহাম্মদ আলী নেওয়াজ**
কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: সাফা ও মারওয়া সাঈ করা হয় কেন? শুনেছি এ পাহাড়ে মূর্তি ছিল। এ সম্পর্কে জানিয়ে ধন্য করবেন

📖 **উত্তর:** সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। এটা চিরন্তন সত্য কথা। তা কুরআন করীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ - الاية...

অর্থাৎ অবশ্যই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৫৮]

এক ওলী যিনি একজন সম্মানিত নবীর স্ত্রী এবং আরেকজন নবীর আম্মা যার নাম হযরত হাজেরা আলায়হাস্ সালাম। তিনি নিজের শিশু পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের জন্য পানির খুঁজে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে ছুটাছুটি করেছিলেন এবং ওই ওসিলায় তাঁর নূরানী কদম পাহাড়দ্বয়ে পড়েছিল এবং হযরত হাজেরার এ পাহাড় ছুটাছুটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছিল। তাই তাঁর এ স্মৃতিকে চির জাগ্রত রাখার জন্য মহান আল্লাহ্ পাহাড়দ্বয়কে নিজের কুদরতের নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। হজ্ব পালনকারীর জন্য উক্ত দুই পাহাড়ে সাঈ বা ছুটাছুটি করা

শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আর ওমরা পালনকারীর জন্য ফরয। কোন কারণে এটা বাদ পড়লে হজ্বের বেলায় তাতে দম দেওয়া ওয়জিব। আর ওমরার বেলায় পুনরায় আদায় করতে হবে। জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে উক্ত পাহাড়দ্বয়ে দুটি মূর্তি ছিল। সাফা পাহাড়ে যে মূর্তি ছিল তার নাম আসাফ আর মারওয়া পাহাড়ে অবস্থিত মূর্তির নাম ছিল নায়েলা। কাফেরগণ যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটি করত: তখন তারা মূর্তিদ্বয়ের সম্মানের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে স্পর্শ করত। ইসলামের আবির্ভাবের পর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

[তাফসীরে কবির, সূরা- বাক্বারা, কৃত. ইমাম আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) খাযায়েনুল ইরফান, কৃত. মুফতি সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) ও তাফসীরে নুরুল ইরফান, কৃত. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.)' ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্**
গাউসিয়া কমিটি, মুরাদনগর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: নেককার ব্যক্তির পাশে কবরস্থ হলে কোন উপকার (ফায়দা) আছে কিনা? দলীলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর: নেক্কার কবরবাসী তথা আল্লাহর প্রিয় মাকবুল বান্দার কবরের পার্শে মৃতদেরকে কবরস্থ করা অতীব উপকারী। নেক্কার বান্দার পাশে সমাধিত হতে পারা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এটা দ্বারা পার্শ্বস্থ কবরবাসীর অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। আযাবের উপযোগী হলে আযাব দূরীভূত হয়। গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে মৃতদেরকে নেককার বান্দার পাশে ও মাঝে সমাহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- সুলতানুল মুফাস্সিরীন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত 'শরহুস্ সুদূর' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তোমরা নিজেদের মৃতদেরকে নেক্কারদের মাঝে দাফন কর। কেননা মৃত ব্যক্তির পার্শ্বস্থ বদকার প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়, যেভাবে জীবিত ব্যক্তি দুষ্ট প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়।' অনুরূপভাবে হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের মৃতদেরকে নেক্কারদের মাঝে দাফন করতে। কেননা মৃত ব্যক্তি দুষ্ট খারাপ প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে, যেভাবে জীবিত ব্যক্তিরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।' উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

جُنُوْبُهُ الْجَار السُّوْءِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُ الْجَارُ فِى الْاٰخِرَةِ قَالَ هَلَ يَنْفَعُ فِى الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَذَالِكَ يَنْفَعُ فِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ তোমরা তাকে (মৃতকে) কবরস্থানের দুষ্ট প্রতিবেশি থেকে দূরে রাখ (বরং নেককার প্রতিবেশির পাশে দাফন কর) বলা হল হে আল্লাহর রসূল নেক্কার প্রতিবেশি পরকালে (কবরে) কি অপরের কল্যাণ করতে পারেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নেক্কার প্রতিবেশি দুনিয়াতে অপরের উপকার করে কি? তদুত্তরে বলল হ্যাঁ, নবীজি এরশাদ করলেন, সেভাবে নেক্কার কবরবাসী পরকালে (কবরেও) পার্শ্ববর্তি কবরবাসীর উপকার করতে পারে।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعَ الْمُزْنِى قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَنَ بِهَا فَرَأَه رَجُلٌ كَانَهُ مِنْ اهْلِ النَّارِ فَاغتم لِذٰلِكَ ثُمَّ اُرِيَهُ بَعْدَ سَابِعَةٍ اَوْ ثَامِنَةٍ كَانهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَأَلَهُ قَالَ دُفِنَ مَعَنَا رَجلٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَشَفَعَ فِى اَرْبَعِيْنَ مِنْ جِيْرَانِه فَكُنْتُ فِيْهِمْ - اَلْحَدِيْث

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে নাফে আল মুযনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা শরীফে একজন পুরুষ মারা গেল, তাকে সেখানে দাফন করা হল। একজন ব্যক্তি তাকে (স্বপ্নে) দেখল যে সে জাহান্নামী। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি এতে দুঃখিত হল। ৭/৮দিন পর তাঁকে (স্বপ্নে) ওই মৃত ব্যক্তিকে দেখানো হলো, যেন সে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর ওই ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে সে বলল, আমাদের সাথে একজন নেক্কার ব্যক্তি দাফন হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিবেশি কবরসমূহ থেকে ৪০ জনের জন্য (আল্লাহর দরবারে) সুপারিশ করেছেন; আমিও তাদের অন্যতম। সুতরাং নেক্কার ও বুযুর্গ কবরবাসীর ওসীলায় পার্শ্বস্থ কবরবাসীদের কবর আযাব মাফ হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমত, বরকত ও কল্যাণ সাধিত হয়। তা হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত ও ক্বোরআন-সুন্নাহর ফয়সালা।

[শরহুস্ সুদূর, আনবায়ুল আযকিয়া ফী হায়াতিল আম্বিয়া: কৃত. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ., আল-বাচায়ের, কৃত. আল্লামা হামদুল্লাহ্ দাজভী রহ. এবং আমার রচিত 'যুগ জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন**
সাদারপাড়া, পাইরোল পটিয়া,
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: দাঁতের পরিচর্যায় মিসওয়াকের উপকারিতা জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তর: ফরজ ওয়াজিব ইবাদত পালনের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাত পালনের ব্যাপারে ইসলাম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ এবং গুরুত্বারোপ করেছেন। আর মিসওয়াক করা প্রিয়নবীর রেখে যাওয়া অতি বরকতময় একটি সুন্নাত।

হাদীসে পাকে মিসওয়াক করার ফযিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে প্রায় ৪০টি হাদিস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দু' একটি বরকত ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলঃ

عَنْ عاَئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسِّوَاكُ مطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرَ ضَاةٌ لِلرَّبِّ [رَوَاهُ مِشكواة]

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মিসওয়াক হলো মুখ পবিত্র রাখার মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। [মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৪]

অপর একটি হাদীসে মিসওয়াক করার ফজিলত প্রসঙ্গে প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضَلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يستاك لها على الصلوة التى لا يستاك لها سبعين ضِعْفًا [رواه البيهقى - مشكوة صفحه 45]

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামাযের জন্য (ওযূর সময়) মিসওয়াক করে আদায়কৃত নামায ওই নামায অপেক্ষা ৭০ (সত্তর) গুণ বেশী সাওয়াবের অধিকারী, যে নামাযে মিসওয়াক করা হয় নাই।

[বায়হাকী ও মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫]

তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন,

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَ مرتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الخ.. [رواه الترمذى وابوداؤد - مشكوة - صفحه 45]

অর্থাৎ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের (অযূর) সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামাযকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে আদায় করার আদেশ করতাম।

[তিরমিযি ও আবু দাউদ ও মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫]

এ ছাড়া হাদীসে পাকে প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করা অধিকাংশ নবীদের তরিকা ও ফিতরত বা স্বভাবজাত অভ্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই এর মধ্যে ইহ ও পরকালীন ফায়দা বিদ্যমান। যেমন (ক.) ইহকালীন ফায়দাসমূহঃ ১. মস্তিস্ক সজীব হয়, ২. দাঁত জীবানুমুক্ত হয়, ৩. দাঁতের ক্যালসিয়াম পূরণ হয়, ৪. দারিদ্রতা দূর হয় এবং সচ্ছলতা আসে, ৫. স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়, ৬. মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, ৭. দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়, ৮. পাকস্থলী রোগমুক্ত হয়, ৯. চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় ও ৯. হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয় ইত্যাদি।

(খ.) পরকালীন ফায়দা বা উপকারঃ ১. ইবাদতে বিশেষতঃ নামাযে ৭০ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি হয়, ২. মৃত্যুর সময় কালমা নসীব হয়, ৩. গুনাহ্ হতে মুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণের সুযোগ হয়, ৪. মিসওয়াক কারীর জন্য জান্নাতের দরজা খোলে দেওয়া হয়, ৫. জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় ৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সুন্নাত পালনের সওয়াব অর্জিত হয়, ৭. মিসওয়াককারীর সাথে ফেরেশতারা ইস্তেগফার ও মুসাফাহা করেন, ৮. ইবাদতে আনন্দ সৃষ্টি হয় এবং ৯. আমলনামা ডান হাতে লাভ করবে ইত্যাদি।

মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩য় পৃষ্ঠায় হযরত শেখ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. উল্লেখ করেন, মিসওয়াকের ৭০টি উপকার রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্নটি হলো মৃত্যুকালে কালমা নসিব হবে।

[মেরকাত শরহে মিশকাত, কৃত. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. ও মেরাত শরহে মেশকাত, কৃত. মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী রহ. মিসওয়াক অধ্যায়]

✍ **মুহাম্মদ কাশেম ভেন্ডার**
চাপাতলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ আমার বাড়ির পাশে একজন মহিলা মারা যায়। ওই মহিলার কবরের উপর শরীয়ত মোতাবেক একটি খেজুরের ঢাল পুতে দেওয়া হয়। প্রায় ২ মাস পর্যন্ত ওই খেজুরের পাতা শুকিয়ে যায়নি। তাজা রয়েছে। পুতে দেয়া খেজুর পাতা সাধারণত শুকিয়ে যায়, এটা না শুকানোর কোন হেতু আছে কিনা? জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তরঃ মুসলিম মৃত বৃক্তির দাফনের পর কবরের ওপর খেজুরের কাঁচা ঢাল পুতে দেয়ার আমলটি পবিত্র হাদিসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। একদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উক্ত দু'টি কবরে আযাব হচ্ছিল এক জনের কবরে গীবত করার কারণে এবং অপর জনের কবরে প্রস্রাব হতে পরহেজ না করার কারণে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنها مالم تيسبا الحديث

[رواه البخارى ২০৯]

অর্থাৎ খেজুর গাছের একটি তাজা ঢাল নিয়ে আসার জন্য বললেন, ঢাল আনা হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে দু' টুকরা করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর এক টুকরা করে রাখলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিকট আরয করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ করার কারণ কি? তিনি বললেন, যতক্ষণ এ ঢাল দু'টো শুকাবে না তাদের আজাব হালকা করা হবে। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, ২০৯, হাদীস]

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার উক্ত কাজের মাধ্যমে বুঝা গেল প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর জিকির/তাসবীহ্ পাঠ করে। যা পবিত্র ক্বোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। বৃক্ষ বা তার ঢালের জীবন এই যে, যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ জীবিত, তা আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করলে তাতে মৃতের উপকার হয়। প্রশ্নে বর্ণিত খেজুর গাছের ঢালিটি সতেজ বা সজীব থাকা হয়ত মাটির সজীবতা ও উর্বরতার কারণে অথবা উক্ত কবরবাসী নেক্কার মহিলা হওয়ার কারণে। যেহেতু অনেক কবরস্থানে এলাকার কোন মুসলিম নর-নারী মারা গেলে নূতন কবর খননকালে পার্শ্বের পুরাতন কবরের মাটি সরে গেলে অনেক পূর্বে দাফন কৃত মৃত ব্যক্তির লাশ একেবারে টাটকা ও তাজা দেখা যায়। এটা উক্ত ঈমানদার কবরবাসীর বিশেষ ফজিলত ও অনন্য মর্যাদার দলিল। তদ্রুপ তাঁর কবরের উপর খেজুর গাছের ঢালি দীর্ঘদিন তাজা ও সজীব থাকা উক্ত কবরবাসীর বিশেষ ফজিলতের কারণেও হতে পারে।

মুহাম্মদ সেলিম উদ্দীন কাদেরী
শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসা,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ মানুষ মৃত্যুর পর ৪দিনা ফাতিহা করা এবং চেহলাম পালন করা জায়েজ আছে কিনা? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে খুশী হব।

উত্তরঃ মুসলমান ব্যক্তির ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির কবরে সাওয়াব পৌছানোর ব্যবস্থা করাকে শরীয়তের ইমামগণ/আলেমগণ মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তা শরীয়তসম্মত। ফাতেহা বা ঈসালে সাওয়াব বা মৃত ব্যক্তির রূহে/কবরে সাওয়াব পৌছানো সকলের জন্য অতি উপকারী ও আযাব হালকা হওয়া বিশেষতঃ দরজা/মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার বড় উসিলা। ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির পক্ষে ভাল কাজগুলো মৃত ব্যক্তির কবরে পৌঁছে। যেমন- এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম বাগদাদী রহ. বলেন-

ان الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو اجماع العلماء [تفسير خازن جـ 8, صفحه ২১৩]

অর্থাৎ নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির পক্ষে সদকা করলে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় এবং তার সাওয়াবও তার কাছে পৌঁছে। আর এটার উপর ওলামায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

[তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৩]

তাই মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআনখানি, ফাতেহা, চাহরম, চাল্লিশা, কুরআন তেলাওয়াত, মিলাদ-কিয়াম মাহফিল, দান-সদকা, খতমে গাউসিয়া-গেয়ারভী শরীফ, মাসিক-বার্ষিক ফাতেহা, গরীব-মিসকিনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ মসজিদ-মাদরাসা রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করে দেয়া অত্যন্ত উপকারী, এগুলো ঈসালে সাওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে অথবা চল্লিশতম

দিবসে অথবা মাসিক/বাৎসরিক ফাতেহাখানি, জিয়ারত ও খতমে ক্বোরআন ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হল মায়্যেতের মাগফিরাত ও রফে দরজাতের জন্য দোয়া করা আর তাঁর কবরে/রূহে সওয়াব পৌঁছানো। সুতরাং এখানে আপত্তির ও গুনাহের কোন কারণ নাই বরং এ সবগুলো নেক আমল ও ইবাদত। আর ইবাদতকে বিদআত ও গুনাহ্ বলা জঘন্যতম অপরাধ ও অজ্ঞতা।

[তাফসীরে খাজেন, জাআল হক,
২য় খন্ড, আমার রচিত যুগ-জিজ্ঞাসা]

প্রশ্ন: বিবাহ্ করার সময় অনেকে রাশি দেখে বিবাহ করে এবং অনেকে রাশির সাথে না মিললে বিবাহ্ করে না এ সম্পর্কে ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক তথ্যাদি জানালে ধন্য হব।

উত্তর: সাধারণত রাশি দেখা নাজায়েজ বরং কুফরি। বিয়ে-শাদি, বিদেশযাত্রা ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে রাশিফলের উপর নির্ভর করা হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা এসব ঈমানের মৌলিক বিষয় তাকদীরের সাথে সাংঘর্ষিক। হাদিসে পাকে রাশিফল এবং গণকের নিকট যাওয়া জাহেলী যুগের এবং বিধর্মীদের কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গণকের গননাকে বিশ্বাস করাকে কুফরি বলা হয়েছে। এমনকি তারগিব তারহিব গ্রন্থে রয়েছে, যে গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেল, ৪০দিন পর্যন্ত তার তাওবা কবুল হবে না আর বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে।

[তারগিব তারহিব, পৃ. ৪৫৯৮]

সুতরাং মুসলিম জীবনে দৈনন্দিন সমস্ত বিষয়ে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা কর্তব্য এবং কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ আবশ্যক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষরা ৪টি বিষয়কে বিবেচনা করবে-

تنكح المراة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين الحديث...

অর্থাৎ মহিলাকে চার কারণে বিবাহ করা হবে, ১. কন্যার ধন-সম্পদ, ২. তার বংশ মর্যাদা, ৩. তার রূপ-সৌন্দর্য এবং ৪. তার দ্বীনদারী। সুতরাং তোমরা দ্বীনদারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দাও।

[সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২৮]

বিধায় ক্বোরআন-হাদীসের বিধান ও বর্ণনা গ্রহণ না করে রাফিশল দেখা বা মঙ্গল অমঙ্গল যাচায়ের জন্য গণকের নিকট যাওয়া এবং তা বিশ্বাস করা বিজাতীয় ও বিধর্মীদের কুসংস্কার। যা মুসলিম নর-নারীদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ও জঘন্যতম অপরাধ। ইমাম ইবনে নুজাইম রচিত কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্নাযায়েরসহ হাদীস এবং ফিক্বহের নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত আছে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমন করবে সে আবুল কাসেম তথা আমি রাসূলের সাথে নাফরমানি করল। আল-হাদিস।

[গমজু উয়ূনিল বাছায়ের, শরহুল আশবাহ্
ওয়ান্নাযায়ের, কৃত. ইমাম হুমভী হানাফী রহ.]

মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি সারারাত না ঘুমায় তাহলে কি তাহাজ্জুদ নামায পড়লে হবে না? ঘুম কি শর্ত?

উত্তর: তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ জাগ্রত হওয়া, ঘুম থেকে উঠা ইত্যাদি এশার নামাযের পর নিদ্রা বা ঘুম হতে রাতে জাগ্রত হয়ে যে নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে আদায় করা হয় সেটাই তাহাজ্জুদের নামায। এ প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد [رواه البخارى]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী রঈসুল মুফাসসেরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন জাগ্রত হতেন তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।

আর বিনা নিদ্রায় বা রাতে না ঘুমিয়েও এশার নামাযের আগে পরে নফল নামায আদায় করা যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। বিনা নিদ্রায় রাত জেগে নামায আদায় করাকে সালাতু কিয়ামুল লাইল বলা হয়। তাছাড়া কেউ যদি নিদ্রায় গিয়েও সারারাত নামায আদায়ের সাওয়াব লাভ করতে চায় এক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র এ হাদীস শরীফ খানা প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

عن عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء فى جماعة فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكانما صلى الليل كله [رواه مسلم]

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

অর্থাৎ আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আত সহকারে পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ল, সে যেন সারারাত নামায পড়ল।

[সহীহ্ মুসলিম শরীফ, সূত্র. রিয়াদুস্ সালেহীন, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং-১০৭১]

উপরোক্ত হাদিসে পাক হতে প্রমাণিত হয় যে, যথাসময়ে ফজর ও এশার নামায জমাত সহকারে আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহ করে সারারাত ইবাদত বন্দেগী করার সাওয়াব দান করবেন। সুতরাং দাওয়াত-ই খায়র ইজতিমা তোহফার ২৯নং পৃষ্ঠায় নামাযে তাহাজ্জুদ সম্পর্কে যে মাসআলা লেখা হয়েছে তা ঠিক আছে।

[মিরআতুল মানাজিহ্ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ্, কৃত. হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, রহ.]

✍ **মুহাম্মদ আবুল কালাম**
উত্তর চরলক্ষ্যা কর্ণফুলী
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: একজন গরীব মুসলমান ব্যক্তি দীর্ঘদিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা অবস্থায় প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন কেউ তার চিকিৎসা সেবা প্রদান করেনি। ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে সকলে মিলে কাফন-দাফনের পর চারদিনের সময় টাকা উত্তোলন করে ফাতেহা করলেন। এটা ইসলাম সমর্থন করে কিনা বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।

উত্তর: কোন মুসলমানের ইন্তেকালের পর তাঁর জন্য ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করা তথা কুরআনখানি, ফাতেহাখানি, গরীব-অসহায় মিসকিনদের জন্য খানা-পিনা ইত্যাদির আয়োজন করা এবং আয়োজনে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা বা শরীক হওয়া নিঃসন্দেহে সওয়াবজনক ও কল্যাণকর। তবে উল্লেখিত প্রশ্নের বর্ণনায় যেটা রয়েছে সেটা হলো জীবিত ও রুগ্নাবস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেবা শুশ্রুষা না করা ইত্যাদি মূলত মুসলিম আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশির হক আদায় না করার দরুন গুনাহ্গার হবে যা হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

عن ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى [رواه البخارى - مشكوة صفحه ١٣٣]

অর্থাৎ হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্ষুধার্তাকে আহার দাও, রোগীর খোঁজ-খবর নাও এবং বন্দীদেরকে (শত্রুর হাত থেকে) মুক্ত কর।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩]

রোগীর সেবা ও দেখা-শুনার ফযিলত সম্পর্কে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع [رواه مسلم - مشكوة صفحه - 133]

অর্থাৎ হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় কোন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাইয়ের রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখা-শুনা করতে যায়, তখন সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সে যেন বেহেশতের ফল গ্রহণে লিপ্ত থাকে।

[সহীহ্ মুসলিম, মেশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩]

অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمة يجلس فاذا جلس اغتمس فيها [رواه مالك - احمد- مكشوة صفحه - 138]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় (যখন সাক্ষাতের জন্য ঘর থেকে বের হয় তখন থেকে) রহমতে প্রবেশ করতে থাকে। যখন সে রোগীর কাছে গিয়ে বসে তখন (রোগীর সাথে সাক্ষাতকালীন সময়) সে রহমতের মধ্যে ডুবে যায়।

[ইমাম মালেক ও আহমদ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৮, আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং-৫২২]

মিশকাত শরীফে উল্লেখ রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- এক

মুসলমানের ওপর, অপর মুসলমানের ৬টি হক রয়েছে- সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল, সেগুলো কি কি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন,

اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه [رواه مشكوة - صفحه ١٣٣]

অর্থাৎ ১. যখন তুমি কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করবে তাকে সালাম দিবে, ২. কোন মুসলমান ডাকলে বা দাওয়াত দিলে তুমি তার ডাকে সাড়া দিবে, ৩. কেউ তোমার কাছে মঙ্গল কামনা করলে তার জন্য তুমি কল্যাণ কামনা করবে, ৪. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললে তুমি (তার) উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, ৫. যখন কেউ অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে এবং ৬. মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জানাযায় শরীক হবে।

[সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২১৬২ ও মিশকাত শরীফ-১৩৩]

অপর হাদীসে ৫টি হকের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি হলো عيادة المريض অর্থাৎ রোগীর খোজ-খবর নেয়া। [সহীহ্ মুসলিম হাদিস নং-৫০৩০]

উল্লেখ্য যে, হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইআদাত শব্দটি উল্লেখ করেছেন যার অর্থ বারবার ফিরে আসা। কেননা রোগ কখনো দীর্ঘ হয় এবং কখনো ধারাবাহিক সেবার প্রয়োজন হয়, তাই রোগীকে একবার দেখে আসা খোজ-খবর নেয়া যথেষ্ট নয় বরং عيادة (ইআদত) শব্দটি ধারাবাহিক সেবা করার প্রতি নির্দেশ করে। রোগীর সেবা না করা প্রসঙ্গে জবাবদিহির বিষয়ে সহীহ্ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন হে আদম সন্তান, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি! সে (বান্দা) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সেবা কিভাবে করব? আপনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক! আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তার সেবা করোনি, তার খোজ-খবর রাখোনি। তুমি কি জানতে না তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে।

[সহীহ্ মুসলিম, হাদিস-২৫৬৯]

অর্থাৎ বান্দা বা প্রতিবেশির সেবাতে স্রষ্টার সন্তুষ্টি নিহিত। সেবা পাওয়া অসুস্থ রোগীর হক বা অধিকার। সুতরাং সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রোগীর প্রতি বা অসুস্থ আত্মীয়-প্রতিবেশির প্রতি অবহেলা করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। রোগীকে সেবা করা, সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত ও ইবাদত। প্রতিবেশি বা আত্মীয়-স্বজন রোগাক্রান্ত হলে খোজ-খবর নেয়ার ও সেবার মাধ্যমে সেবাকারীর ঈমানের জ্যোতি ও মুসলিম সমাজে মায়া মহব্বত ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং বিপর্যয়-অবক্ষয় রোধ করা যায়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা । একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে । প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। । প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

গ্রন্থ আলোচনা

শেরে মিল্লাত মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) স্মারকগ্রন্থ একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা

বরেণ্য আলেমে দ্বীন শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) (১৯৪৩-২০২০) ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এক কিংবদন্তী। স্বনামধন্য আলিম, মুফতি, মুফাস্‌সির মুকাররির (বক্তা), শিক্ষক, মুবাল্লিগ, মুনাজির, সংগঠক এমন বহু গুণে গুনান্বিত একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। এক কথায় তিনি ছিলেন বাহরুল উলূম। ক্ষণজন্মা এ মহা মনীষীর পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। অগণিত সুন্নি মুসলমানের মনের তৃষ্ণা মেটাতে এগিয়ে এসেছেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট লেখক গবেষক রাঙ্গুনিয়া নুরুল উলুম কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম কাদেরী। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান আল ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন। এতে স্বনামধন্য লেখক গবেষক ও শিক্ষাবিদ বিশেষ করে তাঁর কৃতি ছাত্রদের স্মৃতি চারণমূলক বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর বহু মূল্যবান লেখা স্থান পেয়েছে।

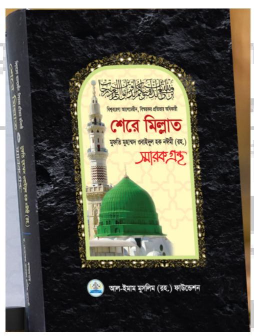

স্মারক গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এতে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের প্রায় সবাই হুজুর আল্লামা নঈমী (রহ.)'র ছাত্র, যাঁরা বর্তমান দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীটের স্বনামধন্য অধ্যাপক, দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ডক্টরেটধারী খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ। গ্রন্থটির প্রথম পর্বে ৭৮জন স্বনামধন্য লেখক শেরে মিল্লাতের বর্ণাঢ্য জীবন ও অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের সর্বজনমান্য ও সর্বজন স্বীকৃত এ মহান দিকপালের মহাজীবনের সকল দিকের আলোচনা-মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বর্তমান কর্ণধারগণ। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য শিরোনাম- **শেরে মিল্লাত ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া** অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী **সুন্নিয়াতের শার্দূল** প্রফেসর ড. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ আল মারূফ, **বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা গঠনে আল্লামা নঈমী (রহ.)'র অবদান** আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান **মুহাদ্দিস হিসেবে শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)এর মূল্যায়ন,** আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, **অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)ঃ জীবন পরিক্রমা** প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, **শেরে মিল্লাত আল্লামমা নঈমী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত** আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী, **বাংলাদেশে ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র অবদান** প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, **যুগশ্রেষ্ঠ মুফতি হিসেবে শেরে মিল্লাত (রহ.)'র মুল্যায়ন** আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ-এমন আরো চমকপ্রদ মোট ৭৮টি মূল্যবান প্রবন্ধের সমাহার ঘটেছে এ গ্রন্থে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে হুজুর আল্লামা নঈমী (রহ.) রচিত কিছু 'মানকাবাত' কবিতা এবং তাঁর শানে বিভিন্ন জনের রচিত কিছু মানকাবাত, মরসিয়া, শোকগাঁথা কবিতা। গ্রন্থটি পাঠে পাঠক সমাজ হুজুর আল্লামা নঈমী (রহ.) সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। হুজুর আল্লামা নঈমী (রহ.) 'র ইনতিকালের ৬মাসের মধ্যে এমন বিশাল কর্মজজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঋণী করেছেন। ৫৯২ পৃষ্ঠার চমৎকার এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অপসেট পেপারে মুদ্রিত একটি পরিচ্ছন্ন প্রকাশনা বলা চলে। । তবে প্রচ্ছদ ডিজাইনে যদি হুজুর আল্লামা নঈমী (রহ.)'র স্মৃতি-বিজড়িত আজীবন খেদমতগাহ্ জামেয়া অথবা যে দরবারের আজীবন গোলামী করেছেন সে দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরীফ অথবা যে খানকা শরীফে বসে তিনি হাদীস শরীফের দরস দিতেন সেসব স্মৃতিচিহ্ন স্থান পেলে ভাল হতে মনে হয়। গ্রন্থটির মূল্য ধরা হয়েছে ৪০০ টাকা। প্রকাশনা অতি কষ্টসাধ্য কাজ। এমন একটি দুরূহ কাজ আনজাম দেয়ায় আমরা আল ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন ও এর কর্ণধার উপাধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ আবদুল হালিম কাদেরিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

-আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়্যব আলী

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি নতুন সংযোজন

আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে বক্তারা

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার শাইখুল হাদিস শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা উৎসব ও সংবর্ধনা সভা গত ১৪ জানুয়ারি অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রধান আলোচক ছিলেন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান সাইয়েদ (আহসান উল্লাহ)। সংবর্ধেয় অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার প্রাক্তণ শিক্ষার্থী, বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর, অনুবাদে আন্তর্জাতিক নোবেলখ্যাত শেখ হামাদ এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল মারুফ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন।

আল ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ স্মারক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে বক্তারা বলেন, বরেণ্য আলিমে দ্বীন, বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী, এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়ার শাইখুল হাদিস, শেরে মিল্লাত, আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)র স্মারক গ্রন্থটি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি নতুন সংযোজন। যাতে শেরে মিল্লাতের জীবন-কর্ম, আহলে সুন্নাত, মসলকে আলা হযরত, আনজুমান, সিলসিলা, গাউসিয়া কমিটি বিশেষ করে সুন্নি দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে। ৮৮জন সম্মানিত ইসলামি স্কলার, বুদ্ধিজীবী, মুফতি, মুহাদ্দিস, ডক্টর, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ অনেক খ্যাতিমান লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ এ স্মারকগ্রন্থ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন বলেন আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী জ্ঞানের সাগর ও অনেক গুনের অধিকারী ছিলেন। প্রধান আলোচক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান সাইয়্যেদ (আহসান উল্লাহ) বলেন, আল্লামা নঈমীর খেদমত শুধু জামেয়া-আনজুমান তথা চট্টগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা বিশ্বময় বিস্তৃত। সংবর্ধিত অতিথি প্রফেসর ড. সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল মারুফ বলেন, আমি আজ আর্ন্তজাতিক নোবেলখ্যাত কাতার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আল হামাদ এওয়ার্ড ফর ট্রান্সলেশন এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং-২০২০ পুরস্কারে ভূষিত হওয়া মূলত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার অবদান এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শাইখুল হাদিস আল্লামা নঈমী হুজুরসহ জামেয়ার আসাতাজায়ে কেরামের দোয়ার ফসল। আমি আমার এ প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়াকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান ও গ্রন্থটির সম্পাদক রাঙ্গুনিয়া নুরুল উলুম কামিল মাদরাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, আল ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা ড. মুহাম্মদ আবদুল হালিম ক্বাদেরী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, এসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন শাকের, আনজুমান রিচার্স সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম, এ, মান্নান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, অধ্যক্ষ আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল আলীম রেজভী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, ফকীহ্ আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, শাইখুল হাদিস আল্লামা

হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের খতীব আল্লামা সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক মাওলানা ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ মোরশেদুল হক, ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, অধ্যাপক মনজুর আলী তালুকদার, ড. মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেজভী, অধ্যক্ষ আল্লামা নাসির উদ্দিন তৈয়বী, অধ্যক্ষ আল্লামা আবু তৈয়ব চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, উপাধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, উপাধ্যক্ষ আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ, আরবি প্রভাষক গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী, ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলক্বাদেরী, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান আল কুরআন মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রেজভী, বিভাগীয় প্রধান আল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেযা নঈমী, প্রভাষক আল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ আযহারী, আরবি প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রেযা নঈমী প্রমূখ।

চন্দনাইশে খানকাহ্-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলার ফতেনগর সিকদার বাড়ি শাখা কতৃক বাস্তবায়নাধীন খানকাহ্-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান গত ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম-মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, জেলা পরিষদ সদস্য এবং চন্দনাইশ উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আবু আহমেদ চৌধুরী জুনু, চন্দনাইশ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা সোলাইমান ফারুকী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, জোয়ারা ইউপি চেয়ারম্যান আমিন আহমেদ চৌধুরী রোকন, চন্দনাইশ উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মাওলানা আবদুল গফুর খান, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের, চন্দনাইশ পৌরসভা সভাপতি আলহাজ্ব মেজবাহ উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মোরশেদুল আলম, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। পাঁচতলা বিশিষ্ট উক্ত খানকাহ্ কমপ্লেক্স এ খানকাহ্ শরীফ, অডিটোরিয়াম হল, সাইক্লোন সেন্টার, পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা সংবলিত লাইব্রেরী, রিসার্চ সেন্টার ও কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফতেনগর সিকদার বাড়ি শাখার স্থায়ী কার্যালয় ও হুজরা শরীফের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রধান অতিথি তাঁর ব্যক্তব্যে খানকাহ্ কমপ্লেক্স বাস্তবায়নে সবাইকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করার উদাত্ত আহবান জানান।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফতেনগর সিকদার বাড়ি শাখার প্রাধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের এর সভাপতিত্বে, জোয়ারা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানার সঞ্চালায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা সিরাজ উদ্দীন তৈয়্যবি, মাওলানা মেশকাতুল ইসলাম মুজাহেদি, মাওলানা আহমদ হোসেন জিহাদী, মাওলানা নুরুল ইসলাম আলকাদেরি, আলমগীর বঈদী, ইলিয়াস কাঞ্চন, ফারুকুল আলম চৌধুরী, সরোয়ার উদ্দীন, আবু সৈয়দ, শাহনেওয়াজ চৌধুরী শুভ, আবুল মনসুর, ফোরখ আহমদ, আসহাব উদ্দীন চৌধুরী, ইউপি সদস্য আলাউদ্দীন খালেদ, আহসান ইউসুফ, মাহমুদুর রহমান, আনোয়ারুল আহসান, মাহমুদুন্নবী কায়সার, মোজাহেরুল হক, আনিসুর রহমান, মাওলানা রাশেদুল ইসলাম, মাঈনুদ্দীন আজাদ, জুনায়েদ উদ্দীন, মাহমুদুল হাসান, নবীদুর রহমান প্রমুখ।

সাতকানিয়া ধর্মপুরে গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া জিন্নাত আরা সুন্নিয়া মাদরাসার উদ্বোধন

সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুরে গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া জিন্নাত আরা সুন্নিয়া মাদরাসার শুভ উদ্বোধন ও সবক অনুষ্ঠান গত ৬ ফেব্রুয়ারি সুলতান মাহমুদ খান সুমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি

ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাতকানিয়ার জমিনে সুন্নিয়তের দাওয়াত প্রতি ঘরে ঘরে পৌছে যাবে। এলাকার জনগণকে অত্র মাদরাসায় ছেলেমেয়েদের ভর্তির আহ্বান জানান। তিনি আনজুমান ট্রাস্ট থেকে মাদরাসার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এ মাদরাসা হুজুর কেবলার পক্ষ হতে নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বলেন।

প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, সাতকানিয়া উপজেলার সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা আবদুন নুর আনসারি, যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইমরান, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক ইফতেখারুল ইসলাম, মাওলানা ওসমান গণি রেজভি, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মাওলানা আবুল হাসনাত, মাওলানা মুহাম্মদ কায়সার, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা রেজাউল করিম, মাওলানা নবী হোসেন প্রমুখ।

দৈনিক বর্তমান কথা'র মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

'দৈনিক বর্তমান কথা'র প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিদিন 'আলোকিত মানুষ' কলাম এবং প্রতি সপ্তাহে 'ইসলামী পাতা ও চট্টগ্রাম কথা' প্রকাশনা বিষয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭ টায় এশিয়াবিখ্যাত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা শিক্ষক মিলনায়তনে চট্টগ্রামের বিশিষ্টজনের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী। প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। প্রধান আলোচক ছিলেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম এ মান্নান। ইসলামী গবেষক ড. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হালিম ক্বাদেরীর সঞ্চালনায় প্রস্তাবনাপত্র উপস্থাপন করেন পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মানবাধিকার গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ আলী আক্কাছ নূরী।

সভায় সাপ্তাহিক 'ইসলামী পাতা'য় নিয়মিত লেখার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখক-প্রাবন্ধিক ও 'চট্টগ্রাম কথা'র জন্য অভিজ্ঞ প্রতিবেদক-অনুলেখক এবং প্রতিদিন 'আলোকিত মানুষ' কলামের জন্য রেগুলার কলামিস্ট নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকাশনা অর্থায়নে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহেরও সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাবেক কমিশনার গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, ড. মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক, অধ্যক্ষ মাওলানা স উ ম আবদুস সামাদ, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল অদুদ, মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক, মাওলানা মুহাম্মদ ইসকান্দর আলম, শিল্পপতি আনোয়ারুল হক, শিল্পপতি কমর উদ্দিন সবুর, শেখ মুহাম্মদ সরওয়ার হোসেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন আলক্বাদেরী, দৈনিক বর্তমান কথার স্টাফ রিপোর্টার মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক, জামেয়া প্রতিনিধি মুহাম্মদ ওসমান গণি, হাটহাজারী প্রতিনিধি মুহাম্মদ জামশেদ প্রমুখ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ক্বারী মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস। সভাশেষে মুনাজাত করেন আল্লামা এম এ মান্নান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনজুমান ট্রাস্টের এস ভিপি বলেন, পত্রিকাটি ইতপূর্বে জশনে জুলুস উপলক্ষে ক্রোড়পত্রসহ সুন্নী আক্বীদাহ্‌র সংবাদ পরিবেশনে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে প্রস্তাবিত উদ্যোগ বাস্তবায়নে আনজুমান ট্রাস্ট আর্থিক সহায়তা করবে। ট্রাস্টের জিএস বলেন, প্রস্তাবিত ইসলামী পাতার লেখাগুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে তথ্যনির্ভর হওয়া আবশ্যক। এব্যাপারে তিনি লেখক-গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের ধর্মপরায়ন ধনাঢ্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিজ্ঞাপন-অনুদান প্রদানের আহবান জানান।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

বিভিন্ন স্থানে খলিফাতুর রসূল হযরত সিদ্দিক আকবর (রাদ্বি.)'র ওফাতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

হযরত সিদ্দিক-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মাহফিল ও খতমে গাউসিয়া শরীফ রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে গত ২৪ জানুয়ারি শহরের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তা মুহাম্মদ জাবের হোসাইন ইমরান। সভাপতিত্ব করেন গাউসিয়া কমিটি রংপুর জেলা সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন। পরিচালনা করেন জিয়াত পুকুর মাযার শরীফ সুন্নিয়া মাদরাসার সুপার মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কাসেম। প্রধান আলোচক ছিলেন কাদেরিয়া তাহেরিয়া রাবেয়া সুন্নীয়া মাদরাসার সুপার মাওলানা মোহাম্মদ সাহিদার রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, আলহাজ্ব নিজামুদ্দিন, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, মুহাম্মদ হাছান আলী, মাওলানা নুর মোহাম্মাদ, সাইফুল ইসলাম, ইমু মিয়া, মোস্তাক আহমদ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবনি আলোচনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ সাহিদার রহমান, আখেরি মোনাজাত করেন মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ুব আলী আনসারি।

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে খলীফাতুর রসূল, আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)'র ওফাত দিবস উপলক্ষে ফাতেহা শরিফ গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাদ এশা সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহাজাহানের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানা দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, নুরুল ইসলাম সওদাগর, মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, কাজী রবিউল হোসেন রানা, কামাল আহমদ মজু, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, শেখ আহমদ ছাফা, মুহাম্মদ নুরুল আজিম, নাঈমুল হাসান তানভীর, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মুহাম্মদ ইমাম উদ্দিন, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ ওয়াহিদ, মনিরুল মিজান মিঠু, জাহিদুল আলম জিকু প্রমুখ। পরিশেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া, মুনাজাত করা হয়।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানাধীন ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (র.) এর ফাতেহা শরিফ গত ৩ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানা সমাজসেবা সম্পাদক মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম হাসিব, সদস্য মুহাম্মদ আহমদ সাফা, মুহাম্মদ আলী, ৯নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়, সদস্য মুহাম্মদ মুসলিম মিয়া, ফয়েজ লেক ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ জহির উদ্দিন তুহিন, ফকির তালুক ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ওয়াসিম, গোলপাহাড় ইউনিটের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সোহেল, ইস্পাহানী ইউনিটের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইমাম উদ্দিন, মুহাম্মদ আমির হাসান, মুহাম্মদ রাকিব, মুহাম্মদ ইয়াকিন, মুহাম্মদ মিনহাজ প্রমুখ। ফাতেহা শরিফে তক্বরীর পেশ করেন মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আলকাদেরী।

ওয়াজের আলী রোড ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নং ওয়ার্ড শাখার আওতাধীন ওয়াজের আলী রোড ইউনিট কর্তৃক গত ২৯ জানুয়ারী বাদ মাগরিব আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদত খানায় ইউনিট সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ নুরউদ্দিনের সভাপতিত্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর ওরশ মোবারক ও মাসিক খতমে গাউসিয়া শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ওয়াজের আলী রোড ইউনিট এর উপদেষ্টা যথাক্রমে আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব ছাবের আহম্মদ জাহাঙ্গীর, আলহাজ্ব এস এম ফারুকউদ্দিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বিটু, শেখ রফিউদ্দিন আহমেদ মিয়া, আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ কাশেম, মোহাম্মদ বশির, ১৯নং ওয়ার্ড সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নুর হোসেন কোম্পানি, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও ইউনিট সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুল, দাওয়াতে খাইর সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ জসিম, ইউনিট সদস্য মোহাম্মদ এরশাদ, মোহাম্মদ ফারুক, গোলাপ খাঁন, মোহাম্মদ গিয়াস প্রমূখ।

মাহফিলে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদতখানার পেশ ইমাম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সৈয়দ আনসারী।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা যুব কাফেলা কুলগাওঁ

কুলগাঁওস্থ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা যুব কাফেলা বাংলাদেশ'র উদ্যোগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্মরণে আ'লা হযরত কনফারেন্স গত ২১ জানুয়ারি ক্যামব্রীজ কেজি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। যুব কাফেলার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আলী আলকাদেরীর সভাপতিত্বে মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মুদাররিস মাওলানা আতাউর রহমান নঈমী, প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা মুখতার আহমদ রজবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাসিক তরজুমানের সহ সম্পাদক আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, গাউসিয়া কমিটি মহানগর সাবেক প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, স্বাগত্য বক্তব্য রাখেন কে.জি স্কুলের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি, গাউসিয়া কমিটি জালালাবাদ ওয়ার্ড সহ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুল আলম, সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, মুহাম্মদ ইসহাক প্রমুখ। মাহফিল শেষে বিগত আ'লা হযরত কনফারেন্স উপলক্ষে আয়োজিত উপস্থিত বক্তব্য প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

www.anjumantrust.org, E-mail:monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা

খিলগাঁও গাউসিয়া কমিটির শীতবস্ত্র বিতরণ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকা খিলগাঁও শাখার উদ্যোগে গত ১৬ জানুয়ারি সকালে খিলগাঁও মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মিলনায়তনে গরীব, দুস্থ, অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মন্নাফী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ঢাকার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, তাহেরিয়া সুন্নিয়া কমপ্লেক্সের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাউন্সিলরবৃন্দ, খিলগাঁও থানার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, খিলগাঁও শাখা, ঢাকার বিভিন্ন মানবিক কর্মকান্ড বিশেষ করে করোনাকালীন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তারা বলেন, সবাই যদি এই ধরণের মানবিক কর্মকান্ডে এগিয়ে আসে তাহলে বাংলাদেশ একদিন সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

পাহাড়তলী থানা শাখার দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ২০ জানুয়ারি বাদ মাগরিব হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দাওয়াতে খায়র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। উপস্থিত ছিলেন হাজী মুহাম্মদ মুছা, মুহাম্মদ

তসলিম কাদের চৌধুরী, মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিকু, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, হাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আ.ফ.ম মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ ওয়াসিম, মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুহাম্মদ শাহ আলম, মুহাম্মদ হাশেম, সৈয়দ মুহাম্মদ সামশুজ্জামান, মুহাম্মদ কামাল হোসেন প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা আবদুল হালিম নামাজ ও গোসল বিষয়ে আলোচনা করেন।

কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন শাখার অভিষেক সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলা শাখার আওতাধীন ১নং কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান গত ৩০ জানুয়ারী মৌলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলকাদেরী ও মৌলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ শিবলীর যৌথ সঞ্চালনায় মুজাফরাবাদস্থ কালাম কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর যুগ্ম-মহাসচিব আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দীন সবুর, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ নেজাবত আলী (বাবুল), সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মাস্টার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়বিয়া ইসলামিয়া ফাযিল এর অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী, দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মৌলানা আবদুল গফুর খান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক লায়ন আলহাজ্ব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও ইসমাইল চৌধুরী হানিফ।

সভাপতিত্ব করেন ১নং কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন শাখার সভপতি আলহাজ্ব মাওলানা সিরাজ উদ্দিন আলকাদেরী।

কাঞ্চনাবাদ ৯ নম্বর ওয়ার্ড শাখার অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ কাঞ্চনাবাদ ৯নম্বর ওয়ার্ড শাখার অভিষেক সম্প্রতি পুতুন তালুকদার বাড়ী শাহী জামে মসজিদ মাঠে কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী হানিফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আলকাদেরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ উপজেলা কমিটির সভাপতি মাওলানা আব্দুল গফুর খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম আনছারী, এডভোকেট শহীদুল ইসলাম তালুকদার, গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ উপজেলা শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আবু তাহের, অর্থ সম্পাদক সরওয়ার উদ্দিন, আমির হোসেন, মাওলানা মিশকাতুল ইসলাম মুজাহেদী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম, হাজী রশিদ আহমদ কোম্পানী, আলহাজ্ব রমিজ আহমদ, মাওলানা আলতাফ হোসেন আলকাদেরী।

দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল নছর উল্লাহ্ চৌধুরী জামে মসজিদে বাদ এশা অনুষ্ঠিত হয়। দাওয়াতে খায়র বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন পাহাড়তলী থানার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালিম। উপস্থিত ছিলেন ১২নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ আকবর মিয়া, সহ সভাপতি মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ আব্দুল হাফেজ, মুহাম্মদ ইকবাল, মুহাম্মদ সজীব উদ্দিন, মুহাম্মদ সিফাত চৌধুরী, মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন অয়ন, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মুহাম্মদ নুর হোসেন, মুহাম্মদ হোসেন, মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা, মুহাম্মদ রনি, মুহাম্মদ শাহাদাত, মুহাম্মদ ফজল করীম, মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ লোকমান চৌধুরী, মুহাম্মদ ইমাম হোসেন আলেফ প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র সম্পাদক কাফন-দাফন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আবদুস সমদ রজভী (রহ.) শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান আবদুস্ সমদ রজভী (রহ.) শাখার কাউন্সিল উত্তর গশ্চি জামে মসজিদে গত ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন সেলিম এর সভাপতিত্বে উক্ত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়ন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মদ লোকমান চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব মাস্টার, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ হানিফ, মুহাম্মদ সিরাজুল আরেফিন। প্রধান বক্তা ছিলেন ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাওলানা শওকত হোসাইন রেজভী, নির্বাচন কমিশনার ছিলেন যুগ্ন সম্পাদক আবদুল্লাহ্ আল রোমান। মুহাম্মদ হেলাল ফারুক মুন্নার সঞ্চালনায় প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা বেলাল উদ্দিন, মুহাম্মদ ইসমাইল, মুহাম্মদ নওশাদ হোসাইন, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ রাশেদ, মুহাম্মদ জহুর, মুহাম্মদ ফুলমিয়া, এনামুল হক মুন্না, মুহাম্মদ মনির, ফজলে রাসুল নবীল, মুহাম্মদ মাসুক চৌধুরী প্রমুখ।

সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন সেলিম'কে সভাপতি, মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন'কে সাধারণ সম্পাদক ও মুহাম্মদ শাফায়েত আহমদ রেজভী'কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

পটিয়া ফারুকী পাড়া শাখার অনুদান প্রদান ও দু'আ মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলা 'স্বেচ্ছাসেবক টিম' প্রধান মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম এম.কম এবং টিম সচিব মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক আলক্বাদেরীর নিকট গত ২২ জানুয়ারি পটিয়া উপজেলা কার্যালয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির গোসল, দাফন-কাফন, জানাযা/সৎকার কর্মে নিয়োজিত কর্মী বাহিনীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কচুয়াই ইউনিয়ন ১নং ওয়ার্ড ফারুকীপাড়া শাখার উদ্যোগে কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ফারকীর পক্ষে সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মদ মোরশেদ ফারুকীর উপস্থিতিতে নগদ ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আইয়ুব ফারুকী, কাজী মুহাম্মদ খোরশেদ, সেক্রেটারী মুহাম্মদ এনামুর রশিদ ফারুকী, সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ এমরান ফারুকী, নির্বাহী সদস্য মুহাম্মদ জুবাইদ উল্লাহ ফারুকী, মুহাম্মদ শাহরিয়ার ফারুকী রাব্বি, মুহাম্মদ ইমতিয়াজ, ইউনিয়ন সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আশরাফ আলী চৌধুরী আশিক প্রমুখ।

আবদুল আলী নগর ইউনিটের মাহফিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানাধীন আবদুল আলী নগর ইউনিট কমিটির উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ১৮ ডিসেম্বর মুহাম্মদ মুসলিম মিয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় সংগঠনের কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তকরির পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল আলম আলকাদেরী। প্রধান বক্তা ছিলেন দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৯নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর, শেখ আহমদ ছফা, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন ইউনিটের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ রানা, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ রাব্বি, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ খোরশেদ আলম, মুহাম্মদ রাকিব, মুহাম্মদ সুমন, মুহাম্মদ শাকিল, মুহাম্মদ রাজু, মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আরিফ প্রমুখ।

আনোয়ারা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল

বারখাইন ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা আওতাধীন বারখাইন ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্প্রতি আলহাজ ফজলুল কাদের মাষ্টারের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্রগাম দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাষ্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা শাখার সভাপতি আলহাজ হাসানুর রশিদ রিপন, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, এম. মনির আহমদ চৌধুরী, হাজী বজল আহমদ সওদাগর, আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌদুরী, এস.এম আব্বাস, মুহাম্মদ এমদাদুল

www.anjumantrust.org E-mail: tarjumananjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

হক বকুল, হাজী আব্দুর রহিম প্রমুখ। এতে নিম্মোক্ত কমিটি গঠিত হয়। আলহাজ্ব ফজলুল কাদের মাষ্টার সভাপতি, মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক রহিম (মেম্বার) সিনিয়র সহ-সভাপতি, হাজী মুহাম্মদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শমসের আলী, মাওলানা মুহাম্মদ রশিদ, হাজী সৈয়দ আহমদ, মুহাম্মদ নুরুউদ্দিন সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ হাসান আলী তৌহিদ সাধারণ সম্পাদক, মনির আহমদ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, এয়ার মুহাম্মদ খাঁন, ডাক্তার মুহাম্মদ রাশেদুল আলম সহ-সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন কালু সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ ওলা মিয়া অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান সহ-অর্থ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ মনছুর আলী, মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল দাওয়াতে খাইর সম্পাদক, মুহাম্মদ সোহেল প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ জিয়া উদ্দিন বাবু সহ-প্রচার সম্পাদক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ বাচা মিয়া দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ ফরিদ সহ-দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ সমাজ সেবা সম্পাদক, মুহাম্মদ এরশাদ আলী সোহেল সহ-সামাজ সেবা সম্পাদক, মুহাম্মদ এনাম মাষ্টার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ শহীদুল আলম মাষ্টার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ আবছার উদ্দিন সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ ইলিয়াছ তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, নিরবহী সদস্য, এস.এম মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ সোলাইমান লেদু, মুহাম্মদ নুরুল আলম, রশিদ আহমদ, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মুহাম্মদ আবুল বশর, এস.এম. এনাম, মুহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুহাম্মদ আব্দুল হালেক, মুহাম্মদ আব্দুল করিম, মাওলানা মুহাম্মদ একরামুল হক, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস ছবুর, বজল আহমদ ।

বৈরাগ ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা আওতাধীন বৈরাগ ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্প্রতি ফরিদ উদ্দিন খাঁন মিল্টনের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, উট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাষ্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা সভাপতি আলহাজ্ব হাসানুর রশিদ রিপন, আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, এম.মনির আহমদ চৌধুরী, হাজী বজল আহমদ, আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন মুহাম্মদ ইদ্রিস আনছারী, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ প্রমুখ। এতে নিম্মোক্ত কমিটি গঠিত হয়। মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন খান মিল্টন সভাপতি, মুহাম্মদ আবদুল জব্বার সিনিয়র সহ সভাপতি, মুহাম্মদ আবদুল খালেক মাষ্টার, মনির আহমদ, মুহাম্মদ আবু জাফর সহ-সভাপতি, হাফেজ মুহাম্মদ বেলাল সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান আলী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম, মুহাম্মদ আবু বক্কর ছিদ্দিক, মুহাম্মদ ইউনুছ সহ-সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ শফিউল আজম, সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ সাদ্দাম সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, হাজী শহিদ আহমদ অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ এয়াকুব সহ অর্থ সম্পাদক, মাওলানা আব্দুল আওয়াল, মাওলানা লোকমান হাকীমি, রায়হান আহমেদ দাওতে খাইর সম্পাদক, মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ ফজলুল করিম সহ প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ আলমগীর শাহ দপ্তর সম্পাদক, মোহাম্মদ হানিফ সহ-দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল আলিম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, মুহাম্মদ হানিফ তালুকদার, সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, কাজী আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ জনি শিক্ষা সম্পাদক, মুহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ শিক্ষা সম্পাদক, মুহাম্মদ আবু তাহের সমাজসেবা সম্পাদক, হাজী মুহাম্মদ নুরুল আলম সহ-সমাজ সেবা সম্পাদক, মুহাম্মদ আলী বক্স মহিলা বিষয়ক সম্পাদক।

বারশত ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়রা উপজেলা আওতাধীন বারশত ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্প্রতি আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম আনোয়রীর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয় কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাষ্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলাল অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন, আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, এম.মনির আহমদ চৌধুরী, হাজী বজল আহমদ, আলহাজ মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, এস.এম. আব্বাস, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ প্রমুখ। এতে নিম্মোক্ত কমিটি গঠিত হয়। আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম আনোয়রী সভাপতি, মুহাম্মদ ইব্রাহিম সিনিয়র সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ সাধারণ সম্পাদক,

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মুহাম্মদ ইসমাইল সাংগঠনিক সম্পাদক, শেখ মুহাম্মদ সহ-সংগঠনিক সম্পাদক, হাজী মুহাম্মদ আবুল বশর অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ নবী হোসেন সহ-অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ জিয় উদ্দিন খোকন, হাফেজ মুহাম্মদ মনিরুল মোস্তাফা, দিল মোহাম্মদ দাওয়াতে খাইর সম্পাদক, মুহাম্মদ ইয়রুফ খাঁন সজিব প্রচার সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সহ-প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ আরফাত দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ শাকিল হাসান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পাদক, মুহাম্মদ ফরহাদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ আলমগীর সহ-সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ মাহবুব আলম তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, মুহাম্মদ কামাল সমাজ সেবা সম্পাদক, তাজ মুহাম্মদ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক।

চাতরী ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা আওতাধীন চাতরী ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্প্রতি মুহাম্মদ আব্দুর রহমানের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাষ্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, এম.মনির আহমদ চৌধুরী, হাজী বজল আহমদ, আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, এস.এম আব্বাস, মুহাম্মদ কেরামত আলী মেম্বার, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনছারী, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল প্রমুখ। এতে নিম্মোক্ত কমিটি গঠিত হয়। মুহাম্মদ মনির উদ্দিন প্রধান উপদেষ্টা, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, সভাপতি, এস.এম জয়নুল আবেদীন খোকন উদ্দিন, মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দিন সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ হাবিব যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ তৌহিদুল আলম, মুহাম্মদ এয়াকুব, মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সহ-সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন খান চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল মনছুর সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ বেলাল অর্থ সম্পাদক, শেখ মুহাম্মদ মুন্না, মুহাম্মদ তোহিদুল ইসলাম সহ-অর্থ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুল হক, মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ, হাফেজ মুহাম্মদ নুরুন্নবী চৌধুরী দাওয়াতে খাইর সম্পাদক, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রচার ও প্রকাশনা আরফাত দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ শিহাব সহ-দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল হালিম সমাজ সেবা সম্পাদক, সম্পাদক, মুহাম্মদ ইউছুফ সওদাগর সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কাজী রোবায়েদ আহমদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

সাতকানিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন শাখা গঠন

এওচিয়া ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলার ৬ নম্বর এওচিয়া ইউনিয়ন শাখা গঠনকল্পে এক সভা গত ২২ জানুয়ারি উপজেলার সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমানের সভাপতিত্বে আছহাব উদ্দিনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান চৌধুরী, সাতকানিয়া উপজেলার সহ সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা আবদুন নুর আনসারি, মাওলানা জসিম উদ্দিন আলকাদেরী, মুহাম্মদ ইফতিখারুল ইসলাম। উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে আলহাজ্ব মাওলানা জসিম উদ্দিন আলকাদেরীকে আহ্বায়ক, গোলাম কিবরিয়া যুগ্ম আহ্বায়ক, আসহাব উদ্দিনকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ছদাহা ইউনিয়ন গঠিত

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া ছদাহা ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল গত ২৬ ডিসেম্বর স্থানীয় কার্যালয়ে মুহাম্মদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। বক্তব্য রাখেন সাতকানিয়া উপজেলার সহ সভাপতি মাওলানা আবদুন নুর আনসারি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ হোসাইনী, মুহাম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম। উপস্থিত সদস্যদের মতামতের আলোকে মুহাম্মদ হাসানকে সভাপতি, ডাক্তার মুহাম্মদ আবু ছালেহকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

কেঁউচিয়া ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া কেঁউচিয়া ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল অধিবেশন গত ২৬ ডিসেম্বর স্থানীয় কার্যালয়ে মুহাম্মদ শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন, বক্তব্য রাখেন সাতকানিয়া উপজেলার সহ সভাপতি মাওলানা আবদুন নুর আনসারি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ হোসাইনী, মুহাম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম। উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুল আলমকে সভাপতি, মাওলানা মিশকাতুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

শিকারপুর ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানার আওতাধীন ১৪নম্বর শিকারপুর ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ৩০ জানুয়ারি মধ্যম কুয়াইশ তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ও হাটাজারী (পূর্ব) থানার সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান। প্রধান বক্তা ও নির্বাচন কমিশনার ছিলেন যথাক্রমে থানা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন চৌধুরী ও মাস্টার সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক, মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন আজাদুর রহমান আজাদ, নাছির উদ্দিন মোস্তফা, আরশাদ চৌধুরী ও কামাল উদ্দিন, কাউন্সিলে আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ জাকারিয়াকে সভাপতি, ফোরকান উদ্দনি সাহেদ সাধারণ সম্পাদক, এস.এম. সোলাইমান সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ রায়হান দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মুহাম্মদ আজম কন্ট্রাক্টর অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ মফিজ দপ্তর সম্পাদক, মোহাম্মদ খোরশেদ আলম জুয়েল সাহিত্য সম্পাদক, মুহাম্মদ জাহেদ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং মুহাম্মদ ইলিয়াছ ইলুকে সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মনোনীত করে শিকারপুর ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলাধীন উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল ২৯ জানুয়ারী তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা হলে অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি মাওলানা সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক মোহাম্মদ জামশেদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত। কাউন্সিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ব্যাংকার জসিম উদ্দিন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সমাজসেবা সম্পাদক এম এ ছবুর, সহ-অর্থ সম্পাদক আরশাদ চৌধুরী, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা শাহ নাছির উদ্দিন মোস্ত ফা, দফতর সম্পাদক এসএম আজাদুর রহমান, গাউসিয়া কমিটি উত্তর মাদার্শা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক মাষ্টার, সহ-সভাপতি এমদাদুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাওলানা শাহজাহান আলী, মাওলানা আবদুল্লাহ শাহ, শেখ মোহাম্মদ ইউসুফ, আমিনুর রহমান সওদাগর, এস এম মামুন, শফিউল করিম শিবলু, মোহাম্মদ হারুন, আবুল হোসেন কোম্পানী, ফয়েজুল বারী চৌধুরী, নাজিম উদ্দিন, এডভোকেট ইয়াসির আরাফাত, রহমত উল-াহ মাষ্টার, এস এম সাহেদ, জাহিদ হাসান, মাওলানা নোমান, মোহাম্মদ হাসান, শফিউল আজম, ইসমাইল হোসেন টিপু, মেহেদী হাসান নঈম, মোহাম্মদ নুরশেদ, মহিউদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম, ছরওয়ার, ফয়েজুল বাকী প্রমুখ।

কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ কে সভাপতি, সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক মাষ্টার কে সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ জামশেদ কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২০২১-২৩ সেশনের কমিটি গঠন করা হয়।

পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডের বিভিন্ন ইউনিট গঠন

মৌসুমীর মোড় ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধিন মৌসুমীর মোড় ইউনিট কমিটি গঠনকল্পে এক সভা সম্প্রতি মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ওসমানগণি, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশা, সাজ্জাদ হোসেন রানা, নাজমুল হক বাচ্চু, মুহাম্মদ নাছির মিস্ত্রি, মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, সাইফুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান ও মুহাম্মদ মনসুর প্রমুখ। মুহাম্মদ

আকবরকে সভাপতি ও মুহাম্মদ মাসুদকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ মাসুদ হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

এক্সেস রোড ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন শান্তিনগর এক্সেস রোড ইউনিট কমিটি গঠনকল্পে এক সভা সম্প্রতি মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে, মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ ইউনুচ, জানে আলম। আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবুর রহমান, নাজমুল হক বাচ্চু প্রমুখ। মুহাম্মদ মনির সওদাগরকে সভাপতি ও মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ তাজুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

আরামবাগ ইউনিট নবায়ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন আরামবাগ ইউনিট কমিটি গঠনকল্পে এক সভা সম্প্রতি মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে, মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি ওমান মোসেনা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুহাম্মদ ওসমান, মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ফুল হারুন, আবুল কালাম আবু, আবদুল কাদের রুবেল, মুহাম্মদ নাছির, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, নাজমুল হক বাচ্চু, মুজিবুর রহমান, আবদুল হাকিম, মনসুর সাইফুল প্রমুখ। হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আজিজ কিবরিয়াকে সভাপতি ও মুহাম্মদ আসিফ খাঁনকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ জানে আলমকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মদিনা মসজিদ ইউনিট শাখার শোকসভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৭নম্বর ওয়ার্ড শাখার আওতাধীন মদিনা মসজিদ শাখায় মুহাম্মদ খায়রুল বশরের সভাপতিত্বে, সাবেক সভাপতি নুরুল আলমের শোক সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন থানা কমিটির দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব মনসুর, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানু। বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ রাশেল, শাহজাহান বাদশা। উপস্থিত ছিলেন গোলাম মোস্তফা, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন রানা, মাসুদ, সাইফুল নাজমুল হক বাচ্চু, মুজিবুর রহমান, ওসমান গনি, এডভোকেট জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ বেলাল, মুহাম্মদ আবদুর রহিম, মুহাম্মদ ইউনুচ, তুহিন, তারেক প্রমুখ। পরিচালনা করেন ইউনিট সেক্রেটারি আমিনুল হক চৌধুরী।

নুরবক্স হাজীর বাড়ী ইউনিট'র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া নুরবক্স হাজী জামে মসজিদ ইউনিটে সম্প্রতি মুহাম্মদ মামুনের সভাপতিত্বে, মুহাম্মদ তারেক উদ্দিন মুন্নার সঞ্চালনায় নুরানী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ জানে আলম জানু, প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল হক সিদ্দিকী, বিশেষ অতিথি ছিলেন হাফেজ মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আনসারী, আলহাজ্ব আবুল কালাম আবু, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুন নবী মিয়া, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ।

তাজউদ্দিন শাহ্ ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন হযরত তাজ উদ্দিন শাহ্ ও হযরত আবদুল মজিদ শাহ্ শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি মুহাম্মদ ওসমানগণির সভাপতিত্বে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী, প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা ওমাইর রেজভী, বিশেষ অতিথি ছিলেন জানে আলম জানু, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুহাম্মদ নাজমুল হক বাচ্চু, মুহাম্মদ নাসির, ইয়াছিন বাদশা, মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম, মুহাম্মদ ফয়সাল জামান পাবেল, মুহাম্মদ আবদুল হক সওদাগর, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, মুহাম্মদ তানজিম প্রমুখ।

চরণদ্বীপ জান মোহাম্মদ শাহ্ ইউনিট কমিটি গঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালাখালী উপজেলার চরণদ্বীপ ইউনিয়ন শাখার আওতাধীন হযরত জান মোহাম্মদ শাহ্ (রহঃ) ইউনিট শাখার কাউন্সিল সৈয়দ নগর জান মোহাম্মদ শাহ্ ফোরকানিয়া মাদরাসায় মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী মামুন এর সভাপতিত্বে মাওলানা শহীদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী উপজেলা শাখার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা কাজী এম.এ. জলিল, বিশেষ অতিথি ছিলেন চরণদ্বীপ ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

তৈয়বী, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সরফুদ্দিন, জাহেদুল ইসলাম মিস্ত্রী। সভায় নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি-মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী মামুন সওদাগর, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল খালেক, মুহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস.এম. রোকন উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরমান ইছা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা মিরাজ, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম।

পোপাদিয়া ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৬নং পোপাদিয়া ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল গত ৬ ফেব্রুয়ারি আকুবদন্ডী ওয়ারেছ মোহছেনা উচ্চ বিদ্যালয়ে এস.এম. ফজলুল কবিরের সভাপতিত্বে মাওলানা এস.এম. ফখরুদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা কাজী ওবাইদুল হক হক্কানী, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ্ব শেখ সালাউদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব, নির্বাচন কমিশনার ছিলেন-বোয়ালখালী উপজেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্সি, সাধারণ সম্পাদক এস.এম. মমতাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা আবু সালে মুহাম্মদ সাইফুল হক সভায় নিম্নোক্ত গঠন করা হয়।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সভাপতি এস.এম. ফজলুল কবির, সহ-সভাপতি কাজী আবদুল জলিল, এম. জসিম উদ্দীন, মুহাম্মদ ইসমাইল, আমানত উল্লাহ, মহসিন শরীফ, সাধারণ সম্পাদক এস.এম. ফখরুদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুন উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক আবদুল হামিদ, নুর মোহাম্মদ মেম্বার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ শরফুদ্দিন, অর্থ সম্পাদক মাওলানা মোবারক হোসেন, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা আহমদ নুর, মাওলানা মোজাম্মেল হক, প্রচার সম্পাদক-এস.কে. এম. জাহাঙ্গীর আলম।

৮ মাসে পবিত্র কুরআনুল করীম হিফয সম্পন্ন করে হাফেয মোহাম্মদ আরিফ উদ্দিন আরাফ

জামেয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এর হিফয বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আরিফ উদ্দিন আরাফ মাত্র ৮ মাসে পবিত্র কুরআনুল করীম হিফয সম্পন্ন করেছে। তার এ বিস্ময়কর সাফল্যে জামেয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান মহান আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। হাফেয মোহাম্মদ আরিফ উদ্দিন আরাফ চট্টগ্রামস্থ ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামের ছিদ্দিক আহমদ বাড়ীর মোহাম্মদ লোকমান ও মাতা রেনুকা আকতারের প্রথম সন্তান। উল্লেখ্য সে অত্র প্রতিষ্ঠানের হিফয শিক্ষক হাফেয মোহাম্মদ ফারুকের তত্বাবধানে নাজেরাসহ হিফয শেষ করেছে।

শোক সংবাদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম'র ইন্তেকালে

চন্দনপুরাস্থ মরহুম আলহাজ্ব সৈয়দুর রহমান চৌধুরীর ২য় পুত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গত ২৯ জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। মরহুমের নামাজে জানাযা বাদ যোহর হযরত মিসকিন শাহ্ (রহঃ) মাজার সংলগ্ন হাজী মহসিন কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এবং জানাযা শেষে মাজার সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুমের ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার), জামেয়া মাদ্রাসার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহাসচিব মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ তৈয়্যবুর রহমান, মুহাম্মদ কমরুদ্দিন সবুরসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সচিব মুহাম্মদ মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, গাউসিয়া কমিটি

বাংলাদেশ,চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার নেতৃবৃন্দ মরহুমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

স্মরণসভায় আনজুমান এসভিপি আলহাজ্ব মহসিন

গাউসিয়তের মিশনে যারা খেদমত করেছেন তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন

২৩ জানুয়ারি শনিবার সকালে নগরীর ষোলশহর আলমগীর খানকায় অনুষ্ঠিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাবেক সভাপতি মরহুম আবদুস শুক্কুর, সাবেক সভাপতি মরহুম ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর রহমান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মরহুম মুসা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক মরহুম আবুল মনছুর, সদস্য মরহুম মাওলানা আতাউর রহমানের স্মরণ সভায় আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ মহসিন বলেন, গাউসুল আজম দস্তগীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রা.)'র নামে গাউসে জামান মুরশিদে বরহক আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রা.)-এর প্রতিষ্ঠিত গাউসিয়া কমিটির খিদমত করে যারা ইহ জীবন ত্যাগ করেছেন, তারা মরেও অমর হয়ে থাকবেন। কারণ তারা একদিকে দ্বীন ও মাজহাবের খিদমত করেছেন, অপরদিকে মুরশিদের নির্দেশ অনুযায়ী জামেয়া, তরিকত ও মানবতার কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। তারা বরণীয়, চিরস্মরণীয়। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শেরে মিল্লাত আল্লামা নঈমী (র.) সহ উত্তর জেলার ইন্তেকাল হওয়া নেতৃবৃন্দের স্মরণ ও সন্মানে এধরণের স্মরণসভা আয়োজন করে একটি মহৎ কাজ করেছেন। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ হারুন সওদাগরের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উদ্বোধক ছিলেন আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, বিশেষ অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি অছিয়র রহমান আল ক্বাদেরী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের মহাসচিব শাহজাদা ইবনে দিদার, বক্তব্য রাখেন জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ওফাতপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দসহ শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (র.)কে মরনোত্তর সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির স্মরণসভা

রাউজান উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটি ও গশ্চি খানকায়ে কাদেরীয়া সৈয়্যদীয়া তৈয়্যবীয়ার উদ্যোগে চট্টগ্রাম উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির সদ্য প্রয়াত সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ আব্দুস শুক্কুর এবং দক্ষিণ রাউজান নোয়াপাড়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার ভূমিদাতা আলহাজ গাজী শামসুল আলমের স্মরণ সভা স্থানীয় খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাগোয়ান ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মদ লোকমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ শওকত হুসাইন রেজভীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, জেলা গাউসিয়া কমিটির জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন হায়দারী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ আহসান হাবিব চৌধুরী, উপজেলা উত্তর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা ইলিয়াস নূরী, উপজলো দক্ষিণ শাখা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ আবু বক্কর সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হানিফ, মাওলানা আজিজুল হক রেজভী, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু মোস্তাক আল কাদেরী। প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা আবদুল আজিজ রেজভী। অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন উপজেলা গাউসিয়া কমিটির জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, হাবিবুল ইসলাম চৌধুরী, মাওলানা মুফতি জিল্লুর রহমান হাবিবী, উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সাবেক সভাপতি লায়ন আহমেদ সৈয়দ, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম মেম্বার, মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ জাহেদুল হক, মুহাম্মদ শফিউল আজম কোম্পানি, মাওলানা আশেকুর রহমান প্রমুখ।

অধ্যাপক মনজুর আলী তালুকদারের মায়ের চেহলাম সম্পন্ন

হাটহাজারী ডিগ্রী কলেজ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ মনজুর আলি তালুকদারের মায়ের চেহলাম ও জিয়াফত অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৯ জানুয়ারি বাঁশখালী উপজেলার দক্ষিণ ইলশা মঙ্গল তালুকদার জামে মসজিদে জুমা নামাজ শেষে মিলাদ মাহফিল ও দুয়া মুনাজাতের মাধ্যমে মরহুমার মাগফিরাত কামনা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ তালুকদার, চট্টগ্রাম কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আরিফুর রহমান, মাসিক তরজুমানের সহ সম্পাদক আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, জীবনবীমা কর্পোরেশন কর্মকর্তা মুহাম্মদ নুরুল আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবক নুর মুহাম্মদ প্রমুখ।

সালমা বেগম

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ জোয়ারা ইউনিয়ন শাখার উপদেষ্টা ইতালি প্রবাসী আব্দুল্লাহ আল-মামুন হাসানের মাতা উম্মে সালমা বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ৮ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুমার নামাজের জানাযা আজ বাদে আসর মুহাম্মদপুর ভূয়খাজা (রহঃ) জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমার ইন্তেকালে চন্দনাইশ জোয়ারা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মাওলানা মিশকাতুল ইসলাম মুজাহিদী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সোহেল রানা শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com